facebook.com/CNewsVoice

www.cnewsvoice.com
The First Daily Updated IT Portal From Bangladesh

মাসিক
সি নিউজ
প্রযুক্তির কণ্ঠস্বর

মার্চ ২০২৪
মূল্য ৫০ টাকা

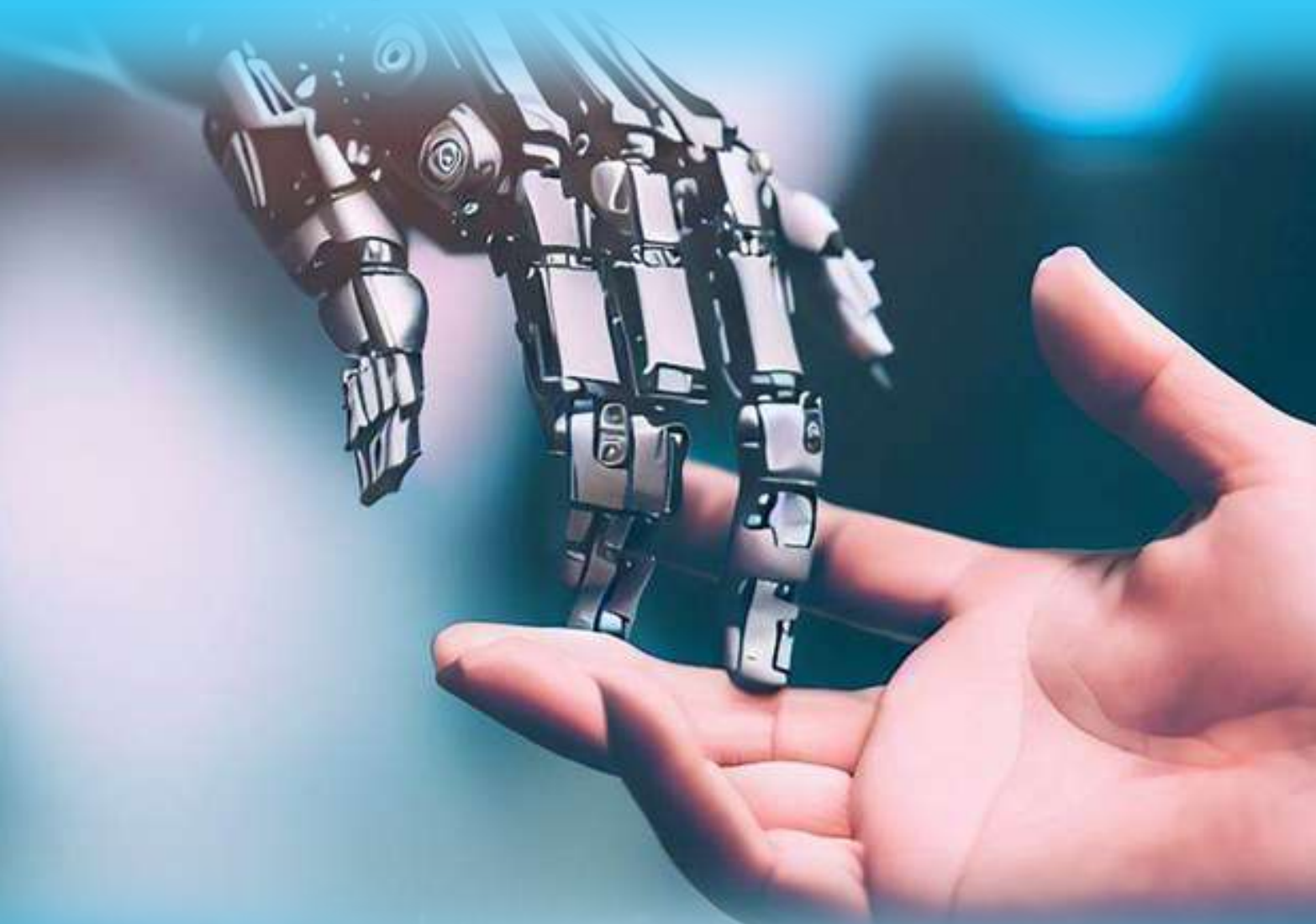

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: আজ এবং আগামীকাল

৫০ বছর পর কেমন দাঁড়াবে
উড়োজাহাজের চেহারা?

সোশ্যাল মিডিয়ার
যত হুমকি

অনলাইন নিরাপত্তার
আসল রহস্য: পাসওয়ার্ড ম্যানেজার

আপনার প্রতিষ্ঠানের
জন্য সেরা ডাটা মাইনিং টুল

প্রযুক্তির নতুন তরঙ্গ

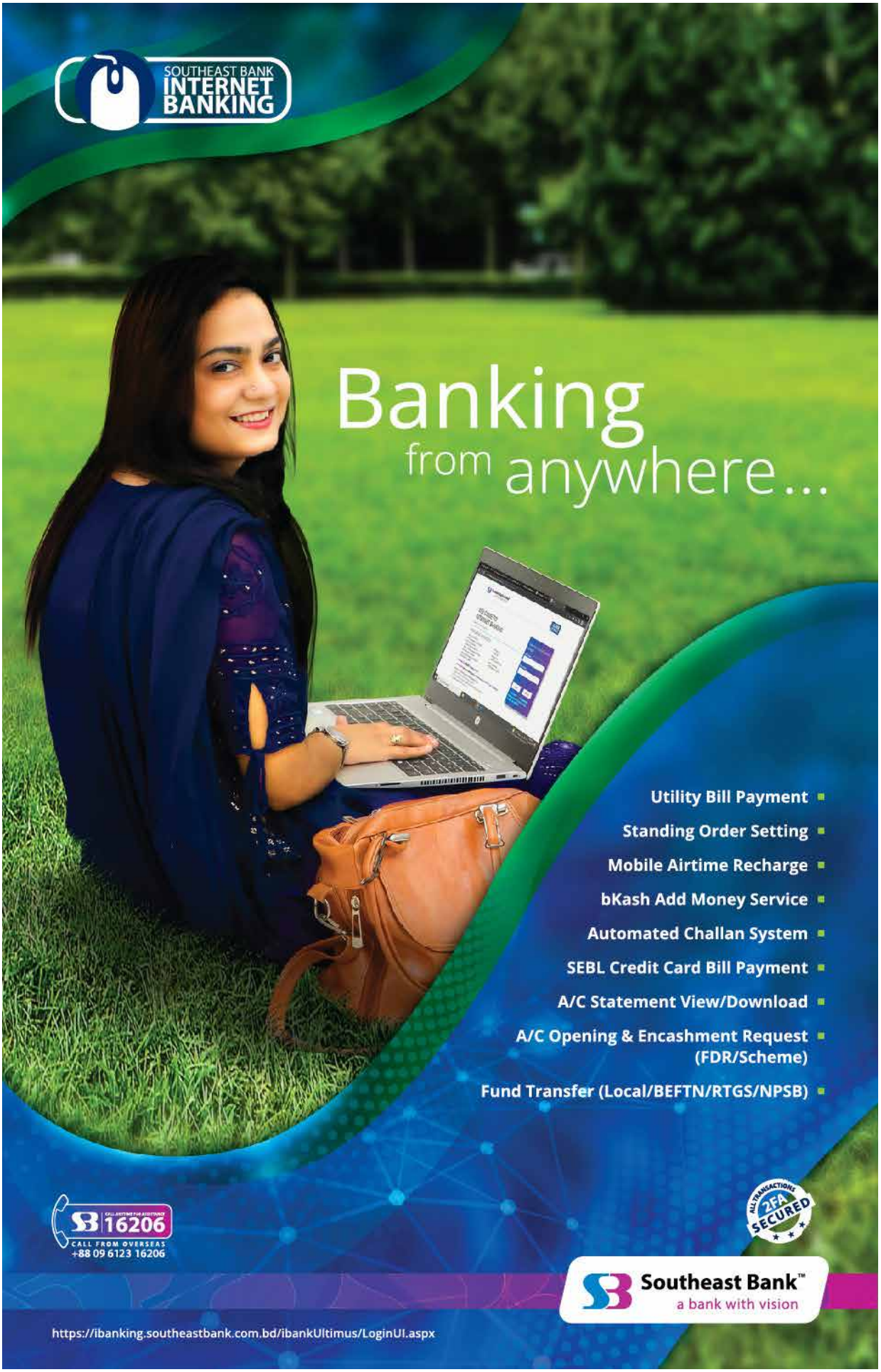

SOUTHEAST BANK
INTERNET BANKING
Banking
from anywhere...
Utility Bill Payment
Standing Order Setting
Mobile Airtime Recharge
bKash Add Money Service
Automated Challan System
SEBL Credit Card Bill Payment
A/C Statement View/Download
A/C Opening & Encashment Request (FDR/Scheme)
Fund Transfer (Local/BEFTN/RTGS/NPSB)
16206
CALL FROM OVERSEAS
+88 09 6123 16206
ALL TRANSACTIONS 2FA SECURED
Southeast Bank™
a bank with vision
https://ibanking.southeastbank.com.bd/ibankUltimus/LoginUI.aspx

brother
at your side

FAST HIGH QUALITY PRINTING

HL-L5200DW Monolaser Printer

With Wireless & Duplex Printing

Japanese Excellence
For Over 100 Years

www.brother.ae

YOGA Book 9i

Smarter technology for all

Lenovo

the book of
unlimited possibilities.

Dual OLED
Touch Display Laptop

Global Brand

HighLights

Sensible Inventory and Accounting Solution

সম্পূর্ণ ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যাকাউন্টিং সফ্টওয়্যার

INSTANT SUPPORT BY ONLINE*

SERVICE NUMBER
01917-726705
01718-844002-5-6

SERVICE EMAIL
service@databizsoftware.com
highlights@databizsoftware.com
(Subject line must include: Service Request)

YOUR BENEFITS
(1) No obligatory Service Contract (2) Experienced Service Personnel (3) Get your solutions instantly (4) Nominal Service fee.

** Conditions apply. Contact us for more details.*

Terms & Conditions: (1) The Databiz Software Limited reserves the right to accept and decline service based on previous dues. (2) Despite our best efforts instant solution is not always guaranteed. In certain cases, further analysis and/or onsite support may be required. (3) Service rate varies depending on the complexity or nature of service. Minimum rate BDT 300/Session. (4) The Databiz Software Limited cannot address Hardware, O/S, and Network related troubleshooting and service.

AORUS KD25F

Panel Backlight/ Type: WLED / TN
Color Saturation: 100% sRGB
True Resolution: 1920 X1080 (Full HD)
Response Time: 0.5 ms (MPRT)
Signal Input: HDMI 2.0 x2, Display port 1.2 x1
Panel Size (diagonal): 24.5"
Warrnty: 3 Years

AORUS CV27F

Panel Backlight/ Type: ELED / VA
Color Saturation: 90% of DCI-P3
True Resolution: 1920 x 1080 (Full HD)
Response Time: 1ms (MPRT)
Refresh Rate (Max.): 165Hz
Signal Input: HDMI 2.0 x2,Display port 1.2 x1
Panel Size (diagonal): 27"
Warrnty: 3 Years

AORUS AD27QD

Panel Backlight/ Type: Edge type LED backlight
Color Saturation: 95% of DCI-P3
True Resolution: 2560 x 1440
Response Time: 1ms (MPRT)
Refresh Rate (Max.): 144Hz
Signal Input: HDMI 2.0 x2, Display port 1.2 x1
Panel Size (diagonal): 27"
Warranty: 3 Years

TRX40 AORUS MASTER

Supports 3rd Gen AMD Ryzen™ Threadripper™ Processors Direct 16+3 Phases Infineon Digital VRM, Fins-Array Heatsink, NanoCarbon Baseplate, 5GbE+1GbE LAN, 3 PCIe 4.0 M.2 with Thermal Guards, Intel® WiFi 6 802.11ax

X570 AORUS PRO WIFI

Supports AMD 3rd Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors, Dual Ultra-Fast NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 M.2, RGB FUSION 2.0, Front & Rear USB 3.2 Gen2 Type-C™ Header & HDMI 2.0

RTX 2080 SUPER™ 8G

8GB GDDR6 256-bit memory interface
WINDFORCE Stack 3X 100mm Fan Cooling
7 Video Outputs
Metal Back Plate with RGB AORUS LOGO
Overclocking 12+2 Power Phases

Core Clock
1860 MHz (Reference Card: 1815 MHz)

smart Technologies (BD) Ltd.

+8801707080198
+8801730701983
www.gigabyte.com

/CLUBG1IT
/AORUSBD
/groups/clubg1gaming
/aorusbangladesh
bd.aorus.com
/aorus_bd

GIGABYTE

Daffodil International University

A top-ranked university

Explore and develop your potential

Daffodil International University (DIU) cordially welcomes you to pursue your higher education goals at its beautiful and spacious Green Campus. With continuous enhancement of amenities, DIU not only focuses on providing resources for delivering quality education, but also grooms the students with intensive care, moral values, professionalism and facilitates innovation & creativity in order to prepare you for the global job market. Find your second home here at DIU permanent campus and become a part of Daffodil's vast alumni network.

» Bachelor Programs:

• CSE • EEE • ICE • Pharmacy • SWE • Textile Engineering •Multimedia and Creative Technology • Architecture • Real Estate •Entrepreneurship • BBA • English • Law (Hons) • Journalism and Mass Communication •Tourism and Hospitality Management • BBS in E-Business • Nutrition and Food Engineering •Environmental Science and Disaster Management • CIS • Information Technology & Management • Civil Engineering

» Master Programs:

• CSE • ETE • MIS • Textile Engineering •English • MBA • EMBA • LLM •Journalism and Mass Communication •Public Health • Software Engineering •Pharmacy • Development Studies

» Post Graduate Diploma:

• Information Science and Library Management

ADMISSION SUMMER 2020

Last Date of Application **15 April 2020**

Admission Test **17 April 2020**

16602 9am - 8pm

Apply online: http://admission.daffodilvarsity.edu.bd

Admission Offices: • **Permanent Campus:** Daffodil Road, Ashulia, Savar, Dhaka. Cell: 01841493050, 01833102806, 01847140068, 01713493141 • **Main Campus:** • 102, Shukrabad, Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka. • Daffodil Tower, 4/2, Sobhanbag, Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka. Tel: 9138234-5, 48111639, 48111670, 01847140094, 01847140095, 01847140096, 01713493039, 01713493051.

www.daffodilvarsity.edu.bd

excel+ service
09606 999 645

tp-link

WORLD'S BEST ROUTER IN 2020

by bestwirelessrouter.reviews

Source- https://www.bestwirelessrouter.reviews

Sole Distributor
Excel technologies ltd.

Road# 02, House# 02, Dhanmondi, Dhaka-1205

+880 1980007008
+880 1980007089

corporate2@excelbd.com
corporate9@excelbd.com

/ExcelTechnologiesLtd

Hotline: 9606999645

Tenda
All for better networking.

এখন 300Mbps
রাউটার এর সাথে
আকর্ষনীয় টি-শার্ট

অফারের
ভিতর অফার

ফ্রি

F6

AC সিরিজের রাউটার
কিনলেই
আকর্ষনীয়
টি-শার্ট

ফ্রি

★ AC সিরিজের সকল রাউটার ও F6 এর সাথে আকর্ষনীয় টি-শার্ট ফ্রি

South Bangla Computers
Total Networking Solutions

100, Parjoar Bhaban, Elephant Road, Dhaka-1205.
support@southbanglabd.com /SouthBanglaComputers
+88 02 9667366, +88 01988 813204

বর্ষ ১৮ ॥ সংখ্যা ১২ ॥ বাংলা ১৪২৬ ॥ মার্চ ২০২৪ ॥ দাম ৫০ টাকা

মাসিক সি নিউজ প্রযুক্তির কণ্ঠস্বর

সম্পাদকীয়

মাসিক সি নিউজ প্রযুক্তির কণ্ঠস্বর

সম্পাদক ও প্রকাশক
রাশেদ কামাল

উপদেষ্টা নির্বাহী সম্পাদক
মোস্তাক শরীফ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন

সম্পাদনা সহযোগী
গোলাম দাস্তগীর তৌহিদ

হিসাব বিভাগ
তাসবির আহমেদ মজুমদার (ফুয়াদ)

আলোকচিত্রী
নাজমুল হোসেন

সার্কুলেশন
আবি আবদুল্লাহ (সবুজ)

জর্জ অরওয়েল তাঁর সুবিখ্যাত ১৯৮৪ উপন্যাসে বলেছিলেন: বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ। তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী এখন সত্যি হয়ে গেছে। এখন আমরা যেন বাস করছি এক সার্ভেইল্যান্স ওয়ার্ল্ডে। নেট দুনিয়ায় যেভাবে নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে, যেভাবে বেড়েছে অস্থিরতা তাতে করে সার্ভেইল্যান্সের বিকল্পই বা কী! বিশেষ করে নেট ভুবনে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য উপাত্তের নিরাপত্তা নিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের শঙ্কিত থাকতে হচ্ছে। কখন আমার দুনিয়ায় এসে হানা দিয়ে যায় হ্যাকারেরা! কখন কোনো ওয়েব সাইটকে বিকল করে দেয়! এসব আশঙ্কায় দিন গুণতে হচ্ছে আমাদের। এদিকে নতুন বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স। ডাটা প্রাইভেসির কথা ভাবলে এই ২০২৪ সালে এসে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কথা এক মুহূর্তের জন্যও মাথা থেকে সরানো যাচ্ছে না। এটি ডাটা প্রাইভেসি রক্ষায় অসাধারণ একটি টুল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, একইসঙ্গে এর মাধ্যমেও কিন্তু প্রাইভেসি ভঙ্গ হচ্ছে। এ কারণে প্রাইভেসি সংক্রান্ত এসব ঝুঁকি প্রশমন করতে হলে নিরাপদ এআই সিস্টেম উন্নয়নে আমাদের কাজ করতে হবে। এজন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা এই ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল নিয়েই চিন্তা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন ইন্ডাস্ট্রি বেস্ট প্র্যাকটিস অনুসরণ করতে হবে প্রতি পদক্ষেপে। নিরাপদ কোডিং প্র্যাকটিস, ঝুঁকি চিহ্নিত করণে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং ডাটা প্রাইভেসির শক্তিশালী সিস্টেম দাঁড় করাতে হবে। বর্তমানে দায়িত্বশীল উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ বা responsible data processing-এর ওপরও জোর দিতে হবে। প্রাইভেসি সংক্রান্ত নিয়মকানুন ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড কঠিনভাবে মেনে চলতে হবে। তাহলেই সম্ভব হবে ইন্টারনেটের ভুবনে ছড়িয়ে থাকা আমাদের ডাটাগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা।

প্রিয় পাঠক, সি নিউজ মার্চ সংখ্যা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। সবার জন্য রইল মহান স্বাধীনতার মাসের শুভকামনা। সবাই ভালো তাকবেন। নিরাপদে থাকবেন।

প্রিয় পাঠক, ভাষার মাসে সি নিউজ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। নিরাপদে থাকবেন।

প্রিয় পাঠক, নতুন বছরকে সঙ্গী করে সি নিউজের জানুয়ারি সংখ্যা আপনাদের সামনে হাজির করতে পেরে আমরা আনন্দিত। সবাই নতুন বছরে ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, এটিই কামনা।

INDEX

Smart Technologies_Gigabyte	*Front Inside*	Global Brand Pvt. Ltd._Lenovo	15
Dohatec	*Back Inside*	Daffodil University	16
Benchmark_HP	*Back Cover*	UCC_DLink	17
Smart Technologies_Samsung	9	HighLights	18
Business Machines Equipment	10	Janata Bank Limited	19
Excel Technologies_Philips	11	UCC_AMD	20
South Bangla_Tenda	12	Bijoy	27
Emem Systems Ltd._Panasonic	13	WIT	65
Global Brand Pvt. Ltd._Asus	14		

The Monthly CNEWS

Editor & Publisher
Rashed Kamal

Advisor Executive Editor
Mostak Sharif

Managing Editor
Mohammad Kawsar Uddin

সি নিউজ-এ প্রকাশিত সকল কলামে ব্যক্ত মতামত একান্তই কলামিস্টদের নিজস্ব।

Head Office : 41/5-A Purana Paltan (2nd Floor), Dhaka-1000, Bangladesh. Mobile : 01989-032823
Mailing Address : House No. 860-861, 1st Floor, Flate A1, Aveneu 03, Road No. 12, Mirpur DOHS Dhaka-1216

সম্পাদক ও প্রকাশক রাশেদ কামাল কর্তৃক ৪১/৫-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। মেসার্স এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস লি. ৮৫/১ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক মুদ্রিত
যোগাযোগ: বাড়ী # ৮৬০-৮৬১, ১ম তলা, ফ্লাট এ/১, এভিনিউ ০৩, রোড # ১২, মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১৬। ফোন: ৮৭১৪১৮৫-৬, ০১৯৮৯-০৩২৮২৩
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৭১৪১৮৬, ই-মেইল: info@cnewsvoice.com ওয়েব: www.cnewsvoice.com

সম্পাদকীয়	০১
ইনবক্স	০২
৫০ বছর পর কেমন দাঁড়াবে উড়োজাহাজের চেহারা?	০৩
আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য সেরা ডাটা মাইনিং টুল	০৫
ইনফোগ্রাফিক্স তৈরির যত টুল	০৬
প্রযুক্তির নতুন তরঙ্গ	০৭
মাস্টারফাইল	০৮
অনলাইন নিরাপত্তার আসল রহস্য: পাসওয়ার্ড ম্যানেজার	১২
নিরাপদ থাকুন সোশ্যাল মিডিয়ার বিপদ থেকে	১৩
সোশ্যাল মিডিয়ার যত হুমকি	১৬
ট্যাবলেট কম্পিউটার: কী কেন কীভাবে	১৯
বিদেশি	২১
Make Your Employees Feel Valued	২৩
Photography Beyond Borders: Amir Hamja's Journey	২৪
How to Increase Web Browser Security	২৬
Why Does What Is Website Hosting Matter for Your Website?	২৭
Tips for Optimizing Your Website's Speed	২৯
মোবাইল ও টেলিকম	৩০
দেশী খবর	৩৫
ক্লিকন শট	৬৩

ইনবক্স

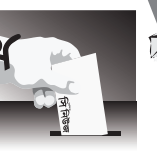

শুভ হোক নতুন বছর

পুরনো বছরের গ্লানি ও হতাশাকে মুছে ফেলে আমাদের দ্বারে এসে দাঁড়াল নতুন একটি বছর-২০২৪। আশা করি নতুন বছরটি বিগত বছরের চেয়ে অন্যরকম হবে। হবে আরো আনন্দময় ও সফল। সি নিউজের জনপ্রিয়তাও এ বছর আগের তুলনায় আরো বাড়বে বলে আশা করি। আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে সি নিউজের সাথে আছি তারা আশা করি সি নিউজ এ বছর আগের তুলনায় আরো বেশি মানুষের হাতে ছড়িয়ে পড়বে। এদেশের তথ্যপ্রযুক্তি অঙ্গনের জয়গাথা সি নিউজের মাধ্যমে কেবল দেশ নয়, দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে এই আশা করি। সি নিউজের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি মানুষকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ভালো থাকুন সবাই। আনন্দে থাকুন। নিরাপদ থাকুন।

মিতুল ও রোশনি
ধানমন্ডি, ঢাকা

প্রসঙ্গ তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বই

আমাদের দেশে কম্পিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটছে। এ অবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রচুর সংখ্যক বই বেরোবে এবং তার একটি বড় অংশ মাতৃভাষা বাংলায়, এটা আমরা চাইতেই পারি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, এক সময় হাতে গোনা যে দু-একটি প্রকাশনী বছরভর কম্পিউটারের ওপর বই প্রকাশ করত তারাও এখন যেন ক্রমশই অনিয়মিত হয়ে আসছে। কম্পিউটারের ভুবনে নতুন পা দেয়া এবং অদূর ভবিষ্যতের পা দেয়ার অপেক্ষায় থাকা তরুণ সমাজের জন্য আরও বেশি করে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বই প্রকাশ করার জন্য প্রকাশকদেরকে অনুরোধ করছি।

ইবরার হোসন বাদল
সূত্রাপুর, ঢাকা

চাই তথ্যপ্রযুক্তি সচেতনতা

দেশে বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে। এ আইনের মূল কথা হল: আমার প্রয়োজনীয় যত তথ্য আছে তা পাওয়ার এবং আমার প্রয়োজনে কাজে লাগানোর স্বাধীনতা আমার থাকতে হবে। তবে তথ্য সচেতনতার পাশাপাশি সবাই যাতে তথ্যপ্রযুক্তি সচেতনতার কথাও বলেন এটাও চাই। কারণ তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি না হলে প্রয়োজনীয় তথ্য কিছুতেই হাতের কাছে পাওয়া যাবে না। আশা করি ভবিষ্যতে সরকার তথ্যপ্রযুক্তি সচেতনতার ওপরও বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেবেন। স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির সর্ব-সাম্প্রতিক অগ্রগতির উল্লেখ ছাড়াও কিভাবে দৈনন্দিন কাজে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানো যায় তার নির্দেশনা থাকা উচিত। এটি সম্ভব হলে কিশোর বয়স থেকেই তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতা ও সচেতনতার হাতে খড়ি হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা ও নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হবে এটাই আশা করছি।

জাহাঙ্গীর আদেল
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

ধারাবাহিক উৎকর্ষ চাই

সি নিউজ এখন আগের চাইতে গুণে মানে অনেক উন্নত হয়েছে সন্দেহ নেই। আমার প্রিয় টেকনো ম্যাগাজিন সি নিউজ উন্নতির এই ধারাবাহিকতাকে সমুন্নত রেখে এভাবেই নতুন নতুন অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে এটাই আমার এবং আমাদের আশা। আমি চাই প্রযুক্তি বিশ্বের যেখানে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, সেটি সি নিউজ-এর দর্পণে ঠাঁই পাবে। আশা করি আমার এবং আমাদের সবার এসব আশা পূরণ করার জন্য সি নিউজ সম্পাদনা কর্তৃপক্ষ আগের চাইতেও বেশি উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে পরিশ্রম করে যাবেন।

আলী আসগর লাভলু
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

সবার জন্য প্রযুক্তি

প্রযুক্তি ব্যবহারে বৈষম্যের কারণে বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে এক ডিজিটাল ডিভাইড। আমরা চাই এই ডিজিটাল ডিভাইড বা প্রযুক্তি বৈষম্য দূরীভূত হবে। কারণ যতদিন এই প্রযুক্তি বৈষম্য থাকবে ততদিন মানুষে মানুষে সত্যিকার সমতা আসবে না। এক অঞ্চলের মানুষ তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে তাদের ভাগ্যকে উন্নত করে ফেলবে, কিন্তু বাকি বিশ্বের মানুষ প্রযুক্তির সুবিধা বঞ্চিত হয়ে নিজেদের জীবনমান উন্নত করার চ্যালেঞ্জে পরাজিত হয়ে এক দুর্বিষহ জীবন বেছে নেবে। আমাদের মনে হয়: পৃথিবীর ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার নয়। সবার শুভ উদ্যোগগুলোকে যদি একত্রিত করা যায় তাহলে এখনও ভাল কিছু ঘটতে পারে। সি নিউজ-এর মত পত্রিকা আজ ও আগামীর এসব ভাল উদ্যোগের পাশে এসে দাঁড়াবে, এগুলোর কথা তুলে ধরবে এটাই আমাদের আশা। সি নিউজ-এর সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ।

মিশু
উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা

এগিয়ে যাক সি নিউজ

সি নিউজ-এর যে ব্যাপারটি আমার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে সেটি হল এর ব্যতিক্রমী চরিত্র। সি নিউজের স্বাতন্ত্র্য খুঁজতে হলে খুব বেশি পরিশ্রম করার দরকার নেই। ধরা যাক এর শিক্ষামূলক চরিত্রের কথাই। এ অব্দি সি নিউজ পড়ে অনেক ব্যাপারেই একেবারে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়েছি আমি। এ মুহূর্তে এরকম দু চারটি নিবন্ধের মধ্যে মনে পড়ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস, হার্ড ডিস্ক, থ্রিডি প্রিন্টিং ইত্যাদির কথা। আমরা সবাই এসব সম্বন্ধে মোটামুটি জানি, কিন্তু এই জানাকে সমৃদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছে সি নিউজ। সি নিউজ-এর নিবন্ধ পড়ে আমরা জানতে পারি কিভাবে এসব জিনিস কাজ করে, কখন কিভাবে এদের উৎপত্তি এবং বিকাশ ইত্যাদি। ভবিষ্যতেও সি নিউজ এসব বিষয়ে আমাদের জানাকে সমৃদ্ধ করার জন্য একই ভাবে এগিয়ে আসবে এরকমটা আশা করতে পারি। অনেক পাঠকই সি নিউজে টিউটোরিয়ালের অভাব সম্বন্ধে লিখেছেন। আমিও বলব এই একটি ব্যাপারে একটা অপূর্ণতা থেকে গিয়েছে। আশা করি সি নিউজ সম্পাদনা কর্তৃপক্ষ এই অভাবটি পূরণে এগিয়ে আসবেন এবং আমার মত সহস্র পাঠকের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা লাভে সক্ষম হবেন। অনেক লিখে ফেললাম। সি নিউজ বরাবরের মতই আমাদের মন জয় করবে এবং আরো এগিয়ে যাবে এই আশা রেখে এখানেই শেষ করছি। খোদা হাফেজ।

মাহমুদ শিপন
নারিন্দা, ঢাকা

৫০ বছর পর কেমন দাঁড়াবে উড়োজাহাজের চেহারা?

আসিফ মুজতবা নূর

১৯৬৮ সাল থেকে টাইম মেশিনে চড়ে কেউ যদি আজকের কোনো বিমানবন্দরে চলে আসেন তাহলে যেসব দৃশ্য দেখবেন তা নিশ্চয়ই তাঁকে বিস্মিত করবে। কিন্তু একটা জিনিস তাঁকে বিস্মিত করবে না, সেটি হচ্ছে বিমানগুলোর চেহারা। কারণ ১৯৬৮ সালের তুলনায় উড়োজাহাজের চেহারায় তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। বিমান তৈরির উপকরণ, বিমানের ইঞ্জিন এবং বিমান উড্ডয়ন বিদ্যায় নানা পরিবর্তন ঘটলেও বাণিজ্যিক বিমানগুলো ১৯৬০-এর দশকের বিমানগুলোর মতই একই চেহারাই বলতে গেলে ধরে রেখেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ও বিক্রিত বিমানগুলোর একটি বোয়িং ৭৩৭ প্রথমবারের মত আকাশে ওড়ে ১৯৬৭ সালে। কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরের বিমানগুলোর চেহারা কেমন হবে – এ প্রশ্ন যদি করি? সেগুলোও আজকের মত একইরকম থাকবে, নাকি হবে একেবারেই ভিন্ন কিছু একটা?

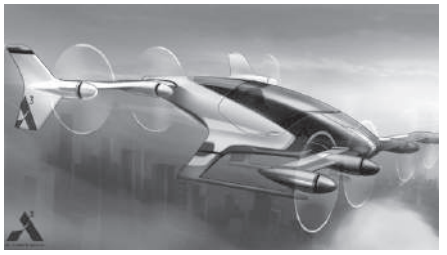

যাত্রীবাহী বিমানের ভবিষ্যৎ: আজকের বাণিজ্যিক উড়োজাহাজগুলো কাঠামোগত দিক দিয়ে ১৯৬০-এর দশকের বিমানগুলোর মতই দেখতে। কিন্তু নতুন কনসেপ্ট বিমান, যেমন কিয়োটো এয়ারশিপের বদৌলতে ৫০ বছর পরের বিমান হয়ত আর এখনকার মত দেখতে হবে না

চেষ্টা ও ব্যর্থতা

বছরের পর বছর ধরে উড়োজাহাজের ডিজাইন পরিবর্তন করার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু তাতে খুব একটা ফল হয়নি। ১৯৭০-এর দশকে সুপারসনিক আকাশভ্রমণের একটি চেষ্টা শুরু হয়েছিল তবে তাতে খুব একটা ফল হয়নি। কনকর্ড আর তার সোভিয়েট কাউন্টারপার্ট টিইউ ১৪৪-এর বেশ কয়েকটি বিমান বেশ কিছুদিন আকাশে উড়েছিল, কিন্তু সেরকম সফলতা অর্জন করতে সমর্থ হয়নি। ব্লেন্ডেড ডানা (বিমানের বডির সাথে মিশে থাকবে যে ডানা)-র একটি উড়োজাহাজ, যেমন স্টিল্থ নর্থ্রপ বি-2 (Northrop ই-২) বোম্বার-এর মত ভিন্নধর্মী ডিজাইনের ব্যাপারে বেশ আলোচনা সমালোচনা হয়েছে – কিন্তু ওটুকুই। খুব একটা সফলতা মেলেনি। এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী ডিজাইন বা আইডয়াগুলো যে খুব একটা হালে পানি পায়নি তার কারণ হচ্ছে, নানা ধরনের কারিগরি ও আর্থিক বাধা। এ কারণে বিমান নির্মাণ ইন্ডাস্ট্রি ভিন্নধর্মী এসব ডিজাইনকে বাদ দিয়ে বর্তমানে যে চেহারায় আমরা বিমানকে দেখি সেটাতেই মনোনিবেশ করতে বাধ্য হয়েছে – কারণ এটিই আর্থিক ও কারিগরিভাবে অনেক বেশি কার্যকর। আগামী পঞ্চাশ বছরও কি একইভাবে যাবে, ঠিক যেভাবে গেছে গত পঞ্চাশ বছর? নাকি হঠাৎ করেই ঘটবে প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর চাঁদে অ্যাপোলো-১১-এর অবতরণের মধ্যবর্তী সময়টিতে? বর্তমানে উড়োজাহাজ প্রযুক্তিতে নজরকাড়া কোনো পরিবর্তন যে ঘটছে না তা নিয়ে হতাশ হবেন না। বড় বড় কিছু পরিবর্তন সামনে আসছে বলে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে অনেক দিন ধরেই।

বিদ্যুতের স্বপ্ন

জুনাম অ্যায়ারো

আজ থেকে ৫০ বছর পরের বিমান কিন্তু এখনই তৈরির পর্যায়ে আছে, আর সে বিমানে শক্তি জোগাবে ইলেকট্রিক প্রপালশন। স্বল্প দূরত্বে চলাচলকারী বেশির ভাগ বিমান বিদ্যুৎচালিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আগামী কয়েক দশকে। আর এর ফলে আমাদের বিমানযাত্রার ধরনও একেবারেই পাল্টে যাবে অদূর ভবিষ্যতে। ক্ষুদ্রাকৃতির ইলেকট্রিক মোটরের সুবাদে ডিস্ট্রিবিউটেড প্রপালশনের সুযোগ নেয়া সম্ভব হবে, যেমনটি এরই মধ্যে করে দেখিয়েছে নাসা-র এক্স-৫৭ প্রোটোটাইপ। নিম্ন মাত্রার গোলযোগ আর কম খরচের কারণে বিদ্যুৎচালিত বিমানের চাহিদা সাধারণ যাত্রীদের কাছে বেড়ে যাবে অনেকটাই। সত্যি বলতে কী, আজকের অগ্রসর অনেক বৈদ্যুতিক এয়ারক্রাফট প্রকল্পই শহর থেকে শহরে স্থলপথে চলাচলকারী অনেক বাহনের স্থান দখল করে নিতে তৎপর আছে। উদাহরণ হিসেবে উপরের ছবিতে যে জুনাম বিমানটি দেখানো হয়েছে সেটির কথা ধরুন। এগুরোতে যাত্রী ধরবে মাত্র ৯ থেকে ১২ জন এবং এক শহর থেকে আরেক শহরে অল্প সময়ের মধ্যে উড়ে যাওয়ার জন্য এগুলোর ওপর স্বচ্ছন্দে নির্ভর করতে পারবেন যাত্রীরা। এগুলোই হবে উড়ন্ত ট্যাক্সি, তবে ঠিক কবে নাগাদ এগুলো আকাশে ওড়াউড়ি শুরু করবে সেটি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। টিল্ট রোটর-ভিত্তিক বিমানকে বাস্তবে রূপ দেয়ার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটি হলে ভার্টিক্যাল লিফট থেকে ফিক্সড উইং-এর কনফিগারেশনে চলে যেতে পারবে বিমানগুলো। বর্তমানে কেবল মার্কিন সামরিক বাহিনীই এ ধরনের বিমানের প্রোটোটাইপ নিয়ে কাজ করছে। অবশ্য ইটালিয়ান হেলিকপ্টার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লিওনার্ডো তাদের সিভিলিয়ান মডেল AW609-কে নিয়ে কাজ করছে। এই প্রয়াস সফল হলে সেটাও আকাশ-পথে যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটাতে পারে।

অটোমেশন

বৈশ্বিক এয়ার ট্রাফিক গত কয়েক দশক ধরেই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, বর্তমানে উড়োজাহাজের জন্য নতুন নতুন উপযোগিতা তৈরির চেষ্টায় আছে মানুষ। হিসাব করে দেখা গেছে, আগামী ২০ বছরে বৈশ্বিক এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে আরো ছয় লক্ষ পাইলটের দরকার হবে। বর্তমানে বিমান সেবাদানের ব্যপৃত আছেন দুই লক্ষের মত পাইলট। আর বাড়তি এই দুই লাখ পাইলটের চাহিদা মেটানোর জন্য দরকার হবে অটোমেশন বা যান্ত্রিকীকরণ। তার মানেই হচ্ছে, স্ব-চালিত বা চালকবিহীন গাড়ির মত পাইলটবিহীন বিমানও অচিরেই বাস্তবে রূপ নিতে পারে। খ্যাতনামা এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ বিয়োর্ন ফাহার্ম ইতোমধ্যে ওয়ান এন্ড হাফ পাইলট এয়ারলাইন্স বা দেড়জন পাইলটের

বিমানের কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। আধুনিক প্রজন্মের উড়োজাহজকে বোঝানোর জন্য অনেকেই এই টার্মটি ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। আর এ কারণে পাইলটবিহীন বিমানের স্বপ্নকে এখন আর কল্পনা বলে মনে হচ্ছে না অনেকের কাছে। বিয়োর্ন ফাহাম-এর মন্তব্য, 'এই কনসেপ্টটিকে আরেকটু এগিয়ে নেয়া গেলে আগামী কয়েক বছরে স্বয়ংক্রিয়করণের ক্ষেত্রেও প্রচুর অগ্রগতি সাধন সম্ভব হবে। তখন কেবল নিরাপত্তার খাতিরেই একজন পাইলট রাখা হবে বিমানে – আকস্মিক কিছু ঘটে গেলে যাতে সামাল দেয়া যায়।' অবশ্য পুরোপুরিভাবে পাইলটবিহীন বিমান অচিরেই বাস্তব হবে এমনটাও মনে করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য হল – এখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল অজানা অজানাকে সামাল দেয়া। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে গেলে একজন মানুষ পাইলট হয়ত একই ধরনের ঘটনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চটজলদি একটি পদক্ষেপ নিতে পারবেন। যন্ত্রকে দিয়ে এ কাজটি করানো কিন্তু খুবই কঠিন।'

যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে পাল্টানো

অটোমেশন যতই ঘটুক, তাতে বিমানের ডিজাইনে হয়ত তেন কোনো রদবদল হবে না। তবে কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ নতুন এসব প্রযুক্তির বদৌলতে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা আমূল বদলে যেতে পারে বলে ধারণা করছেন। এ বিষয়ে ভিক্টর কারলিওজ নামে একজন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ বলেন, 'বিদ্যুৎচালিত বিমানের আবির্ভাবের সুবাদে বিমানের ফিউসেলাজ (মেইন বডি)-এর ডিজাইনে পরিবর্তন আসবে। ফলে যাত্রীদের আরো বেশি আরামদায়কভাবে বসানো সম্ভব হবে।' এ বিষয়ে বিয়োর্ন ফাহাম-এর মত হচ্ছে , 'সে সময় যাত্রীদেরকে এক্সিথিয়েটার থরনের একটি কেবিনের মধ্যে বসানো যাবে। আর বিমানে কোনো জানালা থাকবে না।'

বোয়িং-এর ব্লেন্ডেড উইং বডি এয়ারলিফটার বিমানের বডি এবং ডানাকে একত্রিত করে ফেলবে

তখন যা ঘটবে তা হচ্ছে, বিমানের প্রান্তে বসা মানুষ বিমান প্রতিবার মোড় ঘোরার সময় মাথা ঘোরার শিকার হবেন। তবে মাথা ঘোরার এই বিষয়টি যেহেতু তিনি জানালা দিয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, এই অনুভূতির কারণে হবে সেহেতু তিনি যদি চোখ বন্ধ করে ভিন্ন কোনো দৃশ্য ভাবেন তাহলে আর তা নাও ঘটতে পারে। অবশ্য কারলিওজ এয়ারক্রাফটে জানালা রাখারই পক্ষপাতী। তিনি বলেন, 'ফিউচারিস্টিক কোনো কোনো বিমানে জানালা না রাখার কথা বলা হচ্ছে। জানালা না রাখলে কাঠামোগত দিক দিয়ে হয়ত কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে, কিন্তু এর ভিন্নমতও আছে। বাইরের দুনিয়ার সাথে কোনো এক ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করা গেলে যাত্রী অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করা যাবে।' হয়ত এ কারণেই বোয়িং-এর সবচেয়ে আধুনিক ডিজাইনের বিমান বোয়িং ড্রিমলাইনারে বড় আকারের জানালা রাখা হয়েছে এবং এয়ারবাসও এমন একটি কেবিনের ডিজাইন করেছে যেটির চারপাশে আছে স্বচ্ছ কাচের দেয়াল। এদিকে বড় আকারের জানালার কনসেপ্টকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে এমব্রেয়ার, তাদের এক্সিকিউটিভ জেট-এর ডিজাইনে। কিয়োতো কেবিন নামের এই বিমানে আছে বিশাল আকারের প্যানোরমিক জানালা, যেটি কেবিনের প্রায় গোটা দেয়াল জুড়েই আছে।

ভাংবো গতির সীমারেখা

বাণিজ্যিক এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি অন্তত একটি ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় সামনে না এগিয়ে পিছিয়ে গেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। অতীত কালে আটলান্টিক মহাসাগরের এপার ওপার সুপাসনিক বিমানে, অর্থাৎ শব্দের গতির চেয়ে বেশি গতিতে ওড়ে এমন বিমানে ভ্রমণ করা সম্ভব হত। কিন্তু এখন আগের চেয়ে অনেক টাকা খরচ করে টিকেট কাটলেও সুপারসনিক নয়, সাবসনিক বিমানে ভ্রমণ করতে হয়। কিছু কিছু স্টার্ট আপ চাইছে এ ব্যাপারেও কিছু একটা করতে। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বুম সুপারসনিক। সিলিকন ভ্যালি থেকে উদ্ভুত এই কোম্পানিটি বিখ্যাত কনকর্ডের চেয়ে কম খরচে যাত্রীদের শব্দের চেয়ে বেশি গতিতে ভ্রমণের সুযোগ দিতে চাচ্ছে। ওদিকে অ্যারিয়ন এএস২ হচ্ছে আরেকটি সিভিলিয়ান সুপারসনিক এয়ারক্রাফট প্রজেক্ট যেটি বস্তুত হাই এন্ড মার্কেটের দিকে নজর দিতে চাচ্ছে। বর্তমানে উভয় বিমানই উন্নয়নের পর্যায়ে আছে, তবু এরই মধ্যে অ্যারিয়ন এএস২ ফ্লেক্সজেট নামে একটি প্রতিষ্ঠনের কাছ থেকে বিশটি এএস২ বিমানের জন্য অর্ডার পেয়ে গেছে। সেই অর্ডারের আর্থিক মূল্য ২.৪ বিলিয়ন ডলার। ওদিকে জার্মান অ্যারোস্পেস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ডিএলআর-এর পরিকল্পিত স্পেসলাইনার নামের আরেকটি প্রজেক্ট শব্দের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি গতিতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মহাশূন্যের একেবারে প্রান্তে গিয়ে ওড়ার পরিকল্পনা করেছে। এই পদ্ধতিতে তারা মাত্র ৯০ মিনিটে লন্ডন থেকে অস্ট্রেলিয়ায় উড়ে যতে পারবে বলে জানিয়েছে। এ ব্যাপারে ডিএলআর-এর একজন এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার রলফ হেলকে বলেন, 'বিমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যায়, চ্যালেঞ্জটি প্রযুক্তিগত নয়, আর্থিক। ১৯২০-এর দশকেই ব্লেন্ডেড উইং বিমানের কথা বলা হয়েছিল, আর ১৯৩০-এর দশক থেকেই হাইপারসনিক বিমানের কথা বলা হচ্ছে। আমার মতে এসব স্বপ্ন পূরণের জন্য আপনার দরকার হবে দুটো জিনিস – ঝুঁকি নেয়ার সাহস আর বিপুল পরিমাণে টাকা।'

বুম: কনকর্ডের চেয়ে সস্তা নতুন কনসেপ্টের সুপারসনিক বিমান

আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য সেরা ডাটা মাইনিং টুল

মিথুন মোস্তফা

ডাটা মাইনিং (উধঃধ সরহরহম)-এর আরেক নাম হচ্ছে 'নলেজ ডিসকভারি ইন ডাটাবেসেস'। এর মানে হল, ডাটাবেসে ছড়িয়ে থাকা বিপুল পরিমাণ ডাটা থেকে জ্ঞানকে খুঁজে বের করা। কী, অনেকটা সাগর সেঁচে মুক্তো বের করার মত মনে হচ্ছে না? প্রিয় পাঠক, ডাটা মাইনিং আসলে খুবই চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ এবং এরই মধ্যে সারা দুনিয়াতে ডাটা মাইনিং নিয়ে পড়াশোনা ও কাজের নানা ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে। বড় বড় ডাটা সেট থেকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লারনিং, পরিসংখ্যান ও ডাটাবেস সিস্টেমের কৌশল ব্যবহার করে প্যাটার্ন বা ছক খুঁজে বের করার মধ্যেই আছে ডাটা মাইনিংয়ের রহস্য। ডাটা মাইনিং-এর উদ্দেশ্য কী? ডাটা সেট থেকে তথ্য বের করে পরবর্তী ব্যবহারের জন্য এটিকে বোধগম্য একটি রূপ দেয়া। এটির বাস্তব অনেক প্রয়োগ ক্ষেত্র আছে। যেমন, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মেয়েদের স্কুল থেকে ড্রপ আউট বা দীর্ঘ অনুপস্থিতি নিয়ে নানারকম জল্পনাকল্পনা ছিল। নানা পক্ষ থেকে এর নানা সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে কয়েকজন ডাটা মাইনার উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্কুলে মেয়েদের অনুপস্থিতির কারণ সংবলিত ডাটাবেস বিশ্লেশণ করে মেয়েদের ড্রপ আউটের কারণ জানার চেষ্টা করলেন। তাঁরা দেখলেন, মেয়েরা প্রতি মাসে কয়েক দিন একেবারে নিয়ম করে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে। আর এই ডাটার উপর আরো গবেষণা করে তাঁরা দেখলেন, তারা বিশেষ করে রজঃস্রাবের দিনগুলোতে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে কারণ এসময় ক্লাসে যাওয়াটাকে তারা নিরাপদ মনে করে না। এভাবেই মেয়েদের স্কুলে অনুপস্থিতির বড় একটি কারণ প্রমাণ করা গেল ডাটা মাইনিংয়ের মাধ্যমে। ডাটা মাইনিং-এর জনপ্রিয়তা এখন উন্নত দেশগুলোকে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সবদিকেই। এ কাজে সাহায্য করার জন্য আছে অনেক টেকনোলজি টুলও। এসব টুল ব্যবহার করে আপনার প্রতিষ্ঠানের ডাটাকে বিশ্লেষণ করতে পারেন। আর তা থেকে জানতে পারেন অনেক অজানা তথ্য। বিশ্বখ্যাত ম্যাসাসুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলচি-র ডাটা মাইনিং সংক্রান্ত ওপেন কোর্সের কোর্স ম্যাটেরিয়াল থেকেও জানতে পারবেন ডাটা মাইনিংয়ের কৌশল সম্বন্ধে। লিংক: http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-062-data-mining-spring-2003/download-course-materials/| আসুন, এবার জানা যাক এমন কিছু জনপ্রিয় ডাটা মাইনিং টুল সম্বন্ধে যেগুলো ব্যবহার করে আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ডাটা থেকে অনেক তথ্য বের করে আনতে পারবেন।

১। র‍্যাপিডমাইনার (RapidMiner)

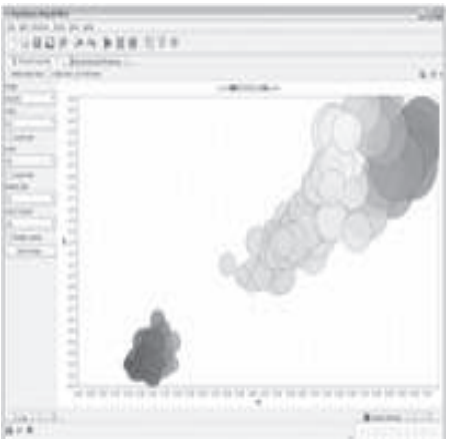

লিংক:http://rapid-i.com/content/view/181/190/lang,en/

সবাই বলেন, র‍্যাপিড মাইনার নাকি ডাটা মাইনিংয়ের জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ওপেন সোর্স সিস্টেম। ডাটা অ্যানালাইসিসের জন্য স্ট্যান্ডঅ্যালোন অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে এটি পাওয়া যায়। আবার অন্য কোনো প্রোডাক্টে ডাটা মাইনিং ইঞ্জিন হিসেবেও একে ব্যবহার করা যায়। বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান র‍্যাপিডমাইনার ব্যবহার করে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা করছে।

২। র‍্যাপিড অ্যানালিটিক্স (RapidAnalytics)

লিংক: লিংক: http://rapid-i.com/content/view/182/196/

অ্যানালিটিক্যাল ইটিএল, ডাটা অ্যানালিসিস ও প্রেডিক্টিভ রিপোর্টিং-এর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে র‍্যাপিডমাইনার-কে ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী ডাটা মাইনিং ইঞ্জিন হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে র‍্যাপিড অ্যানালিটিক্সকে। ব্যবসার জন্য জরুরি সব ধরনের ডাটাকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বিজনেস অ্যানালিটিক্সের ভুবনে একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে এ টুলটি।

৩। ওয়েকা (Weka)

লিংক: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

ওয়েকা হচ্ছে ডাটা মাইনিংয়ের কাজের জন্য অনেকগুলো মেশিন লারনিং অ্যালগোরিদমের একটি সমষ্টি। এসব অ্যালগোরিদমকে কোনো একটি ডাটাসেটে সরাসরি প্রয়োগ করা যায়, আবার ব্যবহারকারীর নিজস্ব জাভা কোড থেকেও 'কল' করা যায়। ওয়েকাতে এমন সব টুল আছে যেগুলো ডাটা প্রি-প্রসেসিং, রিগ্রেশন, ক্লাস্টারিং,অ্যাসোসিয়েশন রুল ও ভিজুয়ালাইজেশনের কাজে ব্যবহার করা যায়। নতুন মেশিন লারনিং স্কিমস তৈরি করার জন্যও এটি আদর্শ একটি টুল।

৪। পিএসপিপি (PSPP)

লিংক: https://www.gnu.org/software/pspp/

স্যাম্পল্ড ডাটার পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের জন্য পিএসপিপি একটি অসাধারণ প্রোগ্রাম। এর বড় শক্তি হচ্ছে এর শক্তিশালী কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল স্ট্রাকচার ও আকর্ষণীয় গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস। এটি সি ভাষায় লেখা হয়েছে এবং গাণিতিক রুটিনের কাজে এটি জিএনইউ সায়েন্টিফিক লাইব্রেরি ব্যবহার করে। গ্রাফ তৈরির কাজে ব্যকহার করা হয় প্লটিউটিলস (ঢ়ষড়ঃঃরষং)। জনপ্রিয় পরিসংখ্যানিক সফটঅয়্যার এসপিএসএস-এর একটি ফ্রি বিকল্প হচ্ছে পিএসপিপি। আগামীতে কী ঘটতে পারে সে ব্যাপারে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্মার্ট পূর্বাভাস দিতে পারে পিএসপিপি, এর ওপর ভিত্তি করে আপনিও নিতে পারবেন স্মার্ট সিদ্ধান্ত।

৫। নাইম (KNIME)

লিংক: http://knime.org/

উপাত্ত বিশ্লেষণের পুরো প্রক্রিয়ার জন্য নাইম একটি ইউজার ফ্রেন্ডলি গ্রাফিক্যাল ওয়ার্কবেঞ্চ। ডাটা অ্যাকসেস, ডাটা ট্রান্সফরমেশন, প্রাথমিক তদন্ত, শক্তিশালী প্রেডিকটিভ অ্যানালিটিক্স, ভিজুয়ালাইজেশন ও রিপোর্টিংয়ের কাজে নাইম একটি জনপ্রিয় টুল। এর ওপেন ইন্টিগ্রেশনের প্লাটফর্মে আছে ১০০-এর বেশি মডিউল বা নোড।

৬। অরেঞ্জ (Orange)

লিংক: http://orange.biolab.si/

ডাটা মাইনিংয়ের কাজে যারা নতুন তাদের জন্য একটি শক্তিশালী ওপেন সোর্স ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন ও অ্যানালটিক্স টুল হচ্ছে অরেঞ্জ। ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং ও পাইথন স্ক্রিপ্টিংয়ের মাধ্যমে ডাটা মাইনিংয়ের কাজ করে অরেঞ্জ। এতে মেশিন লারনিংয়ের জন্য আছে কার্যকর সব কম্পোনেন্ট। টেক্সট-মাইনিং ও বায়োইনফরমেটিক্সের জন্য আছে অ্যাড-অনস। ডাটা অ্যানালিসিসের জন্য আছে দারুণ সব ফিচার। সব মিলিয়ে ডাটা মাইনিংয়ের নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য বেশ দরকারি টুল।

ইনফোগ্রাফিক্স তৈরির যত টুল

সৌম্য চট্টোপাধ্যায়

ইনফোগ্রাফিক্স হচ্ছে ডাটাকে উপস্থাপন করার চমৎকার একটি উপকরণ। ইনফোগ্রাফিক্সের মাধ্যমে যদি তথ্য উপাত্তকে উপস্থাপন করা হয় তাহলে দর্শক বা পাঠক বিরক্তিতে ভোগেন না। আমাদের অনেকেরই আছে আছে নানা রকমের আগ্রহোদ্দীপক তথ্য উপাত্ত, কিন্তু সেগুলোকে কীভাবে চিত্তাকর্ষক ভাবে অন্যদের সামনে তুলে ধরা যায় সেটিই তারা জানেন না। আর এই কাজেই সাহায্য করতে পারে ইনফোগ্রাফিক টুল। অনলাইনে এমন শত শত টুল আছে যেগুলো দিয়ে অসাধারণ সব ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি করা যায়। সেখান থেকেই কয়েকটি টুল নিয়ে সাজানো হল এই লেখা।

১। পিকটোচার্ট (Piktochart)
ডাউনলোডলিংক:https://piktochart.com/

পিকটোচার্ট হচ্ছে মজার মজার সব চার্ট আর মানচিত্র তৈরির জন্য অনলাইনের অন্যতম সেরা সাইট। এটির সাহায্যে আপনি তৈরি করতে পারবেন অ্যানিমেটেড চার্ট, যাতে থাকবে আপনার মনের মত আইকন, থিম, আপনার নিজস্ব ছবি আর ভিডিও।

১। ক্যানভা (Canva)
ডাউনলোডলিংক:https://www.canva.com/

ডিজাইনারদের মনের মত একটি সাইট হচ্ছে ক্যানভা, যেখানে আছে ইনফোগ্রাফিকসহ নানা ধরনের টুল। এতে আছে শত শত টেম্পলেট এবং প্রায় ১০ লাখেরও বেশি স্টক ইমেজ। আপনার নিজস্ব ইমেজগুলোও আপলোড করতে পারবেন এখানে।

৩। ভিজমি (Visme)
ডাউনলোড লিংক: https://www.visme.co/

ভিজমি নামে জনপ্রিয় এই সাইটটির ইনফোগ্রাফিক টুল সেকশনে গেলেই সৃজনশীল নানা ধরনের ইনফোগ্রাফিক্স তৈরিতে সক্ষম হবেন। এ কাজে ব্যবহার করতে পারবেন চার্ট, উইজেট, শেপ আর নানা ধরনের আইকন। আছে দ্রুত ব্যবহারের উপযোগী পপ-আপ আর অ্যানিমেশন ফিচার, যেগুলো আপনার ইনফোগ্রাফিক্সগুলোকে করবে আরও চমৎকার।

৪। ইনফোগ্রাম (Infogr.am)
ডাউনলোড লিংক: https://infogr.am/

ইনফোগ্রামের বদৌলতে নানা পদ্ধতিতে আপনার নিজস্ব ডাটাকে আপলোড করার মাধ্যমে তৈরি করতে পারবেন নজরকাড়া ইনফোগ্রাফিক্স। এতে আছে লাইভ ডাটা সোর্সের সাথে সংযুক্ত হবার ক্ষমতাও। এতে আরো আছে ৩৫টির বেশি চার্ট টেম্পলেট, যেগুলো আপনাকে আকর্ষণীয় ইনফোগ্রাফিক্স তৈরিতে সাহায্য করবে।

৫। ভেনগেজ (Venngage)
ডাউনলোড লিংক: https://venngage.com/

ভেনগেজে পাবেন শত শত ফ্রি ও পেইড ইনফোগ্রাফিক্স টেম্পলেট। এছাড়াও কভিাবে ইনফোগ্রাফিক্স-এর কাজটিকে আয়ত্ত করা যায় সেটিও জানতে পারবেন এই সাইটের টিউটোরিয়ালগুলো থেকে।

৬। ক্যাকু (Cacoo)
ডাউনলোড লিংক: https://cacoo.com/

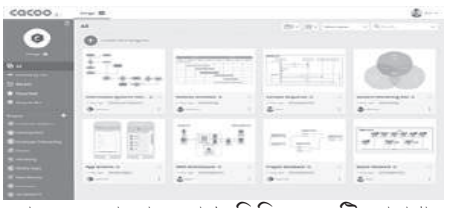

ক্যাকুকে বলা যায় ব্যাপকভিত্তিক একটি ডায়াগ্রাম টুল যেটি ব্যবহার করে ইন্টার‍্যাকটিভ ফ্লো চার্ট, ইউএমএল ডায়াগ্রাম, নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম এবং ওয়ারফ্রেম তৈরি করা যায়। ক্যাকুর কার্যকারিতা বোঝা যায় এই সাইট ভিজিটরের সংখ্যা ও এর জনপ্রিয়তার মাধ্যমে।

৭। কার্টোগ্রাফ (Kartograph)
ডাউনলোড লিংক: http://kartograph.org/

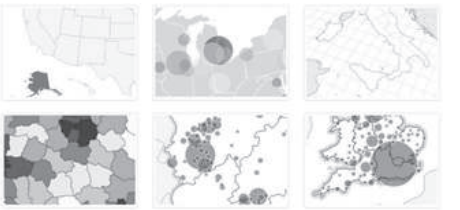

এটি খুবই চমৎকার একটি ফ্রি টুল যেটির সাহায্যে তৈরি করা যাবে ইলাসট্রেশনসমৃদ্ধ ইন্টার‍্যাকটিভ মানচিত্র। এতে আছে পাইথন এবং জাভাস্ক্রিপ্টভিত্তিক টুল যার সাহায্যে আপনার পছন্দ ও চাহিদামত বিভিন্ন মানচিত্র তৈরি করতে পারবেন।

৮। কিনজা (Kinzaa)
ডাউনলোড লিংক: https://kinzaa.com/

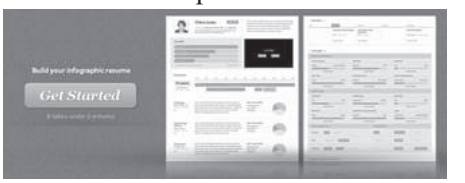

সময়ের চাহিদাসম্পন্ন ইনফোগ্রাফিক্স টুল কিনজা। এতে আছে খুব সহজে ব্যবহার করার উপযোগী উইজার্ড যার সাহায্যে ইনফোগ্রাফি রেজুমি ও ওয়েব সাইটের জন্য ইন্টারট্যাকটিভ ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করা যায়।

৯। অ্যাডিওমা (Adioma)
ডাউনলোড লিংক: https://adioma.com/?ref=coolinfographics

এটি একটি স্মার্ট ইনফোগ্রাফিক্স টুল যেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইন্টার‍্যাকটিভ ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি করে ব্যবহারকারীর দেয়া ডাটার ওপর ভিত্তি করে। এতে আছে একটি স্মার্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম যেটি আপনার ব্যবহারবিধির ওপর ভিত্তি করে শিখতে পারে।

প্রযুক্তির নতুন তরঙ্গ

জাহাঙ্গীর মঈন

মনে হচ্ছে নতুন আরেকটা তরঙ্গে গা ভাসাতে যাচ্ছে কম্পিউটিং। অনেক গবেষক আর প্রযুক্তিবিদ মনে করছেন, এ তরঙ্গের ভিত্তি হবে এমন সব চৌকশ যন্ত্র আর সফটঅয়্যার যেগুলো মানুষের ব্যবসায়িক, বৈজ্ঞানিক বা সরকারি কাজকর্মকে আরো স্বয়ংক্রিয় করবে এবং আগের চেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এসব প্রযুক্তিবিদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মাইকেল স্টোনব্রেকার, ডাটাবেস রিসার্চের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিত্ব। বর্তমান সময়ে অত্যন্ত দ্রুতগতির সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক ডাটাবেসের উৎপত্তি ঘটছে বলে মনে করেন তিনি। তাঁর মতে, নতুন সব সফটঅয়্যার কম্পিউটার হার্ডঅয়্যারের ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবনের সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের বিভিন্ন উৎস থেকে আসা উপাত্তের মধ্যে নতুন সূত্র খুঁজতে সাহায্য করবে। ওয়েব ব্রাউজিং ট্রেইল, সেন্সর ডাটা, জেনেটিক টেস্টিং এবং স্টক ট্রেডিংয়ের মতো বহুবিচিত্র সব উৎস থেকে বিপুল সংখ্যায় জন্ম নেয়া এসব ডাটার মধ্যে নতুন কার্যকারণ আর যোগসূত্র খুঁজবে এসব ডাটাবেস।

মি. স্টোনব্রেকার নিজেই 'ভল্টডিবি' এবং 'প্যারাডাইমফোর' নামে দুটো ডাটা-ড্রিভেন প্রতিষ্ঠানের কাণ্ডারি এখন। এমআইটি-র কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয় গবেষণাগারের সংযুক্ত অধ্যাপকও তিনি। তাঁর মতে, নতুন এ প্রযুক্তি নিয়ে আশাবাদী হবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টেলিজেন্ট সেন্সরের ভুবনে ঘটে চলা গবেষণাগুলোও মি, স্টোনব্রেকারের মত মানুষদের আশা জোগাচ্ছে। অল্পদামী এসব সেন্সর পরীক্ষামূলক চালকবিহীন গাড়ি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ড্রোনের মত নতুন নতুন উদ্ভাবনের জন্য খুবই দরকারি। মেশিন লারনিং অ্যালগোরিদমের মত বুদ্ধিমান সফটঅয়্যার উদীয়মান এসব 'বুদ্ধিমান' প্রযুক্তিতে শক্তি জোগাবে। এর দুটো উদাহরণ হাতে হাতেই দেয়া যায়, আমেরিকার জনপ্রিয় কুইজ গেম জিওপার্ডির বিজয়ী কম্পিউটার ওয়াটসন এবং নেটফ্লিক্সে প্রদত্ত মুভি রিকেমেন্ডশন। এগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স ও উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটাতে পারে। কর্নেল ইউনিভার্সিটির একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী, জন ক্লাইবার্গ এ সম্বন্ধে বলেন, 'প্রযুক্তি পাইপালাইনের সবগুলো অংশই যেন হঠাৎ করে একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এভাবেই নতুন নতুন সব অ্যাপ্লিকেশন এবং তাদের ব্যবহারের পথ প্রশস্ত হচ্ছে।' বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এগুলোর পেছনে আসলে আছে প্রযুক্তির বিবর্তন।

পল সাফো নামে একজন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এই প্রক্রিয়াটিকে 'পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়া' নামে বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানের একটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেন। এ মতবাদের প্রবক্তা স্টিফেন জে গোউল্ড ও নাইলস এলরিজের মতে, বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতি অনেক সময় আকস্মিক ঝলক বা উৎসারণের (spurts) মত করে আবির্ভুত হতে পারে। তবে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান বড় কোনো উদ্ভাবনের দেখা পেতে অনেক সময় বেশ লম্বা একটা সময় লেগে যায়। মি. সাফোর মতে, 'এমনকি সিলিকন ভ্যালিতেও, বড় কোনো সফলতায় রূপ নিতে বেশির ভাগ প্রযুক্তিরই বিশ বাইশ বছর লেগে যায়।' ইন্টারনেটকে প্রযুক্তির বিবর্তনবাদী অগ্রগতি একইসঙ্গে ব্যাপক প্রবৃদ্ধির উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়। ১৯৬৯ সালে মাত্র চারটি কম্পিউটার ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত ছিল, আজ একশো কোটিরও বেশি কম্পিউট-ার এর সঙ্গে যুক্ত। প্রথমদিকে কম্পিউটারের সঙ্গে কম্পিউটার জুড়ে দেবার এ ধারণা খুব বেশি মানুষের কাছে কল্কে পায়নি। তবে ১৯৯০-র দশকের কোনো এক সময় ৪০ লাখ থেকে ৮০ লাখ, তারপর ১ কোটি থেকে ২ কোটি, ৫ কোটি, ১০ কোটি এভাবে করে বাড়তে থাকে বিশ্ববিস্তৃত এই নেটওয়ার্ক, এবং মানুষ সবিস্ময়ে খেয়াল করে, আরে, এ তো বিপ্লবের মত কিছু একটা ঘটছে!

মি. স্টোনব্রেকার মনে করেন, ভবিষ্যতে যে হার্ডঅয়্যার কম্পোনেন্টটির মধ্যে ব্যাপক সম্ভাবনা আছে সেটি হচ্ছে সলিড স্টেট মেমোরি, এর পারফরমেন্স যেমন দ্রুত বাড়ছে, দামও তেমনি কমছে। তিনি মনে করেন, ভবিষ্যতে বড় বড় সব কম্পিউটার সিস্টেমেও সলিড স্টেট মেমোরি ব্যবহার করার মাধ্যমে ডিস্ক ড্রাইভে সংরক্ষণের জন্য ডাটাকে পাঠানোর বদলে মেমোরির মধ্যেই বড় আকারের ডাটাবেসকে ধরে রাখা যাবে। প্রথাগত পদ্ধতির পরিবর্তে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে ৫০ গুণ বেশি দ্রুতগতিতে ডাটাকে হ্যান্ডলিং করা যায় বলে মত দেন মি. স্টোনব্রেকার। 'মেমোরিই হচ্ছে নতুন ডিস্ক', বলেন তিনি। 'কাজেই আমাদের কাজ হবে নতুন এই প্রযুক্তি থেকে সর্বোচ্চ সুবিধাটি আদায় করে নেয়া।'

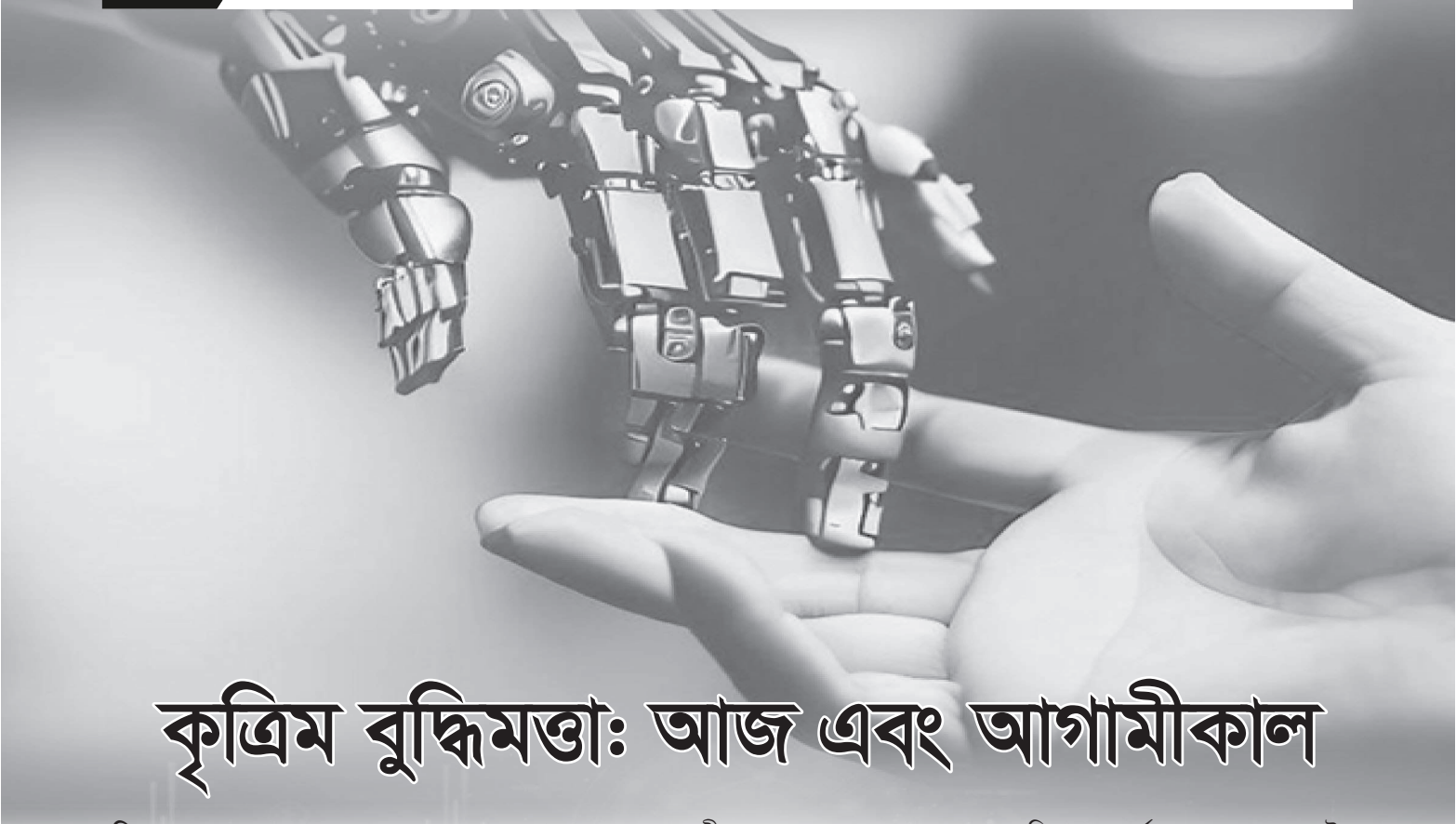

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: আজ এবং আগামীকাল

আসিফ মুজতবা নূর

আজ প্রায় ২৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জ্বালানি হিসেবে কাজ করে চলেছে প্রযুক্তি। এসব প্রযুক্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, অর্থনীতিবিদরা যেগুলোকে বলেন 'জেনারেল পারপাস টেকনোলজি', বা সোজা বাংলায় সব কাজের কাজি যেসব প্রযুক্তি। এগুলোর মধ্যে আছে বাস্পীয় ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনাল কমবাশন ইঞ্জিন। এর প্রতিটিই একইসঙ্গে অনেকগুলো উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারনাল কমবাশন ইঞ্জিন-এর কারণেই তৈরি হয় গাড়ি, বিমান, চেইন করাত, লনমোয়ার, ক্রস ডকিং ওয়্যারহাউস, নতুন সাপ্লাই চেইন ইত্যাদি ইত্যাদি। ওয়ালমার্ট, ইউপিএস, উবার-এর মত বহুবিচিত্র প্রতিষ্ঠান আজকে এই প্রযুক্তিটিকে কাজে লাগিয়েই কোটি কোটি ডলারের লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে। একইভাবে, তথ্যপ্রযুক্তির ভুবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জেনারেল পারপাস টেকনোলজি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (artificial intelligence) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিশেষত মেশিন ইন্টেলিজেন্স। মেশিন ইন্টেলিজেন্স বলতে বোঝায়, যখন যন্ত্রের মধ্যে এমন সামর্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করানো যায় যেখানে মানুষ তাকে অক্ষরে অক্ষরে বুঝিয়ে না দিলেও যন্ত্র বুঝতে পারে তাকে কী করতে হবে। মাত্র গত কয়েক বছরের মধ্যেই মেশিন ইন্টেলিজেন্স বর্তমানে একটি ঈর্ষণীয় স্থানে এসে পৌঁছেছে।

কেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আজ এত হৈ চৈ? দুটো কারণে। প্রথমত, আমরা মানুষরা যা বলতে পারি আসলে জানি তার চাইতে বেশি। কীভাবে আমরা এত কিছু জানি সেটি নিজেরা ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। ধরুন, বহুদিন আগে রাস্তায় দেখা একজন মানুষের চেহারা মনে করতে পারা বা দাবার একটি বিশেষ চাল হুট করে বের করে ফেলা। মেশিন ইন্টেলিজেন্স আসার আগে আমাদের নিজের জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে পারার এই যে অসামর্থ্যের কারণে বহু কাজকেই আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে পারতাম না। এখন কিন্তু পারি। দ্বিতীয়ত, মেশিন বা যন্ত্র কিন্তু বেশ দক্ষ শিক্ষার্থী। এমন অনেক কাজ আছে যেখানে তারা অতিমানবীয় সব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। যেমন, প্রতারণা অথবা রোগ শনাক্ত করা। বর্তমানে নানা ক্ষেত্রে অসাধারণ সব ডিজিটাল শিক্ষার্থী নিয়োগ করা হচ্ছে, যাদের প্রভাব হবে অপরিসীম। ব্যবসা ক্ষেত্রে বলা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশাল একটি প্রভাব ফেলতে পারে এই ক্ষেত্রে। এই প্রভাব এমন হতে পারে যে, আগের জেনারেল পারপাস টেনকোলজিগুলোকেও এটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। ম্যানুফ্যাকচারিং, রিটেইলিং, পরিবহন, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, আইন, বিজ্ঞাপন, বীমা, বিনোদন, শিক্ষাসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োগ ঘটানো যাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার। আর এভাবেই মৌলিক ব্যবসায়িক কর্মপ্রক্রিয়াকে পাল্টে দেবে এগুলো। এখন একমাত্র চ্যালেঞ্জের জায়গা হচ্ছে এসব প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনা, প্রয়োগ এবং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার সাথে এগুলোকে সঠিকভাবে সমন্বিত করা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: অতীত থেকে বর্তমান

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কথাটির প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৫৫ সালে। ব্যবহার করেছিলেন ডার্টমাউথ কলেজের একজন গণিতের শিক্ষক – জন ম্যাকার্থি। শুরু থেকেই টার্মটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর এ কারণেই হয়ত, কাজে অকাজে এর ব্যবহারও মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ১৯৫৭ সালে অর্থনীতিবিদ হার্বার্ট সাইমন ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যেই কম্পিউটার মানুষকে দাবা খেলায় হারিয়ে দেবে। বাস্তবে এটি ঘটতে ৪০ বছর সময় লেগেছিল। ১৯৬৭ সালে কগনিটিভ সায়েন্টিস্ট মারভিন মিনস্কি বলেন, আগামী এক প্রজন্মের মধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরির সমস্যাটি পুরোপুরিভাবে সমাধান করা যাবে। সাইমন এবং মিনস্কি উভয়েই কিন্তু তাঁদের সময়ের সেরা মেধাবী লোক ছিলেন। হিসাবনিকাশ না করে আগডুম বাগডুম কিছু বলার লোক তাঁরা

আদতেই ছিলেন না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা সম্বন্ধ তাঁদের এই হিসাব ভুল ছিল। আর এ কারণেই এখন যদি কেউ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে একটু সন্দেহ বা সংশয় দেখায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে এই যে এত আশা ভরসা তার সবই 'হাইপ'। মোটেই তা নয়।

কী আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক বলে সাধারণভাবে যাকে ধরা হয় সেই জন ম্যাকার্থি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, এটি হচ্ছে বুদ্ধিমান যন্ত্র, বিশেষ করে বুদ্ধিমান কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরির বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলবিদ্যা। তাঁর এই সংজ্ঞাটিকে অন্যরকম করে যদি বলি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে কম্পিউটার, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবট বা একটি সফটওয়্যারকে দিয়ে বুদ্ধিমানের মত চিন্তা করতে পারানোর কৌশল, ঠিক যেভাবে বুদ্ধিমান মানব চিন্তাভাবনা করে। মানব মস্তিষ্ক কীভাবে চিন্তা করে সেটিকে অনুকরণ করেই এই বিদ্যা এগিয়ে যাচ্ছে। কেবল চিন্তাই নয়, মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে শেখে, সিদ্ধান্ত নেয়, কাজ করে এবং সমস্যা সমাধান করে এর সবই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গণ্ডির মধ্যে রয়েছে। কম্পিউটারকে নিয়ে মানুষের কর্মকাণ্ড আজকাল শুরু হয়নি। এটি বহুদিন ধরেই চলছে। আর কম্পিউটারকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একে আরো সক্ষম, আরো নির্ভুলভাবে কাজ করার উপযোগী করার চেষ্টা করে চলেছে মানুষ। এই চেষ্টা থেকেই মানুষর মাথায় একদিন এই ভাবনার উদয় হয়েছে – 'আচ্ছা, মানুষ যেভাবে ভাবে ও আচরণ করে কম্পিউটারও কি সেভাবে করতে পারবে?' আর এ ভাবনা থেকেই বস্তুতপক্ষে উদ্ভব হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুটি মূল লক্ষ্য রয়েছে:

ক) **এক্সপার্ট সিস্টেম বা বিশেষজ্ঞ পদ্ধতি তৈরি করা**। এগুলো হবে তেমন সিস্টেম যেগুলো বুদ্ধিমান আচরণ প্রদর্শন করতে পারে, শিখতে পারে, কোনোকিছু হাতেকলমে করে দেখাতে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে এবং পারে অন্যদের পরামর্শ দিতে।

খ) **যন্ত্রের মধ্যে মানুষেল বুদ্ধিমত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা**। এর মানে হল, এমন কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করা যেগুলো বুঝতে পারে, ভাবতে পারে, শিখতে পারে এবং আচরণ কবরতে পারে – ঠিক মানুষের মতই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যত শাখা-প্রশাখা

আগেই বলেছি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে মানুষের অনুকরণে কম্পিউটারকে গড়ে তোলার একটি চিন্তা থেকে তৈরি একটি বিজ্ঞান। এতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা শাখা থেকে সহায়তা নেয়া হয়। এরে মধ্যে আছে কম্পিউটার বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, গণিত ও প্রকৌশলবিজ্ঞান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কম্পিউটার ফাংশন তৈরি করা যা মানুষের মানবীয় বুদ্ধিমত্তার সাথে মিলে যাবে, যার মধ্যে আছে সমস্যা সমাধান, শিখন এবং যুক্তিপ্রয়োগের সক্ষমতা। নিচের চিত্রে যেসব বিষয় উল্লেখ করা আছে তার সবগুলোই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগক্ষেত্র

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির প্রয়োগ নানা ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রয়োগক্ষেত্রগুলো নিচে আলোচনা করা হল:

ক) গেমিং: দাবা, পোকার, টিক ট্যাক টো ইত্যাদি স্ট্যাটেজিক গেমের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এগুলো এমন গেম যেখানে হিউরিস্টিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে একটি যন্ত্র সম্ভাব্য বিভিন্ন পজিশনের কথা চিন্তা করতে পারে।

খ) **ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ প্রসেসিং:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে এমন কম্পিউটার তৈরি করা যেতে পারে যেটি মানুষের সাথে মানুষ যেভাবে কথা বলে ঠিক সেভাবেই মানুষের সাথে ভাব বিনিময় করতে পারবে।

গ) **এক্সপার্ট সিস্টেম:** এমন কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে যেগুলো মেশিন, সফটওয়্যার ও বিশেস তথ্যকে এমনভাবে সমন্বিত করে যার মাধ্যমে যুক্তি বিস্তার এবং পরামর্শদানের মত কাজ করা যেতে পারে। এগুলো ব্যবহারকারীদের সুপারিশ ও ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে।

ঘ) **ভিশন সিস্টেম:** এসব সিস্টেম কম্পিউটারকে প্রদত্ত ভিজুয়াল ইনপুট বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে ও শেয়ার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ,

- একটি গোয়েন্দা বিমান ছবি তোলার পর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে ঐ এলাকার মানচিত্র বা স্থানসম্পর্কিত তথ্যকে ব্যাখ্যা করা যাবে।
- রোগীর রোগ নির্ণয় করার জন্য ডাক্তার ক্লিনিক্যাল এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহার করতে পারেন।
- পুলিশ এমন কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে যেটি ফরেনসিক আর্টিস্টের আঁকা পোর্ট্রেইট বিশ্লেষণ করে অপরাধীদের শনাক্ত করতে পারে।

ঙ) **স্পিচ রিকগনিশন:** এমন কিছু ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেম আছে যেগুলো একজন মানুষের কথা শুনে ভাষা ও অর্থ উভয়ই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এমনকি এটি ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকসেন্ট, গালিগালাজ, ব্যাকগ্রাউন্ডের গোলযোগ, ঠান্ডার লাগার কারণে মানুষের কণ্ঠস্বর বদলে যাওয়া – সবই বুঝতে পারে।

চ) **হাতের লেখা শনাক্তকরণ:** হাতের লেখা শনাক্তকরণ সফটওয়্যার কাগজে কলম বা স্টাইলাসের সাহায্যে পর্দায় লেখা হাতের লেখা শনাক্ত করতে পারবে। এটি অক্ষরগুলোর আাকার আকৃতি অনুধাবন করে সেটিকে সম্পাদনা করার উপযোগী টেক্সটে রূপান্তর করতে পারবে।

ছ) **ইন্টেলিজেন্ট রোবট:** আধুনিককালের রোবটগুলো মানুষের দেয়া নানা কাজ করতে পারে। তাদের আছে এমন সেন্সর যেটি আলো, তাপ, নড়াচড়া, শব্দ, চাপ ইত্যাদিকে শনাক্ত করতে পারে। তাদের আছে অত্যন্ত কর্মক্ষম প্রসেসর, মাল্টিপল সেন্সর এবং বিপুল পরিমাণে মেমোরি, যার মাধ্যমে তারা নানারকম কাজ করতে সক্ষম। এছাড়াও এরা তাদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ

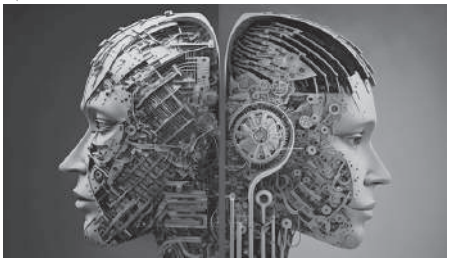

এটা এখন বিশেষজ্ঞ মহলে মোটামুটিভাবে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, সফটওয়্যার টেকনোলজির হাতেই ´লুকিয়ে আছে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের উল্লম্ফন ঘটানোর ক্ষমতা। এর প্রভাব এরই মধ্যে টের পেতে শুরু করেছি আমরা। এই প্রভাব ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুরকমই আছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অ্যালগোরিদমগুলো বিপুল পরিম-

াণে ডাটাকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে প্রসেস ম্যানেজমেন্টসংক্রান্ত উন্নত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে, যার ফলে কর্মক্ষেত্রে ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। আবার অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে অনেকে চাকুরি হারাতে পারেন বলে যে ভয় সেটিকেও পুরোপুরি অমূলক বলে উড়িয়ে দেয়ার জো নেই। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড গবেষণা করে দেখেছে, শেষ পর্যন্ত মানবকর্মীদের ৪৮ ভাগ রোবট আর সফটওয়্যার অটোমেশনের কারণে চাকুরিচ্যুত হবে। অন্যদিকে আর্কই-নভেস্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠানের গবেষণা থেকে উঠে এসেছে যেম আগামী দুই দশকে রোবট আর সফটওয়্যার অটোমেশনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ৭ কোটি ৬০ লাখ চাকুরি মানুষের বেহাত হয়ে যাবে। আর এসব চাকুরি যে কেবল স্বল্প দক্ষতার ফ্যাক্টরি কর্মীরাই হারাবেন তা নয়। ক্লাউডভিত্তিক সফটওয়্যার প্রযুক্তির কল্যাণে সেলড/ট্রেডিং/সেটেলম্যান্ট অফিসারদের মত লোকেরাও চাকুরি হারাচ্ছেন। অন্যদিকে ডাটা এনালিটিক্সের ভুবনে অভাবনীয় অগ্রগতির সুবাদে ব্যবস্থাপক পর্যায়ের অনেক মানুষের মাধার ওপরও বেকারত্বের খড়্গ ঝুলছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান এখন বিভিন্ন সাইট আর ব্রাঞ্চ অফিসের ওপর নজরদারির কাজে মানবকর্মীর বদলে ড্রোন ব্যবহার করছে। ভাবছেন ড্রোন পাইলট স্কুলে ভর্তি হয়ে নিজের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখবেন? সেটিও সম্ভব নয়। কারণ, এসব ড্রোনকে চালানো হচ্ছে কম্পিউটার ভিশনের মাধ্যমে, পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে। আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এসব কাজ যে কেবল টাকা বাঁচানোর জন্যই করা হচ্ছে তা নয়। অ্যাপ্লায়েড ডাটা এনালিটিক্সের সাহায্যে অনেক জটিল সমস্যারও সমাধান করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান স্ট্রিমিং ভিডিও ফিড বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর সাথে একাধিক ডাটাবেস থেকে তথ্যকে সমন্বিত করার সাহায্যে ঐ ভিডিও ফিডের বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু ও পরিস্থিতিকে শনাক্ত করতে পারছে। আর এ থেকেই এটি মার্চেন্ডাইজারদের জানাতে পারবে কনসার্টগামী টিনএজ তরুণ তরুণীরা কী ধরনের পোশাক পরছে, হাল আমলের টিভি দর্শকরা কোন কোন বিজ্ঞাপন পছন্দ করছেন আর কোনটি করছেন না ইত্যাদি নানা তথ্য। আরও আছে। ভিজুয়াল ডিপ লারনিং প্রযুক্তি মানুষের জীবন বাঁচাতে পারবে। কীভাবে? সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের আস্তানা খুঁজে বের করা থেকে শুরু করে তাদের লুকিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজখবর করা পর্যন্ত। নতুন আরেকটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যেটি মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে কোন এলাকায় বসবাস স্বাস্থ্যকর সে সম্বন্ধে মানুষকে জানায়।

দেখা গেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে মানুষের মনে সবচেয়ে বড় যে অনিশ্চয়তা আছে সেটি হল, এটি আমাদের উপকার করার বদলে কতটুকু ক্ষতি করবে সেটি। আর এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে – রোবট কি আমাদের চাকুরি খাবে? আসলে জব সেক্টরে সফটওয়্যার ও রোবোটিক্সের অন্তর্ভুক্তির কারণে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে যে জটিলতা সেটিকে মোটেই ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়ার জো নেই। আর এর প্রভাব এরই মধ্যে নানা ক্ষেত্রে অনুভূত হতে শুরু করেছে – বিশেস করে উন্নত দেশগুলোতে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চীনে এখনও ১০ কোটি মানুষ ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে চলেছে এবং সেখানে প্রতি ১০ হাজার মানব কর্মীর বিপরীতে রোবট কর্মী আছে মাত্র ৩৬টি। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের দিকে যদি তাকাই, সেখানে ফ্যাক্টরি কর্মী আছে ১ কোটি বিশ লাখ, আর সেখানে কর্মীপ্রতি রোবটের হার চীনের তুলনায় সাড়ে চার গুণ বেশি। প্রায় ১৬৫ জন। তারপরও বলতে হয়, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশেই রোবট বিপ্লব পুরোপুরিভাবে সংঘটিত হতে এখনও বহু দূর যেতে হবে। এখন যদিত কল্পনা করি, চীনের ১০ কোটি কর্মক্ষম মানুষ রোবটের হাতে তাদের চাকুরি হারাতে শুরু করেছে তখন এটিও ভাবতে হবে, এই চাকুরিচ্যুতি তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে কীরকম প্রভাব ফেলবে? সব জায়গাতেই যদি কম থেকে আরো কম মানুষের দরকার হয় তাহলে বিশ্বের এই যে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সেটির প্রেক্ষিতে চাকুরিহারা মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভকেই বা কোন জাদুবলে সামাল দেয়া যাবে? ভুলে গেলে চলবে না, মানুষ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য চায়। একটু কম কষ্ট করে আরামে আয়াসে থাকতে চায়। কিন্তু তাই বলে যন্ত্রের হাতে যখন মানুষের চাকুরিগুলো লোপাট হয়ে যাবে আর মানুষকে খালি পেটে দিন কাটাতে হবে – এমন পরিস্থিতি সাধারণ মানুষ কিছুতেই মেনে নেবে না। জীবনের আরাম আয়েশ আর স্বাচ্ছন্দ্যকে জ্বলাঞ্জলি দিয়ে তারা কিন্তু তখন কেবল যন্ত্রের প্রতিই নয়, যন্ত্রকে মানুষের ওপর যারা প্রাধান্য দেবে তাদের ওপরও মারমুখো হয়ে উঠবে। আর এ কারণেই এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি নিয়ে গবেষনা করার প্রয়োজন আছে যেগুলো মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে বজায় রাখবে ঠিকই, কিন্তু একইসাথে তার রুটি রুজির ওপরও আঘাত হানবে না। অর্থাৎ যন্ত্র যেখানে মানবীয় শ্রমের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। আরো ভাল করে বলতে গেলে, যেসব কাজে শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত বেশি দরকার হয় সেগুলো যন্ত্রকে দিয়ে করিয়ে স্বল্প শারীরিক পরিশ্রম এবং একইসাথে অধিকতর সৃজনশীল দক্ষতার প্রয়োজন হয় সেখানে থাকবে মানুষেরই একাধিপত্য।

একই সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েও আমাদের নজর দিতে হবে। কারণ এই প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা গেলে এটি আর বেহাতে পড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারবে না। ভুলে গেলে চলবে না, স্টিফেন হকিং, এলন মাস্ক, স্টিভ ওজনিয়াক, বিল গেটস থেকে শুরু করে প্রযুক্তি ভুবনের অনেক রথি মহারথি কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিপদ সম্বন্ধে সোচ্চারে নিজেদের মত জানান দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির যত অগ্রগতি হচ্ছে, তার সাথে সাথে এই প্রযুক্তির অপপ্রয়োগের আশঙ্কাও দিনদিন স্পষ্ট হচ্ছে। এটি অনেকটা পারমাণবিক শক্তির মতই। এর ভাল দিক যেমন আছে, তেমনি আছে ভয়ঙ্কর দিকও। অনেক বিজ্ঞানীই যদিও এখনও বিশ্বাস করেন যে, যন্ত্রকে মানুষের পর্যায়ে নিতে আরো কয়েকশো বছর লাগবে, তবে এটিও ঠিক যে, আজ থেকে পাঁচ-সাত বছর আগেও যে প্রযুক্তি বাস্তবায়িত হতে আরো কয়েক দশক লাগবে বলে মনে হত সেসব প্রযুক্তি কিন্তু এখন আর অতটা দূরে বলে মনে হয় না। আর এ কারণেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎকে এখন আর অতটা দূরের বলে অনেকেই মানতে চান না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত কয়েকটি মিথ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যত ভুল ধারণা প্রচলিত আছে আর কোনো বিষয় নিয়ে বোধহয় এত ভুল ধারণা নেই। বিশেষ করে রোবটের কাছে মানুষের পরাজয় ঠিক কবে এবং কীভাবে হবে তা নিয়ে সেই এইচ জি ওয়েলস আর আর্থার সি ক্লার্ক থেকে সকল গল্প ওপ্যন্যাসিকই নানারকম গল্প বলে এসেছেন। একই রকম চিন্তাভাবনা আছে সাধারণ

মানুষদের মধ্যেও। নিচের ছকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কয়েকটি মিথ এবং সেগুলোর বিপরীতে সম্ভাব্য সত্যটা কী সেটি জনানোর চেষ্টা করা হল:

১৯৫৬ সালের গ্রীষ্ম। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ডার্টমাউথ করেছে কয়েকজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী আর গণিতবিদ একত্রিত হয়েছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর সর্বপ্রথম গবেষণা প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষে। তাঁদের প্রধান বক্তব্য: শিখন বা বুদ্ধিমত্তার যে কোনো বৈশিষ্ট্যকেই এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব যে একটি যন্ত্রকে দিয়েও সেটি অনুকরণ করানো যেতে পারে। সেই থেকে আজ অব্দি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্তর্নিহিত সত্য হয়ে রয়েছে এটি। সময়ের পরিক্রমায় তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে আজ এ কথা অনেকাংশেই সত্যি এবং বিশ্বসেরা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়ে দিনরাত কাজ করে চলেছে। গুগল এ মুহূর্তে বেষ কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে যেগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নানা দিক নিয়ে কাজ করে চলেছে। একইকথা প্রযোজ্য মাইক্রোসফট, আইবিএম, আমাজন ইত্যাইদ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও। ফেসবুকের সিইও মার্ক জাকারবার্গ এমনকি স্বপ্ন দেখেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিশিষ্ট বাটলার বা ব্যক্তিগত পরিচারকের, আয়রনম্যান ছবিতে জারভিস যেমনটা ছিল। এদিকে স্টিফেন হকিং-এর মত বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী সতর্কবাণী উচ্চারণ করে চলেছেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একতিদন মানবজাতিরই শত্রু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওর ভিত্তি করে নেয়া হচ্ছে নানা প্রকল্প। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর স্টার্টআপগুলোর সর্বমোট আর্থিক মূল্য ২০১৪ সালে ছিল ৩৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার এক বছর আগেও এটি ছিল এর তিনভাগের একভাগ। এই বৃদ্ধি অব্যাহত আছে সাম্প্রতিক সময়েও। এরই মধ্যে একে একে এসে উপস্থিত হল ভার্চুয়াল হিউম্যানেরা। এগুলো হচ্ছে এমন সফটওয়্যার এজেন্ট যেগুলো মানুষের মত করেই আচরণ করতে পারে। অ্যাপল-এর রজনপ্রিয় ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর নাম হচ্ছে সিরি, মাইক্রোসফট-এর আছে কোর্টানা, আর আমজনের আছে আলেক্সা। এদিকে গুগলও ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে কাজ করে চলেছে। এর পাশাপাশি লিডারশিপ ট্রেনিং প্রদান করা কিংবা বড়দের থেরাপিতে সাহায্য করা অথবা শিশুদের অটিজম নিয়ে কাজ করার জন্যও আছে বিশেষায়িত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রোগ্রাম। তবে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে, মানুষ কীভাবে নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করে সেটি যদি আমরা যন্ত্রকে দিয়ে আসলেই বোঝাতে চাই তাহলে যন্ত্রের সাথে আমাদের অবিচ্ছেদ্য কর্মসম্পর্ক তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে জোনাথন গ্র্যাচ নামে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আসলে এখন সামাজিক বুদ্ধিমত্তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সামাজিক বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন – এটি হচ্ছে এমন একটি সামর্থ্য যেটি মানুষকে বোঝে, তারা কী ভাবে, কীভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে, তাদের আবেগগত অনুভূতি কী সেটিও বোঝে। এটি বলা যতটা সহজ, বাস্তবে করে দেখানো কিন্তু মোটেও সহজ নয়। সিরি আর আলেক্সার কথা চিন্তা করুন। যদিও এগুলোর বয়স ইতোমধ্যে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে তারপরও সিরির ব্যবহার প্রথমদিকে যেমন ছিল আজও তেমনই রয়ে গেছে। একজন মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা হত না। সে মানসিক ও আচারগত দিক দিয়ে আরো পরিপক্ব হয়ে উঠত এই কদিনে। মানুষের কথার বদলে সিরিকে দিয়ে স্মার্ট প্রত্যুত্তর দেয়ানোর জন্য সিরির নির্মাতারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারপরও সিরিকে যথেষ্ট আলাপী বলে কেউ বলবেন না। আর আলেক্সা তো এদিক দিয়ে এখনও অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। মানুষ যেভাবে কথা বলে এবং ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রসঙ্গ থেকে রেফারেন্স দেয় সেটি আয়ত্ত করতে একে এখনও অনেক দূর পথ হাঁটতে হবে। এ ব্যাপারে আমাজন-এর মুখপাত্র বলেন – আমাদের আসলে এখনও এ ব্যাপারে আরো বহুদূর পথ যেতে হবে। তবে আমরা কিন্তু প্রতিটি দিনই জটিল সব সমস্যা একে একে সমাধান করছি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বর্তমানের তুলনায় আরো স্মার্ট,আরো চৌকষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পদ্ধতি তৈরি করতে হলে সেগুলোর মধ্যে এমন সামর্থ্য দিতে হবে যাতে তারা মানুষের মুখের ভাষাই কেবল নয়, তাদের মনোভঙ্গি, ভ্রু কুঁচকে বা চোখ গরম করে তাকানো ইত্যাদিরও অর্থ বুঝতে পারবে। আর এই বোঝা থেকেই বক্তার মনের ভাবকে তারা হৃদয়ঙ্গম করবে। সম্প্রতি হংকং-এ অনুষ্ঠিত হোয়ার্টন গ্লোবাল ফোরাম নামের এক কনফারেন্সে বিশেসজ্ঞরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, ড্রোন ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিয়ে নিজেদের মত ব্যক্ত করেন। তাঁদের এসব মতামত "Engineering the Future of Business" শিরোনামে একটি সেশনে প্রকাশ করা হয়। সেখানে হোয়ার্টনের ডিন জিওফ্রে গ্যারেট, ইউনিভার্সিটিঅব পেনসিলভ্যানিয়ার অধ্যাপক বিজয় কুমার, জে পি মরগান-এর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের চেয়ারম্যান নিকোলাস আগুজিনসহ অনেকে বক্তব্য রাখেন। ড. কুমার একটি গুরুত্বপূর্ণ মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন – হাই টেক অগ্রগতিগুলোর প্রায়ই দুটো দিক থাকে। একটি দিক প্রচুর মিডিয়া আকর্ষণ পায়, যেখানে থাকে নতুন অ্যাপ, নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন পণ্য এগুলোর খবর। অন্যদিকে দ্বিতীয় দিকটি তেমন কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি করতে না পারলেও এটিরই প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। ভার্চুয়াল বিশ্ব কীভাবে বাস্তব বিশ্বের সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে তাকে কেন্দ্র করেই এদিকটি গড়ে ওঠে। আর এই খাতের অগ্রগতিগুলো হয় খুবই ধীরে। ড. কুমার মনে করেন, এই খাতের বাধাগুলোও বড় বড়, যেগুলো প্রায়ই অগ্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এসব বাধা দূর করতে হলে প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণে গবেষণা উপাত্তের। আর এখানেই বিগ ডাটার আবির্ভাব। এত বিপুল পরিমাণে ডাটা সংগ্রহ বা আহরণ করার অপারগতার কারণেই গুরুত্বপূর্ণ অনেক গবেষণা থমকে দাঁড়াচ্ছে। তিনি স্বচালিত গাড়ি বা সেলফ ড্রাইভিং গাড়ির উদাহরণ দিয়ে বলেন, এসব গাড়ি আজকালের মধ্যেই বাস্তবতায় রূপ নেবে এমন বিপ্লবী বা আশা জাগানিয়া কথা বলেন অনেকে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বড় আকারে সেলফ ড্রাইভিং গাড়ি তৈরি করতে হলে যে পরিমাণ ডাটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে সেটি দুই এক বছরে তৈরি করা যাবে না। ড. কুমার বলেন – '৯০ শতাংশ নিশ্চিত হবার মত যথেষ্ট পরিমাণে ডাটা সংগ্রহ করাই খুব দুরূহ একটি ব্যাপার। কিন্তু কেবল ৯০ শতাংশ নির্ভুল হওয়া মোটেই যথেষ্ট নয়। আমাদের দরকার হবে ৯৯ শতাংশ বা তার বেশি নির্ভুলতা। এরপর ৯৯.৯৯ শতাংশ। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এটি যে কত কঠিন একটি কাজ সেটি বলে বোঝানো সহজ নয়। আর স্ব-চালিত গাড়ির মত বিষয়, যেখানে মানুষের জীবন মরণ জড়িত – সেখানে এমনকি ৯৯.৯৯ শতাংশ নির্ভুলতাও অনেক সময় যথেষ্ট নয়।'

অনলাইন নিরাপত্তার আসল রহস্য: পাসওয়ার্ড ম্যানেজার

আসিফ মুজতবা নূর

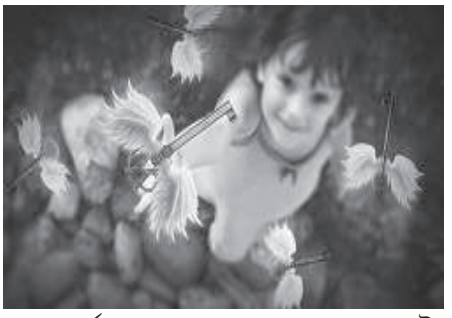

পাসওয়ার্ডের কাজ হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কিন্তু পাসওয়ার্ড নিজেই এখন একটি যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। পাসওয়ার্ড যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা এখন আর অনেকেই মনে রাখেন না, ফলে '১২৩৪৫৬' কিংবা 'abc123'-এর মত দুর্বল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নিজের অনলাইন কর্মকাণ্ডে বিরাট বিপদ নিয়ে আসছেন। তাছাড়া নিজের পছন্দের পশু বা পাখির নাম, প্রিয় খেলার নাম বা ছোট হাতের ও বড় হাতের অক্ষর মিলিয়ে যেনতেন একটা পাসওয়ার্ড বানিয়েই সবাই ভাবছেন, কিছু একটা করে ফেললাম। অথচ এটা করে অনলাইন নিরাপত্তার প্রশ্নে তারা যে কত বড় আপোষ করছেন এবং এর ফলে কী ভয়াবহ বিপদ যে আসতে পারে তা অনেকেই অনুধাবন করেন না। অথচ একটি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করে আমরা সহজেই এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি। সোজা বুদ্ধিই বলে, '১১১১১'-এর পরিবর্তে '6WKBT-SkQq8Zn4PtAjmz7' ধরনের একটা পাসওয়ার্ড দিলে সেটা ক্র্যাক করা খুব একটা সহজ হবে না। না, আপনাকে এই উদ্ভট আর জটিল পাসওয়ার্ড বানাতে হবে না, মনেও রাখতে হবে না। আপনার হয়ে এ কাজটি করবে পাসওয়ার্ড ম্যানেজার সফটঅ্যার। পাসওয়ার্ড ম্যানেজারের কাজই হচ্ছে আপনার জন্য লম্বা, জটিল পাসওয়ার্ড তৈরি করে সেটিকে আপনার ব্রাউজারে মধ্যে ইন্টিগ্রেট করে দেয়া, যাতে করে আপনার ইউজারনেম আর পাসওয়ার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে যায়। একেক ওয়েব সাইটে এককটি পাসওয়ার্ড মনে রাখা বা টাইপ করার বদলে আপনাকে স্রেফ একটি মাস্টার পাসওয়ার্ড মনে রাখতে হয়। অনেকেই আছেন, যারা একই পাসওয়ার্ড ওয়েবের বিভিন্ন ওয়েব সাইট ও ওয়েব সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করেন। কেউ কেউ আছেন, একটি মূল শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন সাইটের জন্য বিভিন্ন প্রতীক বা সংখ্যা যোগ করে পাসওয়ার্ড বানান। দুর্বল পাসওয়ার্ডকে 'ব্রুট ফোর্স ক্র্যাকিং' পদ্ধতিতে সহজেই ভঙ্গ করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে কম্পিউটারে মাধ্যমে সম্ভাব্য সমস্ত পাসওয়ার্ড চেষ্টা করতে করতে একসময় সঠিক পাসওয়ার্ডটি বের করে ফেলা সম্ভব হয়।

পাসওয়ার্ড-এর নিরাপত্তা দেবার পেছনে প্রায় পুরো ক্যারিয়ারটাই ব্যয় করেছেন এমন একজন মানুষ হলেন জেফ্রি গোল্ডবার্গ। 'অ্যাজাইলবাইটস' (AgileBits) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে তিনি পাসওয়ার্ড-এর নিরাপত্তা দেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন 1Password নামে একটি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার। গোল্ডবার্গ বলেন, প্রায় পনের বছর ধরে আমি অপেক্ষা করে আছি, ক্লায়েন্ট সার্টিফিকেট (ওয়েব সার্ভিসে ইউজারদেরকে চিহ্নিত করার জন্য ডিজিটাল সিগনেচার)-এর মাধ্যমে হয়ত অনলাইনে মানুষের পুরোপুরি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ও বাস্তবায়নগত যেসব বাধা আছে সেগুলো লঙ্ঘন করা আসলেই দুরূহ। টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন সিস্টেম, যাতে পাসওয়ার্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটি ভেরিফিকেশন মেথড ব্যবহার করা হয় (মোবাইল ফোনে ওয়ান টাইম সিকিউরিটি কোড পাঠানোর মত) সেগুলোর মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও এবং অ্যাপল, গুগল ও মাইক্রোসফট-এর মত প্রতিষ্ঠান সেগুলো ব্যবহার করলেও ওয়েবে আপনি যেসব সাইট ব্যবহার করেন তার সবগুলোতে এ পদ্ধতি থাকবে এটা আশা করা যায় না। এদিকে পেপল-এর শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা চাচ্ছেন এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে যাতে 'পৃথিবীতে পাসওয়ার্ড বলতে আর কিছু থাকবে না', তবে সেটি এখনও সুদূরপরাহত।

বর্তমানে প্রচলিত পাসওয়ার্ড ম্যানেজারগুলোর মধ্যে 1Password একটি ভাল বিকল্প। এছাড়াও সেরা পাসওয়ার্ড ম্যানেজারের মধ্যে আছে লাস্টপাস (LastPass) ও কিপাস (KeePass)। পাসওয়ার্ড ম্যানেজার নিয়ে কথা বলার আগে একটু জিনিস কবুল করে নেয়া ভাল, এগুলোর কোনোটাই একশ ভাগ নির্ভরযোগ্য নয়, এই আধুনিক সময়ে শতভাগ নিখুঁত অনলাইন সিকিউরিটি সিস্টেম বলে কিছু হয়ও না। তবে এটাও বলে রাখতে হবে, যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে এসব পাসওয়ার্ড ম্যানেজার আপনার অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড় একটা ভূমিকা পালন করবে তাতে সন্দেহ নেই। আবার গোল্ডবার্গের 1Password-এর কথায় ফিরে যাওয়া যাক। এটির দুটি অংশ আছে, একটি ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন এবং একটি ব্রাউজার প্লাগইন যেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমেইল, ফেসবুক বা ব্যাংকের সাইটের মত ওয়েব ফরমগুলোতে আপনার পাসওয়ার্ডগুলোকে ইনপুট দিয়ে দেয়। এটি আপনার যাবতীয় পাসওয়ার্ডকে একটি এনক্রিপ্টেড ফাইলের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখে, যেটিতে কেবলমাত্র একটি মাস্টার পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাকসেস করা সম্ভব। প্রথম ধাপ হচ্ছে মাস্টার পাসওয়ার্ডটি বেছে নেয়া যেটি হতে হবে খুবই শক্তিশালী, কিন্তু এমন একটা কিছু, যেটি মনে রাখতেও সমস্যা হবে না। প্রতিবারই এ সফটঅয়্যারটি ব্যবহার করার জন্য আপনাকে আপনার মাস্টার পাসওয়ার্ডটি টাইপ করতে হবে। সফটঅয়্যারে প্রবেশ করার পর যেসব সাইটের জন্য আপনি ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ইনফরমেশন তৈরি করেছেন সেগুলোর তালিকা দেখতে পাবেন। এছাড়া 'সিকিউর নোটস' এবং 'ওয়ালেট' ধরনের ক্যাটেগরিও দেখতে পাবেন। 'ওয়ালেট' ক্যাটেগরিটা হচ্ছে আপনার ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন সংরক্ষণ করার সেরা জায়গা। তালিকা থেকে কোনো একটা ওয়েব সাইটের নামের ওপর ডাবল ক্লিক করলে ওয়েব সাইটটি আপনার ডিফল্ট ব্রাউজারে খুলে যাবে এবং আপনার ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনপুট দেয়া হবে। 'এডিট' বাটনে ক্লিক করলে আপনাকে স্বতন্ত্র একটি সাইটের এন্ট্রিতে নিয়ে যাওয়া হবে। এখানে আপনার ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড এডিট করতে পারবেন। পাসওয়ার্ড ফিল্ডের পাশেই দেখবেন 'জেনারেট' নামে একটি বাটন আছে। এটিতে ক্লিক করলে র‍্যানডম পাসওয়ার্ড জেনারেট করার জন্য একটি স্ক্রিন আসবে। এই জেনারেটরটি ব্যবহার করে আপনি কঠিন কঠিন সব পাসওয়ার্ড তৈরি করতে পারবেন। ১ থেকে ৫০ কারেক্টারের মধ্যে তৈরি এসব পাসওয়ার্ডে ক'টি ডিজিট বা সিম্বল রাখবেন সেটি নির্দিষ্ট করে দিতে পারবেন। পাসওয়ার্ডটি যত বেশি লম্বা করবেন ততই ভাল।

বলে রাখা ভাল, পাসওয়ার্ড জেনারেট বা রিট্রিভ করার জন্য ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন খুব একটা দক্ষ নয়। এ কারণেই 1Password ও অন্যান্য পাসওয়ার্ড ম্যানেজার সফটঅয়্যারে সঙ্গে থাকে ব্রাউজার এক্সটেনশন যেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেসব সাইটকে খুঁজে বের করে যেগুলোতে আপনি বর্তমান পাসওয়ার্ডগুলোকে সেভ করতে বা নতুন পাসওয়ার্ড জেনারেট করতে চাইতে পারেন। এজন্য ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন থেকে প্রথমে ক্লিক করতে হবে '', তারপর ''-এ ক্লিক করলে এক্সটেনশনটি আপনার পছন্দের ব্রাউজারে ইনস্টল হবে। ব্রাউজারের ভেতর থেকে ঐ এক্সটেনশনটিতে ক্লিক করলে একটি ইন্টারফেস পাবেন, যেটি দেখতে অনেকটা ডেস্কটপ ভারসনের মতই। যখন এমন কোনো সাইটে যাবেন যেটির জন্য আপনার কোনো লগইন সেভ করা আছে, তখন ব্রাউজার এক্সটেনশনের ওপর ক্লিক করলেই লগইন ফিল্ড ফাইলিং করার অপশন দেয়া হবে। আর এমন কোনো সাইটে যদি যান যার জন্য আপনার কোনো পাসওয়ার্ড ডাটা সেভ করা নেই, সেক্ষেত্রে 1Password নিজেই সেটি সেভ করার এবং নতুন পাসওয়ার্ড জেনারেট করার অপশন

নিরাপদ থাকুন সোশ্যাল মিডিয়ার বিপদ থেকে

সৌম্য চট্টোপাধ্যায়

প্রথমেই বলে রাখা ভালো: প্রতিরোধ নিরাময়ের চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা গেলে আক্রমণের হুমকি অনেকাংশেই এড়ানো সম্ভব। আমরা অনেকেই সরল মনে এসব মাধ্যম ব্যবহার করে থাকি। এখানে যে আমাদের জন্য ক্ষতিকর কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে সেটি অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না। মনে হয়, বন্ধুবান্ধবের সাথে মতবিনিময় করছি, নতুন বন্ধু তৈরি করছি, এখানে বিপদ হবে কেন। অথচ উপরের লেখা থেকে এটা পরিষ্কার যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিপদের আশঙ্কা পদে পদে। সাইবার অপরাধীরা আমাদের এই সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে একদিকে যেমন নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয় অন্যদিকে তেমনি আমাদের চরম ক্ষতি করতে পারে। এজন্য সতর্কতা এবং সঠিক অনলাইন আচরণের কোনো বিকল্প নেই। আসুন তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ার হুমকি থেকে কীভাবে নিজেদের বাঁচানো যায় সেই আলোচনায় যাই।

১। লিংক ও অ্যাটাচমেন্ট ক্লিক না করা

সাইবার অপরাধীদের অন্যতম টার্গেট থাকে ব্যবহারকারীদের দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ লিংকে ক্লিক করানো। এটি হতে পারে আপনার ব্যাংক, টেলিকম অপারেটর, ইলেকট্রিক বা গ্যাস কোম্পানির লিংক, হতে পারে আপনার আয়কর আইনজীবী, খ্যাতনামা কোনো রেস্টুরেন্ট বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের লিংক। তবে যে কোনো লিংকে ক্লিক করার আগে ভালোমত চিন্তা করবেন। বিশেষভাবে লক্ষ করুন ওখানে বানান ভুল আছে কিনা, ইমেইল ঠিকানাটি সঠিক বলে মনে হচ্ছে কিনা। কোনো বন্ধু যদি তার আচরণের সাথে মেলে না এমন কোনো বার্তা লিখে মেইল পাঠায় সেটিকেও সন্দেহ করার কারণ আছে বৈকি। সন্দেহ থাকলেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে জানার চেষ্টা করুন তারা এরকম কোনো মেইল পাঠিয়েছে কিনা।

২। আপনার ডিজিটাল রাজ্যের চাবিকাঠি হচ্ছে পাসওয়ার্ড

আপনার পাসওয়ার্ডগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হোন। এমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন যেগুলো জটিল, অনন্য এবং ব্যতিক্রমী। ছোট ও বড় হাতে অক্ষর, সংখ্যা এবং প্রতীক চিহ্নের সমন্বয়ে পাসওয়ার্ড তৈরি করুন এবং বিভিন্ন একাউন্টের জন্য আলাদা আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড মনে

রাখা কষ্টকর। ব্যবহার করুন পাসওয়ার্ড ম্যানেজার প্রোগ্রাম যেগুলো অনলাইনে ফ্রিতেও পাওয়া যায়। এছাড়াও সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়ে ইউনিক পাসওয়ার্ড তৈরি করাও সম্ভব। সোজা কথা, পাসওয়ার্ড নিয়ে খামখেয়ালিপনা করবেন না। আপনি যা ভাবেন আপনার পাসওয়ার্ড তার চাইতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

৩। আপনার পরিচয় নিরাপদ রাখুন

যার তার সাথে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য বিনিময় করবেন না। আপনার পাসওয়ার্ড কারো সাথে শেয়ার করবেন না এবং অবশ্যই এমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন না যেটি সহজেই আন্দাজ করা যায়। সম্ভব হলে টু ফ্যাক্টর বা শক্তিশালী অথেনটিকেশন ব্যবহার করুন যাতে আছে আপনার জানা আছে এমন কিছু (ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড) এবং তার সাথে মিলিয়ে আপনার আছে এমন কিছু (কার্ড, টোকেন বা মোবাইল ফোন। আর এভাবেই কোনো পরিচয় (identity) বা লেনদেনের (transaction) বৈধতা প্রতিপাদন করা সম্ভব।

৪। **নিয়মিতভাবে ডাটার ব্যাক আপ রাখুন**

আপনার কম্পিউটার যদি র‍্যানসমওয়্যার, ম্যালওয়্যার, ভাইরাস ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা ক্র্যাশ করে তাহলে আপনার তথ্যগুলোর নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে যাবে। এ কারণে আপনার ডাটার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সেরা উপায় হল নিয়মিতভাবে এসব ডাটার ব্যাক আপ রাখা। নিয়মিতভাবে এই কাজ করলে স্থায়ীভাবে কোনো ডাটা হারানোর ভয় থাকবে না এবং ডাটাকে সহজেই পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। কেবল কম্পিউটার ক্র্যাশ করাই নয়, ডাটাকে যদি ভুলে এমন কোথাও রাখেন যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না বা যদি ডাটা ভুলে মুছেও ফেলেন তাহলেও ব্যাক আপের সুবাদে এটিকে সহজেই ফিরে পাবেন।

৫। **শক্তিশালী ও আপটুডেট ইন্টারনেট সিকিউরিটি প্যাকজে ব্যবহার করুন**

বর্তমানে অনলাইন হুমকিগুলো ক্রমশই আরো বেশি সফিস্টিকেটড হয়ে উঠছে। সাইবার অপরাধীরাও এগুলো ব্যবহার করছে অধিকতর পারঙ্গমতার সাথে। যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া এখন কোটি মানুষের সমাগমে মুখরিত হয়ে উঠেছে সেহেতু এটিকে ব্যবহার করে মানুষকে ঠকানো ও প্রতারিত করা প্রতারকদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয় একটি কাজ হয়ে উঠেছে। এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য নানা ধরনের সিকিউরিটি সফটওয়্যার পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ জনদের সাথে আলাপ করে একটি নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সিকিউরিটি প্যাকেজ সংগ্রহ করুন। এটি আপনাকে দেবে নিরাপদ অনলাইন অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা।

৬। **পিসিতে সমস্ত সফটওয়্যারকে আপটুডেট রাখুন**

আপনার পিসিতে ব্যবহৃত সবগুলো সফটওয়্যারকে সর্ব সাম্প্রতিক আপডেট ও প্যাচ দিয়ে রাখুন হালনাগাদ। সফটওয়্যারগুলোকে হালনাগাদ রাখার মাধ্যমে সম্ভাব্য হুমকিকে রাখতে পারবেন নিম্ন মাত্রায়। আর সাইবার অপরাধী আর হ্যাকাররাও সেক্ষেত্রে আপনার কম্পিউটারে সহজে অ্যাকসেস নিতে পারবে না।

৭। **যেসব ওয়েব সাইট ভিজিট করছেন সেগুলোর বৈধতা নিশ্চিত করুন**

ধরুন ই কমার্সের কোনো ওয়েব সাইট ব্যবহার করে কেনাকাটা করবেন। সেটি টজখ চেক করুন, দেখুন এটি https দিয়ে শুরু হয়েছে

কিনা। এখানে ং দিয়ে বোঝাচ্ছে 'সিকিউর'।

এছাড়া যদি সাইটে বানান ভুল থাকে, পরিচিত কোনো প্রতীক বা নিরাপত্তা তথ্যের উল্লেখ না থাকে তাহরে এটিকে এড়িয়ে চলুন। সম্ভব হলে একটি হাই সিকিউরিটি ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করুন যেটি সবুজ রঙের EV SSL অ্যাড্রেস বার প্রদর্শন করে।

৮। **অতিরিক্ত শেয়ারিং থেকে বিরত থাকুন**

অনেকেরই স্বভাব হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে অতিরিক্ত শেয়ার করা। বেশি বেশি ব্যক্তিগত ছবি,তথ্য ইত্যাদি শেয়ার করবেন না। আপনি কোথায় সময় কাটান, কী পরেন, কী খান এসব আপনার ব্যক্তিগত বিষয়। কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথেই এসব শেয়ার করা যায়। আপনার জন্মদিন, ব্যক্তিগত ফোন নম্বর, রাষ্ট্রীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ইত্যাদি কিছুতেই যার তার সাথে শেয়ার করবেন না। পিন নম্বর, ক্রেডিট কার্ড নম্বর ইত্যাদি তো নয়ই।

৯। **প্রাইভেসি অপশন কাস্টমাইজ করুন**

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যবহারকারীদেরকে সুযোগ দেয়া হয় নিজেদের প্রাইভেসি সেটিং নিয়ন্ত্রণ করার। সাইটটি আপনাকে যে ডিফল্ট সেটিং দিয়েছে সেটি নিয়েই যে আপনাকে পড়ে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সেটিংগুলো দেখুন, কনফিগারেশন ও প্রাইভেসি সেটিং নিয়ে গবেষণা করুন, জানুন। ফেসবুকের প্রাইভেসি সেটিং খুবই ব্যাপকভিত্তিক, যা ঠিকমত ব্যবহার করলে অনেকটাই নিরাপদ থাকা যাবে। এটিকে সঠিকভাবে কাস্টমাইজ করা গেলে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া জীবনযাপনে নিরাপত্তা বাড়বে।

১০। **বিশ্বাস করবেন না, বৈধতা যাচাই করুন**

মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ, কিন্তু অনলাইন জগত এখন আর বিশ্বাসের ওপর চলে না। মোটেই চলে না। আপনার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নেয়ার জন্য এখানে অনেকেই ওঁৎ পেতে আছে। আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে আপনাকে বিপদে ফেলা বা আপনার নাম ভাঁড়িয়ে নিজের ফায়দা হাসিল করে নেয়ার জন্য এখানে অনেকেই চেষ্টা করবে। এসব সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের ফাঁদে যাতে কিছুতেই না পড়েন সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১১। **নিজের সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান**

একটি ভালো অনলাইন আচরণ হচ্ছে নিজের নাম দিয়ে গুগলে অনুসন্ধান চালানো, যেন আপনি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি। দেখুন অন্যরা আপনার সম্বন্ধে খোঁজখবর কররে কোন তথ্যগুলো জানবে। যদি নিজের সম্বন্ধে জানাতে চান না এমন কোনো তথ্য সেখানে চলে আসে তাহলে নিজের প্রোফাইল, সেটিং ইত্যাদি পরিবর্তন করে এ ব্যাপারটি প্রতিহত করুন। যদি এমন কোনো জায়গায় আপনার নাম দেখেন যেখানে আপনার বিচরণ নেই তাহলে এমন হতে পারে অন্য কেউ আপনার নাম ভাঁড়িয়ে অপকর্ম করছে। সেক্ষেত্রে আপনার নাম ব্যবহার করে একটি Google alert সেট আপ করুন। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সাইটে আপনার নাম দেখলেই গুগল আপনার কাছে ইমেইল পাঠাবে।

১২। **বিভিন্ন সাইট আপনার তথ্য কীভাবে ব্যবহার করে তা জানুন**

সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন সাইট সবগুলোই সাধারণত বিনে পয়সায় ব্যবহার করা যায়। যেহেতু তারা আমার আপনার কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছে না তার মানে হল তারা অন্য কারও থেকে পয়সা নিয়ে চলছে। সেই অন্য কেউ-টা হল বিজ্ঞাপনদাতারা। আর বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রয়োজনেই তারা আমার আপনার তথ্য সংগ্রহ করছে। আপনার এসব তথ্য কি তারা অন্য বিভিন্ন কোম্পানি ও তাদের পার্টনারদের সাথে শেয়ার করছে? আপনার প্রোফাইল পেজ থেকে বা আপনার কনটেন্ট থেকে বিভিন্ন তথ্য থার্ড পার্টির কোন কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাচ্ছে? সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলোর প্রাইভেসি সেটিংগুলো ভালোমত দেখে নিন, কোন কোন শর্ত সেখানে উল্লেখ আছে? আপনি কোন কোন প্রাইভেসি সেটিং পরিবর্তন করতে পারেন ভালমত দেখুন। তাদের সেবা ও বিভিন্ন শর্ত সম্বন্ধে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে নিজেকে অধিকতর নিরাপদ রাখতে পারবেন।

১৩। **জনপ্রিয় হওয়ার প্রতিযোগিতায় নাম লেখাবেন না**

সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আমাদের এত আগ্রহের কারণ হল, এখানে আমার আপনার মত সাধারণ অনেক মানুষের মধ্যেই থাকে দ্রুত অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হওয়ার হাতছানি। চিন্তা করুন, এভাবে বিনে পয়সায় নিজেকে জাহির করার ও নিজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার সুযোগ আর কোথায় আছে? এ কারণেই আমাদের অনেকের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে নিজেদেরকে জনপ্রিয় করে তোলার একটি মনোভাব কাজ করে আর এ কারণেই আমরা অনেক অনেক তথ্য সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করে থাকি। আর এ থেকেই ঘটতে পারে বিপদ। কাজেই এই অসুস্থ প্রবণতাটি বাদ দিলেই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক হুমকি থেকে আমরা নিরাপদ থাকতে পারি।

ফেসবুকে কীভাবে থাকতে হবে নিরাপদ

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ফেসবুক হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের বিচরণস্থল। ফেসবুক যদি কোনো রাষ্ট্র হত তাহলে এটিই হত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র। জনপ্রিয়তার হাত ধরে ফেসবুকে Iur পেতে আছে অনেক বিপদও। কাজেই আমাদের জানতে হবে কীভাবে নিরাপদ থাকা যাবে এসব বিপদ থেকে। ফেসবুকে আপনার নাম, প্রোফাইল, কাভার ফটো, আপনি কোন কোন

নেটওয়ার্কের অংশ এসবই মোটামুটিভাবে সবাই জানতে পারে, যদি একটু চেষ্টাচরিত্র করে। তবে আপনি চাইলে আপনার পোস্টগুলো কে কে দেখতে পারবে আর কে কে পারবে না সেটি আপনি নির্ধারণ করে দিতে পারেন। আপনি যদি কিছু পোস্ট করার সময় Public অপশনটি বেছে নেন তাহলে আপনি চেনেন না জানেন না এমন মানুষও এটি দেখতে পাবেন। কাজেই আমাদের জানা উচিত কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করব আমাদের ফেসবুক কর্মকাণ্ড।

আপনার প্রাইভেসি ব্যবস্থাপনা করুন

আপনার প্রাইভেসি ম্যানেজ করার জন্য আপনার ফেসবুক পেজের একেবারে উপরে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির পাশের তীরচিহ্নটিতে ক্লিক করুন।

এবার নিচের উইন্ডোটি খুলবে। আপনার সিকিউরিটি সেটিং কিভাবে পাল্টাবেন সেটিও জানবেন এখান থেকেই।

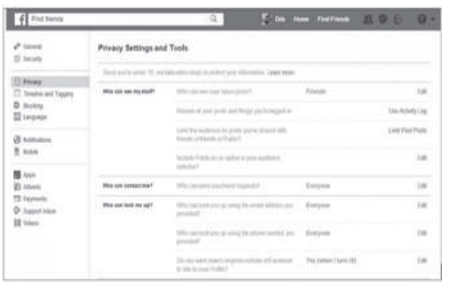

কার সাথে কী শেয়ার করবেন ঠিক করুন

আপনার পোস্টগুলো কার কার সাথে শেয়ার করতে চান সে ব্যাপারেই সবার আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখানে কয়েকটি অপশন আছে। ডিফল্ট সেটিং হচ্ছে Friends, যার মাধ্যমে বোঝানো হয় আপনার সমস্ত ফেসবুক ফ্রেন্ড। এখানে আবার আপনার ফ্রেন্ডস লিস্ট থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বাদ দেয়ার সুযোগও আছে। এটিও আপনি চাইলে করতে পারেন।

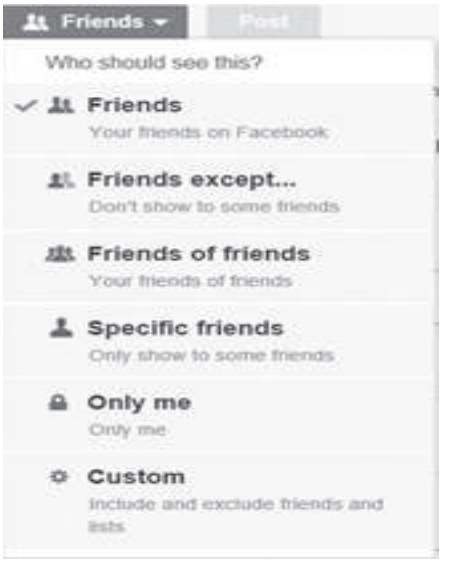

আমরা অনেকেই বন্ধুদের মাধ্যমে অন্যসব লোককে চিনি এবং তাদের সাথে আমাদের পোস্টগুলো শেয়ার করতে আপত্তি করি না। আপনি যদি হাতে গোনা কিছু মানুষের সাথেই শুধু শেয়ার করতে চান তাহলে বেছে নিন – Specific Friends। সেক্ষেত্রে আপনার সমস্ত ফ্রেন্ডের তালিকা আসবে। এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দমত ফ্রেন্ডদের বেছে নিন। আর Only গব অপশনটি বেছে নিলে নিজে ছাড়া আর কেউ দেখতে পারবে না। তবে চাইলেই এই অপশনটি পাল্টানোর সুযোগ আছে।

ব্লকিং ও রেস্ট্রিকটিং

এছাড়াও আছে মানুষকে ব্লক করার সুযোগ। ধরুন একজন ফ্রেন্ড আছে যে আপত্তিকর নানা মন্তব্য করে এবং আপনি আর চান না আপনার কোনো পোস্ট তার সাথে শেয়ার করতে। এক্ষেত্রে আপনি তাকে বরখ করে দিতে পারেন। তাদের ফেসবুক নাম বা ইমেইল ঠিকানা ক্লিক করুন, তার নাম এলেই তাকে ব্লক করে দিন। এই অপশনের মানে হল, সে আপনার কোনো পোস্ট আর দেখতে পাবে না এবং আপনার পেজে অ্যাকসেসও নিতে পারবে না। আপনাকে ট্যাগ করতে পারবে না এবং আপনার সাথে চ্যাট করারও সুযোগ তার নেই।

আপনি কোত্থেকে লগ ইন করেছেন খেয়াল করুন

ফেসবুক লগ-অন করা অবস্থায় উপরের ডান দিকের কোনায় ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করে বেছে নিন Settings। এবার এর বাম দিকের অংশে Security and Login-এ ক্লিক করুন। এখাতে দেকতে পাবে আপনার অ্যাকাউন্টটি কোথায় লগ করা আছে। এখানে কোনো সেশন দেখে যদি মনে হয় এই লগ ইন আপনি করেননি তাহলে সেটি থেকে লগ আউট করে ফেলুন। এখানে যদি এমন কোনো লোকেশন দেখেন যেখান থেকে আপনি লগ ইন করেননি (অন্য কেউ করেছে আপনার একাউন্ট ব্যবহার করে), তাহলে সতর্ক হোন এবং দ্রুত আপনার পাসওয়ার্ড পাল্টে ফেলুন।

কে আপনাকে ফেসবুকে অনুসন্ধান করবে সেটি বদলান

এমন সব লোকের কাছ থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাচ্ছেন যাকে আপনি ফ্রেন্ড বানাতে চান না? তাহলে সেটিংস মেন্যুতে ক্লিক করুন। এবার যে পেজটি আসবে সেখান থেকে ক্লিক করুন Search-এ। আপনাকে সার্চ প্রাইভেসি নামে একটি পেজে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে আপনি নির্ধারণ করে দিতে পারবেন কে কে আপনাকে ফেসবুকে খুঁজে পাবে তা। চান যে কেউ আপনাকে খুঁজে বের করতে পারুক? তাহলে Search Visibility নামের ড্রপ ডাউন বক্স থেকে বেছে নিন Everyone। এটাকে আরেকটু সীমাবদ্ধ রাখতে চান? তাহলে বেছে নিন My Networks and Friends, Friends of Friends ev My Networks and Friends of Friends। আপনার বন্ধুরা ছাড়া আর কেউ আপনাকে খুঁজে না পাক এটা চান? তাহলে বেছে নিন Only Friends। তাহলে আপনার ফেসবুক বন্ধুরা ছাড়া আর কেউ আপনাকে সার্চ করে পাবে না।

সোশ্যাল মিডিয়ার যত হুমকি

মোহাম্মদ কাওছার উদ্দিন ও গোলাম দাস্তগীর তৌহিদ

নকুবের, খ্যাতনামা বিনিয়োগকারী ও সমাজহিতৈষী জর্জ সরোস তাঁর এক লেখায় লিখেছেন, 'কোম্পানিগুলো তাদের পরিবেশকে শোষণ করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। মাইনিং ও তেল কোম্পানিগুলো তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে শোষণ করে আর সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো শোষণ করে তাদের সামাজিক পরিবেশকে। এটি বিশেষভাবে ক্ষতিকর কারণ এসব কোম্পানি আমাদের আচরণ ও চিন্তাপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে অথচ আমরা সেটা বুঝতেই পারি না।' আমাদের চারপাশের দিকে তাকালে সরোসের কথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারি। আজকে আমাদের গোটা পরিপার্শ্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাবেক প্রভাবিত। যে কোনো বয়সের, যে কোনো ধর্ম ও জাতীয়তা এবং যে কোনো মতাদর্শের মানুষই আজ এই প্রভাবের বাইরে নয়। দিন দিন আমরা আরও বেশি করে এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের এই নির্ভরশীলতাকে পুঁজি করে অপরাধী চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা সোশ্যাল মিডিয়ার দুর্বলতা এবং জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে নানারকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এ কারণে আমাদের এখন সবারই উচিত সোশ্যাল মিডিয়ার এসব হুমকি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। এই লেখায় আমরা চেষ্টা করব এসব হুমকিকে চিহ্নিত করতে এবং এগুলোর বিরুদ্ধে কোন কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা জানতে।

সোশ্যাল মিডিয়া আসলে কী

সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে একটি কম্পিউটার ভিত্তিক প্রযুক্তি যার সাহায্যে আমরা নিজেদের মধ্যে ধারণা ও তথ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমে ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ও কমিউনিটি গড়ে তুলতে পারি (Social media is a computer-based technology thaঃ facilitates the sharing of ideas and information and the building of virtual networks and communities)। সোশ্যাল মিডিয়া প্রকৃতিগতভাবেই ইন্টারনেটভিত্তিক এবং এর সুবাদে ব্যবহারকারীরা অতি সহজে নিজেদের মধ্যে কনটেন্ট আদানপ্রদান ও যোগাযোগ করতে পারে। ব্যবহারকারীরা কম্পিউটার, ট্যাবলেট অথবা স্মার্টফোন ব্যবহার করে ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার বা ওয়েব অ্যাপের সাহায্যে এসব কাজ করে। প্রথমে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই সোশ্যাল মিডিয়ার উদ্ভব ঘটলেও পরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অফিশিয়াল কাজে এগুলোর ব্যবহার শুর হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক মানুষের সাথে যোগাযোগ সুযোগ সৃষ্টি করা।

সোশ্যাল মিডিয়ার নানা ধরনের স্পর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা টাচ এনাবলড কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভর করে, যেমন ফটো শেয়ারিং, ব্লগিং, সোশ্যাল গেমিং, সোশ্যার নেটওয়ার্ক, ভিডিও শেয়ারিং, বিজনেস নেটওয়ার্কিং, ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড, রিভিউ ইত্যাদি। নানা কারণে দিন দিন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। এখন আর কেবল ব্যক্তিগত বা সামাজিক যোগাযোগ নয়, চাকরি খোঁজা, ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিজনেস আইডিয়া শেয়ার করা ইত্যাদি নানা কারণে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নির্ভর করি। যেসব ব্যক্তি এসব কাজে সম্পৃক্ত থাকেন তাঁরা ভার্চুয়াল সোশ্যাল নেটওয়ার্কের অংশ।

সোশ্যাল মিডিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সোশ্যাল মিডিয়ার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। তবে যেহেতু নতুন নতুন নানা কাজে এর ব্যবহার সম্প্রসারিত হচ্ছে সেহেতু এর সংজ্ঞা নিয়েও নতুন করে ভাবনার অবকাশ রয়েছে। তবে সাধারণভাবে দেখলে প্রতিটি সোশ্যাল মিডিয়াই নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো শেয়ার করে:

ক) এটি ইন্টার‍্যাকটিভ এবং ওয়েব২.০-ভিত্তিক

খ) এতে ইউজার জেনারেটেড প্রোফাইল ব্যবহৃত হয়

গ) কনটেন্টগুলো সাধারণভাবে ব্যবহারকারীরাই তৈরি করেন। এসব কনটেন্টের মধ্যে আছে ছবি, ভিডিও, আলাপচারিতা, মন্তব্য ইত্যাদি।

ঘ) ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংযোগের কাজ করে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম

সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

সারা দুনিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার ক্রমশই বাড়ছে। জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকার প্রায় ৮১ শতাংশ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন। গড় ব্যবহারকারীর ইন্টারনেট ব্যবহারের মোট সময়ের এক পঞ্চমাংশ ব্যয় করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ার পেছনে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৯৬ কোটি মানুষ

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন। ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা ২৫০ কোটিতে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণামতে, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের ৯০ শতাংশেরই বয়স ১৮ থেকে ২৯-এর মধ্যে। এছাড়াও তারা তুলনামূলকভাবে সুশিক্ষিত এবং অর্থশালী হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংখ্যায় এগিয়ে আছে চীন আর যুক্তরাষ্ট্র। এবার এক নজরে দেখে নেয়া যাক প্রধান প্রধান সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারকারীদের সংখ্যা:

- ফেসবুক (জানুয়ারি ২০১৮-এর হিসাব মতে ২১০ কোটি ৬৭ লাখ)
- ইউটিউব (১৫০ কোটি)
- হোয়াটসঅ্যাপ (১৩০ কোটি)
- ফেসবুক মেসেঞ্জার (১৩০ কোটি)
- উইচ্যাট (৯৮ কোটি)
- কিউকিউ (৮৪ কোটি ৩০ লাখ)
- ইনস্টাগ্রাম (৮০ কোটি)
- টাম্বলার (৭৯ কোটি ৪০ লাখ)
- কিউজোন (৫৬ কোটি ৮০ লাখ)
- সিনা ওয়েইবো (৩৭ কোটি ৬০ লাখ)
- টুইটার (৩৩ কোটি)
- বাইডু টাইবা (৩০ কোটি)
- স্কাইপ (৩০ কোটি)
- লিংকডইন (২৬ কোটি)
- ভাইবার (২৬ কোটি)
- স্ন্যাপচ্যাট (২৫ কোটি ৫০ লাখ)
- রেডিট (২৫ কোটি)
- লাইন (২০ কোটি ৩০ লাখ)
- পিন্টারেস্ট (২০ কোটি)
- ওয়াইওয়াই (১১ কোটি ৭০ লাখ)

সোশ্যাল মিডিয়ার যত বৈশিষ্ট্য

যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া সাইটেরই কিছু সাধারণ

বৈশিষ্ট্য বা উপাদান রয়েছে। আপনার মনে যদি দ্বিধা থাকে কোনো একটি সাইটকে সোশ্যাল মিডিয়া বলা যাবে কি যাবে না তাহলে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো সেটিতে আছে কিনা খুঁজে দেখতে পারেন:

■ ইউজার একাউন্ট: কোনো সাইটে যদি ভিজিটরদেরকে নিজস্ব একাউন্ট তৈরি করা এবং সেই একাউন্টে লগ ইন করার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে সেটিকে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট বলা যেতে পারে। কারণ এখানে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ রাখা হচ্ছে। ইউজার একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা ছাড়া আসলে অন্যদের সঙ্গে তথ্যাদি বিনিময় করা এবং সামাজিক যোগাযোগ একটু কঠিনই।

■ প্রোফাইল পেজ: সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু যোগাযোগের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু একজন ব্যক্তিকে উপস্থাপন করার জন্য প্রোফাইল পেজের দরকার রয়েছে। এই প্রোফাইল পেজে থাকে ঐ ব্যক্তির নানা তথ্য যেমন তার প্রোফাইল ফটো, ব্যক্তিগত তথ্য, পোস্ট, ছবি, রিকমেন্ডেশন, সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি।

■ ফ্রেন্ড, ফলোয়ার, গ্রুপ, হ্যাশট্যাগ ইত্যাদি: সোশ্যাল মিডিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ অন্যান্য ইউজারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তাদের একাউন্ট ব্যবহার করেন। এছাড়া নানা ধরনের তথ্য উৎসে সাবস্ক্রাইব করার জন্যও তারা এসব ব্যবহার করেন।

■ নিউজ ফিড: একজন ব্যবহারকারী যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আরেকজন ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগ করেন তখন তিনি বস্তুত এটাই বলতে চাইছেন যে – আমি আপনার ও অন্যান্যদের সম্বন্ধে তথ্য চাই। তাদের নিউজ ফিডের মাধ্যমেই তারা আপডেটেড এসব তথ্য সংগ্রহ করেন।

■ পারসোনালাইজেশন: সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো সচরাচর ইউজারদের সেটিংস পরিবর্তনসহ তাদের প্রোফাইলের নানা চেহারা দেয়ার সুযোগ দিয়ে থাকে। এছাড়াও নিজেদের ফ্রেন্ড ও অনুসারীদের কাস্টমাইজ করা, নিউজ ফিডে কোন কোন তথ্য দেখবেন সেটি নির্ধারণ করা ইত্যাদি নানা ধরনের পারসোনালাইজেশনের সুযোগ থাকে এখানে।

■ নোটিফিকেশন: কোনো সাইট বা অ্যাপ যদি এর ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট কোনে তথ্য নিয়মিত বিরতিতে জানায় তাহলে সেটিকে একটি সোশ্যাল মিডিয়া সাইট বলতেই হবে। ব্যবহারকারীরা নিজেরাই নির্ধারণ করেন কোন কোন তথ্য তারা পেতে চান বা কোন ধরনের তথ্য চান না।

■ তথ্য আপডেট করা, সেভ করা ও পোস্ট করা: কোনো সাইট বা অ্যাপ যদি আপনার ইউজার একাউন্ট থাক বা ন থাক, আপনাকে এটা সেটা পোস্ট করার সুযোগ দেয় তাহলে এটিকে একটি সোশ্যাল মিডিয়া সাইট বলতেই হবে! গ্রেস্ট-এর বিষয়বস্তু নানা রকম হতে পারে। এটি হতে পারে একটি টেক্সট মেসেজ, একটি ছবি, ইউটিউব ভিডিও, একটি আর্টিকেল বা আর্টিক্যালের লিংক ইত্যাদি।

■ লাইক বাটন ও কমেন্ট সেকশন: সোশ্যাল মিডিয়ায় পারস্পরিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হল বাটন। এসবের মধ্যে 'লাইক' বাটনটি সবচেয়ে কমন হলেও আছে আবেগ প্রকাশের আরও বিভিন্ন বাটন। এছাড়াও আছে কমেন্ট সেকশন যেখানে নিজেদের চিন্তাভাবনা শেয়ার করা যায়।

■ রিভিউ, রেটিং ও ভোটিং: লাইক ও কমেন্টের পাশাপাশি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ও অ্যাপ-এ আছে রিভিউ, রেটিং ও ভোট দেয়ার ব্যবস্থা। আর এভাবেই এসব সাইটের ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদি জানান দিয়ে থাকেন যার সুবাদে অন্যরাও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিপদাপদ

বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের কাছে জনপ্রিয় এই সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো এখন এককটি ইন্টারনেট 'ফেনোমেনন'। কোটি মানুষের আগ্রহের বস্তু এসব সাইট আর অ্যাপ যে একই সাথে অপরাধী এবং আইন না মানা মানুষজনকেও আকৃষ্ট করবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে! আর এ কারণেই অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে যারা কাজ করেন তারা সোশ্যাল মিডিয়ার বিপদাপদ সম্বন্ধেও মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জরিপে দেভা গেছে, ২০১৭ সালে সোশ্যাল মিডিয়ার হুমকি আগের তুলনায় কয়েকশো শতাংশ বেড়ে গেছে। যেমন, কেবলমাত্র ঐ বছরেরই প্রথম তিন মাস থেকে পরের তিন মাসে সোশ্যাল মিডিয়ার বিপদ বেড়ে যায় ৩০০ শতাংশ! এছাড়া সে বছর তার আগের বছরের তুলনায় ভুয়া পরিচয়ে আক্রমণ করা তথা ফিশিং-এর ঘটনা বেড়ে যায় ৫০০ শতাংশ! এছাড়া আক্রমণগুলো প্রকৃতিও হয়ে যায় অনেক অগ্রসর আর আক্রমণাত্মক। কী ধরনের হুমকি লুকিয়ে আছে সোশ্যাল মিডিয়ায়? উত্তর হর: বেশুমার! তবে এরই মধ্যে প্রধান প্রধান হুমকিগুলো আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করি আসুন:

১। পরিচয় চুরি বা ফেইক একাউন্ট

দিনদিনই অন্যের নাম পরিচয় ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহারের ঘটনা বাড়ছে। এর মধ্যে প্রধান ধরনটির নাম হচ্ছে প্রোফাইল ক্লোনিং (profile cloning)। এক্ষেত্রে চেনা পরিচিত কোনো ব্যক্তির একাউন্ট ক্লোন বা নকল করার মাধ্যমে কারো আস্থা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। যেহেতু আক্রান্ত ব্যক্তি পরিচিত বা কাছের ঐ ব্যক্তির সাথে তথ্য শেয়ার করতে কোনোরকম দ্বিধা করবে না সেহেতু আক্রমণকারীও নির্ঝঞ্ঝাটে ঐ ব্যক্তির নানা ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিয়ে তার ক্ষতি করতে পারবে। কেনো ব্যক্তির সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গতিবিধি মনিটর করার জন্যও এই কৌশলটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলে থাকেন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁখ-এর সামাজিক নেটওয়ার্ককে মনিটর করার জন্য রুশ সরকারের গোয়েন্দারা এই কৌশলটি অনুসরণ করেছিলেন। পরিচয় চুরির আরেকটি ধরন হচ্ছে কোনো ব্র্যান্ডের পরিচয় চুরি। আক্রমণকারীরা এমন একাউন্ট তৈরি করে যেটি বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যান্ডের পরিচয় চুরি (impersonation) করে। সাধারণত ভুয়া কাস্টমার সাপোর্ট বিভাগ তৈরির মাধ্যমে গ্রাহক ও সেবাগ্রহীতাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়। আরেক ধরনের পরিচয় চুরির ঘটনা আছে যেখানে ফেইক একাউন্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন কনটেন্টে ক্লিক, লাইক ও শেয়ার করা হয়। সাধারণত অর্থের বিনিময়ে এটি করা হয়ে থাকে। এছাড়াও হ্যাকাররা বট ধরনের সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষতিকর বিভিন্ন লিংককে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কেবল ভুয়া একাউন্ট তৈরিই নয়, অন্যের একাউন্ট হাইজ্যাক করার মাধ্যমেও অপকর্ম করার চেষ্টা করে হ্যাকাররা।

২। নজরদারি ও গোয়েন্দাগিরি

শুনলে তাজ্জব মনে হতে পারে, কিন্তু আমজনতা সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কে রীতিমত অবিশ্বাস্য পরিমাণে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করে থাকেন। নানা ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে মানুষ যেসব তথ্য শেয়ার করে তা থেকে তার ব্যক্তিগত জীবনের নানা কিছু জানা যেতে পারে। এসব তথ্যের মধ্যে আছে:

■ অফিসের সময়সূচি, ঘুমাতে যাওয়া বা বিশ্রামের সময়

■ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের তথ্য

■ কাজের ধরন ও কর্মজীবনের ইতিহাসসহ নানা তথ্য

■ খাওয়া দাওয়া, অবসর বিনোদন এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্কের তথ্য

আর এসব তথ্য বিশ্লেষণ করেই একজন হ্যাকার তার সম্ভাব্য টার্গেটদের নির্বাচন করতে পারে এবং কীভাবে তাকে আক্রমণ করবে বা ক্ষতি করবে সেই

পরিকল্পনা ছকে ফেলতে পারে।

৩। **ক্ষতিকর লিংক – ফিশিং ও ম্যালওয়্যার**

ফিশিং ও ম্যালওয়্যার বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া জগতের জন্য বড় হুমকি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফিশিং (Phishing)-এর লিংকগুলো ভিক্টিমকে ক্ষতিকর কোনো ওয়েব সাইটের দিকে ধাবিত করে। এসব ক্ষতিকর সাইট হয় কোনো খ্যাতনামা ব্র্যান্ড-এর সাজে সজ্জিত হয়ে ভিক্টিমকে তার লগ ইন ইনফরমেশন ও পাসওয়ার্ড দিতে প্ররোচিত করে অথবা ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে ক্ষতিকর কোনো সফটওয়্যার প্রবিষ্ট করানোর চেষ্টা করে। ম্যালওয়্যারের (Malware) লিংকগুলো সাধারণ বিপজ্জনক কোনো ওয়েব সাইটে ভিক্টিমকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসব লিংক নানাভাবে ছড়াতে পারে। কোনোভাবে ব্যবহারকারীর একাউন্টকে হাইজ্যাক করা গেলে এটিকে ব্যবহার করে আক্রমণকারী ভিক্টিমের পরিচিত ব্যক্তিদের মাঝে এই আক্রমণকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এছাড়াও হ্যাকররা চেষ্টা করে জনপ্রিয় বিভিন্ন বিষয়ের কথোপকথনে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার, জনপিয় সব হ্যাশ ট্যাগ ব্যবহার করার চেষ্টা করে, আর এভাবেটই ক্ষতিকর লিংকগুলোকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এছাড়াও তারা ক্ষতিকর লিংক ও ফাইল অ্যাটাচমেন্ট সরাসরি মেসেজের মাধ্যমেও প্রেরণ করে, চেষ্টা করে মানুষকে বোকা বানিয়ে এসব লিংকে ক্লিক করাতে।

৪। **অবিশ্বাস্য নিউজ (আসলে ম্যালওয়্যার)**

নিউজগুলোর শিরোনাম ও বিষয়বস্তু নানারকম হতে পারে তবে একটা ব্যাপার কখনোই বদলাবে না, আর তা হচ্ছে, নিউজগুলোর সাথে থাকবে ভিডিও এবং অবিশ্বাস্য একটি শিরোনাম, যা ভিক্টিমকে প্রলুব্ধ করবে। যেমন সাম্প্রতিক সময়ে কোনো সেলিব্রিটি মারা গেছেন, তাঁর জীবনের তথাকথিক অজানা অধ্যায় নিয়ে নিউজ, অথবা থাকবে রগরগে ছবিযুক্ত নিউজ। এসব দেখলেই অনেকের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসুস্থ কৌতুহল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তারা ক্লিক করে বসে। আর এভাবেই তাদের নিজেদের একাউন্ট, কম্পিউটার এসব কিছুকে বিপদের মধ্যে ফেলে।

৫। **এফিলিয়েট স্ক্যাম**

যে কোনো স্ক্যাম তথা প্রতারণামূলক কাজের মূল উদ্দেশ্যই থাকে পয়সা বানানো। পয়সা বানাতে না পারলে স্ক্যামাররা কী করবে? তারা এমন কোনো কাজের সন্ধানে থাকবে যেটি দিয়ে মানুষকে ঠকানো যাবে। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতারণাগুলোর মধ্যে এফিলিয়েট স্ক্যাম হচ্ছে অন্যতম প্রধান একটি পন্থা যেটি স্ক্যামারদের পকেটে দুটো পয়সা আনতে পারে। এফিলিয়েট স্ক্যাম হচ্ছে ইনসেনটিভ প্রোগ্রাম যেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একজন এফিলিয়েট বা সহযোগীকে পয়সা দেয় তার সাইটে ট্রাফিক নিয়ে আসার জন্য। উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন আপনি টুইটারে ব্রাউজ করতে গিয়ে একটি বিজ্ঞাপন দেখলেন যেখানে স্থানীয় একটি এক্সক্লুসিভ ডিপার্টমেন্ট স্টোরের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, প্রথম যে বিশ জন ব্যক্তি এই বিজ্ঞাপনে তাদের ইমেইল ঠিকানা প্রদান করবে তাদেরকে বিশেষ একটা গিফট দেয়া হবে। আপনি কী করলেন? আপনার ইমেইল ফিকানা প্রদান করলেন। এখন আপনার ইমেইল ঠিকানার জন্য সংশ্লিষ্ট স্ক্যামার একটা অঙ্ক পাবে, কিন্তু আপনি জীবনেও ঐ গিফট কার্ডটি পাবেন না। তবে যা পাবেন তা হল, আপনার ইমেইল ইনবক্সে নানা রকমের পণ্য কেনার আমন্ত্রণ জানিয়ে শত শত স্প্যাম মেইল।

৬। **ফেইক ফ্রেন্ড বা ফলোয়ার**

আপনি যদি ইন্টারনেটে 'buy followers' লিখে সার্চ করেন তাহলে দেখবেন, অল্প কিছু পয়সার বিনিময়ে হাজার হাজার ফলোয়ার কেনার জন্য আপনাকে অনেকে প্রস্তাব দিচ্ছে। যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়ার জন্যই আপনি এভাবে ফলোয়ার কিনতে পারবেন। কিন্তু ফেইক ফলোয়ার কিনে কী লাভ? হয়ত প্রচুর ফলোয়ার পেয়ে আপনি যাতে নিজেকে বিরাট কিছু মনে করতে পারেন সে ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। তবে এসব টোপ গিললে ভালোর চাইতে খারাপই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এসব লোক বিপজ্জনক ঢ়যরংযরহম চক্রে আপনাকে আটকানোর জন্যও এই কাজ করতে পারে। কাজেই ফলোয়ারের সংখ্যা বাড়ানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতায় না নামাই শ্রেয়।

৭। **সাইবারবুলিয়িং ও নির্যাতন**

ইন্টারনেটের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হল anonymity তথা অজানা থাকার সুবিধা। নিজের পরিচয়কে আড়াল করে এখানে আপনি নানারকম কাজ করতে পারবেন, বেশির ভাগ সময়ই কেউ আপনার টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। সোশ্যাল মিডিয়াতে এসব কাজ করার সুবিধা অনেক বেশি, এখানে পুলিশিং বা খবরদারি করার কেউ আসলে নেই। রীতিমত আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে ধরনের কারবার আর কি। সেলিব্রিটিদের একাউন্টগুলোতে দেখবেন কত রকমের গালিগালাজ দিয়ে যায় মানুষে। সামান্য কারণে, একেবারে বিনা অপরাধেই হয়ত দেখলেন হাজারও লোক এসে আপনাকে গালিগালাজ করছে। এ কারণে সোশ্যাল মিডিয়া জগতে বেশ কিছুদিন হল cyberbullying একটি বড় ধরনের বিপদ হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে।

৮। **সোশ্যাল অ্যাপস**

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে কুইজ এবং সোশ্যাল অ্যাপস খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে আর এগুলোর জনপ্রিয়তার সুবাদে খারাপ লোকদের দৃষ্টিও দ্রুত আকর্ষণ করছে। কুইজগুলো নানাভাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, আগ্রহোদ্দীপক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে আপনাকে তাদের জালে টেনে নেয়ার চেষ্টা করবে। যেমন: হ্যারি পটারের কোন চরিত্রটি আপনি হতে চান? আপনার ব্যক্তিত্বের ধরনটি কী? আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে মানানসই রঙটি কী? এসব প্রশ্ন আপনি নিজেই দেখেছেন। হতে পারে আপনি বা আপনার বন্ধুরা এগুলোতে অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৫ সালে ফেসবুকে একটি কুইজের আয়োজন করা হয় যার শিরোনাম ছিল: Most Used Words। এই কুইজে নানারকম হিডেন টার্মস এন্ড কন্ডিশন ছিল যার মাধ্যমে ডেভেলপারদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত ডাটা থার্ড পার্টির কাছে বিক্রির জন্য। এসব ডাটার মধ্যে ছিল নাম, ছবি, বন্ধুদের নাম ও পরিচয় এমনকি গোটা ফেসবুক হিস্ট্রি এবং আইপ অ্যাড্রেসও। বিশ্বজুড়ে ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ এসব টার্মস ও কন্ডিশন মেনে নিয়েছিলেন। ভুললে চলবে না, এই অ্যাপ ছিল বৈধ। কাজেই এক কোটি ৮০ লাখ মানুষ বৈধভাবেই তাদের ব্যক্তিগত ডাটা অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অন্যান্য অ্যাপ কিন্তু এতটা স্পষ্টভাবে এসব কথা জানাবেও না। তারা নানাভাবে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য উপাত্ত বেহাত করে তুলে দেবে অপরাধীদের হাতে।

৯। **সাইট কম্প্রোমাইজ**

এটি একটি বিশেষ ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া হুমকি। এটি ঘঢ়টে, যদি কোনো আক্রমণকারী যদি কোনো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটকে নিজের কব্জায় নিতে পারে। ক্ষতির কোডের মাধ্যমে সাইটটিকে আক্রান্ত করতে পারলে ঐ সাইট পরিদর্শনকারী ভিজিটররা আক্রমণের মুখোমুখি হতে পারেন। এছাড়াও হ্যাকাররা বিজ্ঞাপনের ভেতর ক্ষতিকর কোড অন্তর্ভুক্ত করে ক্ষতিকর থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারে। এগুলোর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের প্রলোভিত করা যায় এবং তাদের কম্পিউটারে অ্যাকসেস নিয়ে ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেয়া সম্ভব।

ট্যাবলেট কম্পিউটার: কী কেন কীভাবে

আসিফ মুজতবা নূর

স্টিভ জবস যখন ২০১০ সালে সব গুজব আর জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আইপ্যাড নামের ট্যাবলেট পিসির আগমনবাণী ঘোষণা করলেণ তখন আসলে কম্পিউটার হার্ডঅয়্যারের ভুবনে সম্পূর্ণ নতুন একটি যুগেরই সূচনা করলেন। ট্যাবলেট পিসি নামের এই পারসোনাল কম্পিউটার যদিও একেবারে নতুন কিছু ছিল না, আইপ্যাড-এর মাধ্যমে স্টিভ জবস যেটি করলেন তা হচ্ছে, আকার বা ফর্মগত যাবতীয় সীমাবদ্ধতাকে জয় করে কনজিউমার মার্কেটে ট্যাবলেটকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

যারা ট্যাবলেট কম্পিউটারের স্রোতে এখনও গা ভাসাননি বা এ ব্যাপারে খুব একটা অবগত নন তাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, এই 'ট্যাবলেট' জিনিসটা কী? একেবারে সোজাসাপ্টা করে বলতে গেলে, ট্যাবলেট পিসি হচ্ছে একটি মোবাইল কম্পিউটিং ডিভাইস যেটি স্মার্টফোন বা পারসোনাল ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর চাইতে আকারে বড়। তবে ট্যাবলেট ডিভাইসের আকার ঠিক কত বড় বা ছোট হবে তার সঠিক কোনো মাপ না থাকলেও ট্যাবলেট পিসির 'অগ্রদূত' আইপ্যাড-এর স্ক্রিন সাইজ ১০ ইঞ্চির চাইতে একটুখানি কম, তবে অন্য ট্যাবলেট সামান্য বড় বা ছোট হতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে – কোনো কম্পিউটিং ডিভাইস যদি অন স্ক্রিন ইন্টারফেস ব্যবহার করে এবং তার সঙ্গে কোনো ফোন না থাকে তাহলেই এটি একটি ট্যাবলেট। তবে ব্যাপারটা এতটা সোজাসাপ্টা থাকলে কথা ছিল না। কোনো কোনো নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কিছু হাইব্রিড ডিভাইস তৈরি করছেন যেগুলো আংশিকভাবে ট্যাবলেট আবার আংশিক ল্যাপটপ কম্পিউটার। এসব ডিভাইসের সঙ্গে অ্যাটাচ করা কিবোর্ড থাকে, তবে স্ক্রিনটাকে ঘুরিয়ে কিবোর্ডটাকে ঢেকে ফেলা যায়, আর সঙ্গে সঙ্গেই জাদুমন্ত্রের মত সেটি রূপান্তরিত হয়ে যায় ট্যাবলেটে ! ২০১০ সালে লাস ভেগাসে অনুষ্ঠিত কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স শোতে এ ধরনের ডিভাইসের একটি প্রোটোটাইপ নিয়ে আসে খ্যাতনামা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান লেনোভো, যেটির নাম দেয়া হয় আইডিয়াপ্যাড ইউআই১। প্রথম দেখায় এটিকে ল্যাপটপ কম্পিউটার ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। তবে স্ক্রিনটাকে বেস থেকে খুলে নিলেই এটি একটি কম্পিউটারে পরিণত হয়, সঙ্গে থাকে এর নিজস্ব, স্বতন্ত্র অপারেটিং সিস্টেম। লেনোভো পরে পণ্যটিকে রিব্র্যান্ডিং করে লেনোভো লিপ্যাড (Lenovo LePad) নাম দিয়ে ২০১১ সালে চীনের বাজারে ছাড়ে।

ট্যাবলেট কম্পিউটার বিভিন্ন আকার, আকৃতি আর ফিচারসহ পাওয়া যায়। তবে আকার-আকৃতি যাই হোক, এগুলোর সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন সব ট্যাবলেটেরই একটি করে টাচস্ক্রিন ইন্টারফেস থাকে, থাকে ছোট আকারের প্রোগ্রাম রান করার উপযোগী একটি অপারেটিং সিস্টেমও। এরা কখনোই পূর্ণশক্তির একটি পিসি বা ল্যাপটপের বিকল্প নয়, তবে কম্পিউটিং ডিভাইস ব্যবহারের নতুন একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে এগুলো। এবার আসুন, ট্যাবলেট পিসির মৌলিক উপাদানগুলোর দিকে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক।

যদি একটি ট্যাবলেট কম্পিউটারকে খুলে ফেলেন তাহলে দুটো জিনিস সবার আগে চোখে পড়বে। প্রথমত, নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি ট্যাবলেটের সবগুলো কম্পোনেন্টকে অল্প জায়গার মধ্যে একত্র করে চমৎকার একটি 'প্যাকেজ' তৈরি করেছে। দ্বিতীয়ত, একটি স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটারে যেসব কম্পোনেন্ট আছে একটি ট্যাবলেটের মধ্যেও তাই আছে। ট্যাবলেটের ব্রেইন বা মস্তিষ্ক হচ্ছে এর মাইক্রোপ্রসেসর। সাধারণত পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটারের তুলনায় ট্যাবলেটে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের প্রসেসর ব্যবহৃত হয়। এতে দুটো কাজ হয়- জায়গা বাঁচে এবং প্রসেসরটি কম তাপ উৎপন্ন করে। মনে রাখতে হবে, উত্তাপ কম্পিউটারে জন্য ভালো নয়, এটি কম্পিউটারে যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটার অন্যতম কারণ। ট্যাবলেট কম্পিউটার সাধারণত একটি রিচার্জেবল ব্যাটারি থেকে পাওয়ার সংগ্রহ করে। ট্যাবলেটের ব্যাটারি লাইফ মডেলভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। একটি ট্যাবলেটের ব্যাটারির চার্জ সাধারণত গড়ে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। কোনো কোনো ট্যাবলেটের ব্যাটারি ব্যবহারকারীরাই পাল্টাতে পারে, তবে অ্যাপলের আইপ্যাড এবং আইপ্যাড২-এর কথা ভিন্ন। ব্যাটারি পাল্টাতে হলে নির্দিষ্ট দোকানে যেতে হবে, নিজে নিজে এটা করার চেষ্টা করা ওয়ারান্টি ভঙ্গের কারণ হবে।

ট্যাবলেট পিসির আরেকটি মজার ব্যাপার হচ্ছে, অনেক নির্মাতা ইচ্ছে করে ট্যাবলেটের শক্তিকে কমিয়ে রাখে। কম্পিউটারের সিপিইউ ক্লক সাইকেল অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে। কোনো সিপিইউ প্রতি সেকেন্ডে যত বেশি ক্লক সাইকেল নির্বাহ করবে সেটি তত বেশি নির্দেশ প্রক্রিয়াকরণ করতে পারবে। কোনো কোনো ট্যাবলেটে আন্ডারক্লকড (under-clocked) প্রসেসর থাকে, যার মানে হচ্ছে, ঐ সিপিইউটির আসলে যে সক্ষমতা আছে বাস্তবে তার চাইতে সেটি প্রতি সেকেন্ডে কম কমান্ড নির্বাহ করে। এভাবে ইচ্ছে করে সিপিইউকে সক্ষমতার তুলনায় কম কাজ করানোর মূল উদ্দেশ্য হল এটিকে অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানো এবং এটির ব্যাটারির আয়ু দীর্ঘতর করা। যদিও শুনে মনে খেদ জাগতে পারে, আহা, আমার ট্যাবলেট তার পরিপূর্ণ সক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছে না, মনে রাখা দরকার, এর বেশি সক্ষমতা বেশির ভাগ ট্যাবলেটেরই দরকার হয় না। সাধারণ কম্পিউটার প্রোগ্রামের চাইতে ট্যাবলেটের প্রোগ্রামগুলো কম জটিল এবং এগুলোর শক্তিমত্তাও কিছুটা কম। এসব প্রোগ্রামকে সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন বা সংক্ষেপে অ্যাপ্স বলা হয়।

সিপিইউ আর ব্যাটারি ছাড়া একটি সাধারণ ট্যাবলেট কম্পিউটারে আপনি আর যেসব কম্পোনেন্ট পাবেন সেগুলো হচ্ছে:

- অ্যাকসিলারোমিটার।
- জাইরোস্কোপ
- গ্রাফিক্স প্রসেসর।
- ফ্ল্যাশভিত্তিক মেমোরি।
- ওয়াই-ফাই এবং/অথবা সেলুলার চিপস ও অ্যান্টেনা।
- ইউএসবি ডক ও পাওয়ার সাপ্লাই।
- স্পিকার।
- একটি টাচস্ক্রিন কন্ট্রোলার চিপ।
- ক্যামেরা সেন্সর, চিপ ও লেন্স।

অ্যাকসিলারোমিটার ও জাইরোস্কোপ ট্যাবলেটটিকে তার 'ওরিয়েন্টেশন' ঠিক করতে সাহায্য করে যার মাধ্যমে এটি ঠিক করে এটি পোট্রেট নাকি ল্যান্ডস্কেপ কোন মোডে গ্রাফিক্সকে দেখাবে। গ্রাফিক্স প্রসেসর বা জিপিইউ গ্রাফিক্স তৈরির ক্ষেত্রে সিপিইউকে সাহায্য করে এবং গ্রাফিক্স সংক্রান্ত কাজের ভারটা সিপিইউর ওপর থেকে কমিয়ে দেয়। ওয়াইফাই বা সেলুলার কম্পোনেন্ট-এর সাহায্যে ট্যাবলেটটি নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। ট্যাবলেটে ব্লুটুথ রিসিভারও থাকতে পারে, যার সাহায্যে এটি অন্যান্য ব্লুটুথ ডিভাইসের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। বেশির ভাগ ট্যাবলেটে আপনি যে জিনিসটি পাবেন না সেটি হচ্ছে কুলিং ফ্যান। এর কারণ আর কিছুই না, প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব।

ট্যাবলেট ডিভাইসের ক্ষেত্রে টাচস্ক্রিন একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। টাচস্ক্রিন তৈরির দুটো মৌলিক পদ্ধতি আছে: রেজিস্টিভ স্ক্রিন ও ক্যাপাসিটিভ স্ক্রিন। ট্যাবলেট নির্মাতাদেরকে এ দুটোর মধ্যে একটি বেছে নিতে হয়, দুটো কখনো একসঙ্গে ব্যবহার করা যায় না। রেজিস্টিভ সিস্টেম স্ক্রিনের ওপর পড়া চাপ (pressure) থেকে স্পর্শের ব্যাপারটি বুঝতে পারে। যেসব ট্যাবলেটে স্টাইলাস ব্যবহার করা হয় সেগুলো রেজিস্টিভ স্ক্রিন ব্যবহার করে। আর ক্যাপাসিটিভ সিস্টেম রেজিস্টিভ সিস্টেমের মত ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড ব্যবহার করলেও এটি প্রেশার বা চাপের ওপর নির্ভর করে কাজ করে না। এসব স্ক্রিনে এমন একটি উপাদানের একটি স্তর থাকে যেগুলো ইলেকট্রিক চার্জকে ধরে রাখে। এই স্ক্রিনের ওপর যখন কোনো পরিবাহী বস্তুর স্পর্শ পড়বে, যেখানে স্পর্শটা পড়েছে সে জায়গাটাতে কিছু ইলেকট্রিক্যাল চার্জ চলে যাবে। তার মানে দুটো সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্যটা হল, আপনি রেজিস্টিভ স্ক্রিনে স্পর্শ করার জন্য যে কোনো বস্তুই ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু ক্যাপাসিটিভ স্ক্রিনকে দিয়ে কাজ করাতে হলে এটিকে শুধুমাত্র পরিবাহী বস্তু বা conductive material দিয়ে স্পর্শ করাতে হবে। ক্যাপাসিটিভ সিস্টেম সাধারণত রেজিস্টিভ সিস্টেমের চাইতে বেশি শক্তিশালী হয়। কারণ এখানে 'টাচ' তৈরি করার জন্য আপনাকে কোনোপ্রকার চাপ সৃষ্টি করতে হয় না। তাছাড়া এই সিস্টেমের রেজল্যুশনও রেজিস্টিভ সিস্টেমের চাইতে বেশি হয়।

ট্যাবলেটের ইতিহাস

ট্যাবলেট কম্পিউটারের ইতিহাস মোটামুটি পুরোনো। সেই ১৯৬৮ সালে অ্যালান কে নামে একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী প্রথম বলেন যে, ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে প্রযুক্তি, ইউজার ইন্টারফেস, কম্পিউটার যন্ত্রাংশের আকার হ্রাস এবং ওয়াইফাই প্রযুক্তির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই 'অল-ইন-ওয়ান' কম্পিউটিং ডিভাইস তৈরি করা যাবে। কেবল এটি বলেই থেমে থাকেননি অ্যালান কে, তিনি এ নিয়ে অনেক লেখালেখি করেন এবং এমনও বলেন যে, এ ধরনের ডিভাইস বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহারের জন্য খুবই কার্যকর হবে। ১৯৭২ সালে এ ধরনের ডিভাইসের ওপর তিনি একটি চমৎকার প্রবন্ধ লেখেন এবং এ ডিভাইসের নাম দেন 'ডায়নাবুক'। তিনি ডায়নাবুকের যে স্কেচ আঁকেন তা থেকে এটিকে আজকের ট্যাবলেট কম্পিউটারের জমজ ভাই বলেই মনে হবে, কিছু তারতম্য ছাড়া! ডায়নাবুকে স্ক্রিন এবং কিবোর্ড দুটোই ছিল। কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, সঠিক টাচস্ক্রিন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা গেলে ফিজিক্যাল কিবোর্ডটাকেও ঝেড়ে ফেলা যাবে এবং স্ক্রিনের মধ্যেই ভার্চুয়াল কিবোর্ডকে প্রদর্শন করা যাবে। বলাই বাহুল্য, তাঁর সময়ে প্রযুক্তির যে অবস্থা সে তুলনায় অ্যালান কে-র চিন্তাভাবনা অনেক অগ্রসর ছিল। কারণ তিনি যে ট্যাবলেটের কথা চিন্তা করেছিলেন সেটি বাস্তবে রূপ নিতে আরো প্রায় চার দশক লেগে যায়। তবে তা বলে এটা মনে করার কারণ নেই যে, কে-র ডায়নাবুক আর অ্যাপল-এর বিখ্যাত আইপ্যাডের মধ্যে আর কোনো ট্যাবলেট কম্পিউটার তৈরি হয়নি। এ ধরনের প্রাথমিক যুগের একটি ট্যাবলেট-এর নাম ছিল গ্রিডপ্যাড (GRiDPad)। ১৯৮৯ সালে তৈরি এই ট্যাবলেট-এ ছিল একটি মনোক্রমিক ক্যাপাসিটেন্স টাচ স্ক্রিন ও তারযুক্ত একটি স্টাইলাস। ট্যাবলেটটির ওজন ছিল আড়াই কেজির কিছু কম। আজকের ট্যাবলেটের সঙ্গে তুলনা করলে গ্রিডপ্যাডকে অনেক বড় এবং ভারি বলতেই হবে। এর ব্যাটারি আয়ু ছিল মাত্র ৩ ঘণ্টা। গ্রিডপ্যাড তৈরি করেন জেফ হকিন্স, যিনি পরে পাম' (চধষস) নামের প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। এরপর আরো কয়েকটি কলমভিত্তিক ট্যাবলেট পিসি বাজারে আসে, তবে কোনোটাই জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়নি। অ্যাপল প্রথম ট্যাবলেটের 'যুদ্ধক্ষেত্রে' অবতীর্ণ হয় নিউটন নামে একটি ট্যাবলেটের মাধ্যমে, যেটি ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সমপরিমাণ ভালবাসা এবং নিন্দা কুড়ায়। অবশ্য নিউটনের বেশির ভাগ সমালোচনাই হয় এটির হাতের লেখা চিনতে পারার (handwriting-recognition) প্রযুক্তিটিকে নিয়ে। আসলে ২০১০ সালে স্টিভ জবস বিশ্ববাসীর সামনে আইপ্যাডকে নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত ট্যাবলেট কম্পিউটারকে কেউ কনজিউমার প্রোডাক্ট হিসেবে উপযুক্ত মনে করেনি। আর আজ অ্যাপল, গুগল, মাইক্রোসফট এবং এইচপির মত প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রেতা চাহিদা নিয়ে গবেষণা করার পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের ট্যাবলেট ডিভাইস নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে। যদিও অ্যালান কে-র গবেষার পর সত্যি সত্যি মানুষের হাতে আসতে ট্যাবলেট কম্পিউটার অনেকদিন সময় নিয়েছে, এখন কিন্তু এ ক্ষেত্রটিতে অগ্রগতি প্রত্যাশার চাইতেও বেশি।

সারা বিশ্বে ট্যাবলেট পিসির ব্যবহার সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশে ট্যাবলেটের ব্যবহার এখনও ল্যাপটপের তুলনায় তেমন কিছু না হলেও উন্নত দেশগুলোতে এটির ব্যবহার অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। ২০১২-র মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনেট ব্যবহাকারীদের উপর চালানো এক জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৩১ জনের একটি করে ট্যাবলেট আছে এবং তারা সাধারণত ভিডিও ও নিউজ দেখার জন্য এটি ব্যবহার করে। ২০১২ সালের হিসাবে আরো দেখা যাপয়, সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ট্যাবলেট হচ্ছে অ্যাপল-এর আইপ্যাড, ২০১০-এর ৩ এপ্রিল রিলিজ হওয়ার পর থেকে ২০১২-র অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি আইপ্যাড বিক্রি করে অ্যাপল। এরপরই ছিল আমাজনের কিন্ডল, এটি বিক্রি হয় ৭০ লাখ, তারপর ছিল বার্নস অ্যান্ড নোবল-এর নুক, বিক্রির পরিমাণ ৫০ লাখ। যত সময় যাচ্ছে ট্যাবলেটের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ কেবল বেড়েই চলেছে। ব্যাপারটা এখন এ অবস্থাতে এসে দাঁড়িয়েছে যে, খ্যাতনামা গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইডিসি ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, ২০১৫ সাল নাগাদ পারসোনাল কম্পিউটারের জগতে ট্যাবলেটই হবে রাজা। আইডিসি জানাচ্ছে, এ বছর ট্যাবলেটের বিক্রি ৫৯ শতাংশ বেড়ে প্রায় ২৩ কোটিতে দাঁড়াবে, ২০১২ সালে যা ছিল সাড়ে ১৪ কোটির মত। আর এ বছর পারসোনাল কম্পিউটারের বিক্রি কমে যাবে ৭.৭ শতাংশ। ট্যাবলেটের বিক্রি বাড়ার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে গুগলের অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। আইডিসি জানাচ্ছে, প্রচলন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাবলেটের দামও কমে আসছে। ২০১৩ সালে ট্যাবলেটের দাম গড়ে আরো ১১ শতাংশ কমে এসে গড়ে ৩৮১ মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩০ হাজার টাকার মত দাঁড়াবে। এই দাম কমার পেছনে অ্যাপলের আইপ্যাড মিনির মত ছোট আকারের ট্যাবলেটের একটি শক্তিশালী ভূমিকা আছে। আইডিসি জানাচ্ছে, ২০১৭ সাল নাগাদ সারা বিশ্বে মাত্র সাড়ে ৩৩ কোটির মত পিসি বিক্রি হবে, অথচ ট্যাবলেট বিক্রির পরিমাণ দাঁড়াবে ৪১ কোটিতে। এ ব্যাপারে আইডিসির একজন বিশ্লেষক লরেন লাভার্ডে বলেন, 'অনেক ইউজারই এখন মনে করছেন, তারা দৈনন্দিন জীবনে যেসব কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করেন, যেমন ওয়েব ব্রাউজ করা, সামাজিক যোগাযোগ সাইটে ঢুঁ মারা, ইমেইল পাঠানো এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করা, এগুলোর জন্য খুব বেশি কম্পিউটিং শক্তি বা লোকাল স্টোরেজ ব্যবহার করার দরকার হয় না। আর এ কারণেই তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে সহজে অ্যাকসেস করা, ব্যাটারির দীর্ঘ আয়ু, সঙ্গে সঙ্গে চালু করার ক্ষমতা, ইনটুইটিভ টাচ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কারণে ট্যাবলেটের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

ভিরো নিয়ে শোরগোল

এতদিনে বুঝি ইনস্টাগ্রামের সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পাওয়া গেল। অ্যাপটির নাম ভিরো (Vero)। অ্যাপল-এর অ্যাপ স্টোর থেকে বর্তমানে ভিরো ডাউনলোডিংয়ের তালিকায় উপরের দিকে আছে। বিজ্ঞাপনমুক্ত এই অ্যাপটির সাহায্যে ব্যবহারকারী ছবি শেয়ার, লিংক অ্যাড করা ইত্যাদি ছাড়াও বই, মুভি ও টিভি শো বন্ধুদের কাছে সুপারিশ করতে পারেন। সম্প্রতি এটি অ্যাপলের ইউকে স্টোরের ডাউনলোড তালিকায় ৯৯ নম্বর থেকে এক লাফে এক নম্বরে উঠে এসে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ থেকে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন যে, ব্যবহারকারীরা প্রতিষ্ঠিত সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মগুলোর বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছেন। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, ব্যবহারকারীরা কেবল ভিরোকে নিখাদ প্রশংসাতেই ভাসাচ্ছেন। এরই মধ্যে কেউ কেউ এর কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কেউ কেউ আবার অ্যাপটিকে একেবারে নিখুঁত আখ্যা দিয়ে বলেছেন, বেশি ভালো ভালো নয়! ভিরো নিজেদেরকে এমন একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক হিসেবে দাবি করছে যেটি ব্যবহারকারীদের নিজেই নিজের পরিচয় অনুসন্ধানের সুযোগ দেয় (that lets you be yourself)। এটি লঞ্চ করা হয় ২০১৫ সালে, আর এর পেছনে আছেন প্রাক্তন লেবানিজ প্রধানমন্ত্রী রাফিক হারিরির ছেলে কোটিপতি ব্যবসায়ী আইমান হারিরি। সম্প্রতি সিএনবিসি-র সাথে এক সাক্ষাৎকারে আইমান হারিরি বলেছেন, তিনি অ্যাপটি চালু করেছিলেন টুইটার ও ফেসবুকের বিজ্ঞাপনে অতিষ্ঠ মানুষদের কথা মাথায় রেখে।

ডাক্তার খুঁজছে অ্যাপল

প্রতিদিন একটি আপেল ডাক্তারকে দূরে রাখতে পারে – এটিই হচ্ছে বহুলপ্রচলিত একটি প্রবাদ। কিন্তু টেক দুনিয়ায় এখন মনে হচ্ছে এই প্রবাদটির উল্টোযাত্রা শুরু হয়েছে। কারণ বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপল নাকি তার কর্মীদের জন্য ডাক্তার খুঁজতে শুরু করেছে! এ খবরটি এখনও খুব একটা চাউর হয়নি, তবে শোনা যাচ্ছে, কর্মীদের ভালো থাকা নিশ্চিত করার জন্য অ্যাপল AC Wellness ক্লিনিক স্থাপন করবে যা অ্যাপল-এর কর্মীদের জন্য মানসম্মত, মানবিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার কাজে নিয়োজিত থাকবে। এরই মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিয়োগ শুরু করেছে অ্যাপল, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাকিউট কেয়ার ফিজিশিয়ান, মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, নার্স প্র্যাকটিশনার ও নার্স কোঅর্ডিনেটর নিয়োগও। একই সাথে অ্যাপল হেলথ প্র্যাকটিশনারও খুঁজছে, যাঁরা আচরণগত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে অ্যাপলের কর্মীদের ভালো থাকা নিশ্চিত করবেন। এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু না জানালেও অ্যাপল এটি নিশ্চিত করেছে যে, তাদের AC Wellness ক্লিনিক এই বসন্তেই বাস্তবে রূপায়িত হবে। ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোতে অ্যাপল হেড কোয়ার্টার্সের নিকটেই নয়নাভিরাম, অত্যাধুনিক একটি সেন্টার স্থাপন করা হবে। এটুকুর বাইরে আর কোনো কথা অ্যাপল আপাতত জানায়নি। এ কাজে অ্যাপল একা নয়। বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছে। এদের মধ্যে আছে আমাজন, জেপিমরগান চেজ এবং ওয়ারেন বাফেটের বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে।

মার্কিনীদের মন জিততে হবে চীনাদের

চীনের সবচেয়ে বড় টেক কোম্পানিগুলোর একটি হচ্ছে জেডটিই। প্রতিষ্ঠানটির কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের প্রবেশ বাধাহীন করতে হলে মার্কিনীদের আস্থা অর্জনের বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে চীনাদের বাজার দখল ঠেকানোর জন্য নানা রকম বুদ্ধি বের করছে আমেরিকানরা। এর মধ্যে একদিকে যেমন আছে সরাসরি চীনা বিদ্বেষ, অন্যদিকে আছে চীনাদের অগ্রসর বিপণন কৌশলের সামনে ক্রমবর্ধমান মার্কিনী অসহায়ত্বও। এখন চীনের শীর্ষস্থানীয় স্মার্টফোন ও মোবাইল নেটওয়ার্ক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জেডটিই-এর প্রধান নির্বাহী লিক্সিন চেং বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষদের মনে স্থান করে নেয়াই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের সেরা পন্থা এবং চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেই চেষ্টাই করা উচিত। এর আগে এফবিআই, সিআইএ আর এনএসএ-র মত যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলো কংগ্রেসের সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে বিশেষ করে দুই চীনা কোম্পানি জেডটিই ও হুয়াওয়েই আমেরিকান নাগরিকদের সামনে নিরাপত্তা হুমকির সৃষ্টি করছে বলে মত দিয়েছেন। চেং বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে সিএনএন-এর ক্রিস্টি লু স্টাউট-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যেসব ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমরা সেগুলো সিরিয়াসভাবে নিয়েছি।' তিনি আরো জানান, 'প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা এসব ব্যাপারে আগে যেমনটা করেছি তেমনই খোলামনে কাজ করব এবং তাঁদের এসব উদ্বেগ দূর করার জন্য যতদূর সম্ভব স্বচ্ছতা বজায় রেখে উদ্যোগ নেব।'

হয়রানি ঠেকাতে ব্যর্থ সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলো?

অনলাইনে ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দেয়ার মত কাজগুলোকে ঠেকানোর কাজে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো ব্যর্থ বলে সম্প্রতি পরিচালিত একটি জরিপে মন্তব্য করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের চিলড্রেনস সোসাইটির এক জরিপে এই ব্যাপারটি উঠে এসেছে। এই জরিপের আওতায় ১০০০-এর বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কাছ থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয় যাদের বয়স ১১ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে অর্ধেকই জানিয়েছে, তারা অনলাইনে ভীতি প্রদর্শনের মত কাজের শিকার হয়েছে, যার মধ্যে আছে হুমকি দেয়া সোশ্যাল মিডিয়া মেসেজ, ইমেইল বা টেক্সট। এদের মধ্যে আবার দুই তৃতীয়াংশ জানিয়েছে, এসব ঘটনার কথা তারা তাদের বাবা মাকে জানায়নি। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৩ শতাংশ এ ব্যাপারে একমত যে, সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর উচিত এ ব্যাপারে আরো জোরালো পদক্ষেপ নেয়া। এই রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় যে, উত্তরদাতাদের সিংহভাগ মনে করে, অফলাইনে অন্যকে হুমকি দেয়া বা ভয় দেখানো লোকগুলোকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নানারকম শাস্তির মুখোমুখি হতে হলেও অনলাইনে যারা এসব করে তারা তেমন কোনো শাস্তির মুখোমুখি হয় না। জরিপে অংশগ্রহণকারী পনের বছর বয়সী এক মেয়ে যেমন বলেছে, 'সামাজিক যোগাযোগ কোম্পানিগুলোর উচিত এ সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগকে আরো সিরিয়াসলি নেয়া। কেউ কোনোকিছু রিপোর্ট করলে তারা এটি পর্যালোচনা করতেই অনেক সময় নিয়ে নেয়। তা না করে সাথে সাথে ঐসব লোককে তাদের সাইট থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত।'

বিএমডব্লিউ মিনি তৈরি হবে চীনে

গাড়ি তৈরির বিশ্বখ্যাত কোম্পানি বিএমডব্লিউ-র বিখ্যাত গাড়িগুলোর একটি ব্রিটিশ মিনি কার-এর

বিদ্যুৎচালিত গাড়ির একটি ভার্সন তৈরি হবে চীনে। বিএমডব্লিউ সম্প্রতি জানিয়েছে যে, তারা চীনের গ্রেট ওয়াল মোটর নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে জুটি বেঁধে এই গাড়িটি তৈরি করবে। চীন হচ্ছে বিএমড-ব্লিউ গাড়ির সবচেয়ে বড় মার্কেট। জার্মান কোম্পানি বিএমডব্লিউ গত বছর চীনে সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশি গাড়ি বিক্রি করেছিল। এই সংখ্যাটি আমেরিকা ও জার্মানিতে বিক্রি হওয়া বিএমডব্লিউ গাড়ির মোট সংখ্যারও বেশি। এই সাড়ে পাঁচ লাখ গাড়ির অর্ধেকই ছিল মিনি গাড়ি। এছাড়াও বিদ্যুৎচালিত গাড়িরও বিশাল একটি বাজার হবার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে চীন। চীনে বিএমডব্লিউ গাড়ির প্ল্যান্ট তৈরির বিষয়ে এক বিবৃতিতে কোম্পানিটি বলেছে, উৎপাদন ব্যবস্থা সবসময়ই বাজারকে অনুসরণ করে। চীনে এই গাড়ি নির্মাণ করার মাধ্যমে আমরা আসলে মিনি ব্র্যান্ডের বিদ্যুৎচালিত ভার্সনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেই স্বীকৃতি দিয়ে রাখছি। তবে চীনে কখন এই গাড়ির উৎপাদন শুরু হবে সে বিষয়ে বিএমড-ব্লিউ এখনও বিস্তারিত কিছু জানায়নি। গত বছর কোম্পানিটি জানিয়েছিল, তারা ২০১৯ সালে ইলেকট্রিক মিনি তৈরি করতে শুরু করবে, এবং এটি করা হবে যুক্তরাজ্যে তাদের ফ্যাক্টরিতে। তবে সেখানে খুব বেশি গাড়ি তৈরি হবে বলে বিশ্লেষকরা মনে করে না। এখন চীনে মিনি তৈরির প্ল্যান্ট নির্মাণের খবর জানাজানি হওয়ার পর যুক্তরাজ্যের মিনি গাড়ির প্ল্যান্ট ও এর কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে ওবামার আশঙ্কা

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক সাক্ষাৎকারে সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটের সম্ভাব্য বিপদাপদ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছিল গত সেপ্টেম্বরে, কানাডার টরন্টোতে – তবে সম্প্রচারিত হয়েছে অতিসম্প্রতি, বিবিসি রেডিও ফোর-এর 'টুডে' শোতে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রিন্স হ্যারি। ইন্টারনেট সম্বন্ধে ওবামার ভাষ্য, 'ইন্টারনেটের একটি বিপদ হচ্ছে, এটি মানুষের মনে ভিন্ন বাস্তবতার অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। তারা এমন তথ্যের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়তে পারে যেটি তাদের পক্ষপাতিত্বগুলোকে আরো প্রকট করে তুলবে।' তিনি আর যা বলেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে: এখন আমাদের সামনে বড় কাজ হচ্ছে প্রযুক্তিকে এমনভাবে নিজেদের কাজে লাগানো যাতে বহু কণ্ঠস্বর ও বহু দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটে, কিন্তু তা যেন আমাদের সমাজটিকে শত খণ্ডে বিভক্ত না করে, বরং আমরা যেন পরস্পরের সঙ্গে ঐক্যের অভিন্ন ক্ষেত্র খুঁজে পাই তাতে সাহায্য করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের শক্তিশালী দিককে কীভাবে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা যাবে তার পথ অনুসন্ধানের তাগিদ দিয়েছেন তিনি। এসব মাধ্যমকে তিনি অভিহিত করেছেন 'সম আগ্রহবিশিষ্ট মানুষদের পরস্পরকে জানার ও সংযুক্ত হবার শক্তিশালী হাতিয়ার' হিসেবে। তবে এখানেই থেমে না থেকে মানুষ যেন আরো এক ধাপ এগিয়ে অনলাইন দুনিয়ার পাশাপাশি 'পাবলিক স্পেসে'ও পরস্পর মিলিত হয় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়াকে আরো শক্ত করে তার ওপরও জোর দিয়েছেন ওবামা।

প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন ইমোজি চায় অ্যাপল

ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের কাছে পাঠানো এক প্রস্তাবে অ্যাপল প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য তেরোটি নতুন ইমোজি চালুর প্রস্তাব দিয়েছে। উল্লেখ্য, ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম হচ্ছে একটি অলাভজনক সংস্থা যেটি ইমোজি-র গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে। প্রস্তাবিত ইমোজিগুলোর মধ্যে আছে হিয়ারিং এইড সংযুক্ত একটি কান, হুইলচেয়ারে বসা একজন মানুষ, একটি কৃত্রিম বাহু, একটি সার্ভিস ডগ, ছড়ি হাতে একজন মানুষ ইত্যাদি। প্রস্তাবে অ্যাপল বলেছে, 'বর্তমানে প্রচলিত ইমোজিগুলোতে নানা ধরনের অপশন রয়েছে, তবে প্রতিবন্ধিত্বের শিকার মানুষগুলোর অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার জন্য কোনো ইমোজি নেই। আমরা যদি এসব অপশনে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে পারি তাহলে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিজ্ঞতা প্রদান করা সম্ভব হবে।' অ্যাপল জানিয়েছে, তারা এমন সব বিকল্প নির্বাচন করেছে যেগুলো অন্ধ ও কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, কানে শোনেন না এমন মানুষ, শারীরিক নড়াচড়া বা চলাচলে সমস্যাসম্পন্ন এবং লুকানো প্রতিবন্ধিত্বের শিকার মানুষদের সাহায্য করবে। অবশ্য একইসঙ্গে অ্যাপল এও জানিয়েছে যে, তাদের এই উদ্যোগ স্রেফ একটি সূচনাবিন্দু, সম্ভাব্য যত রকমের প্রতিবন্ধিত্ব থাকতে পারে তার সবগুলো যে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা তারা দাবি করছে না। তারা আরো জানিয়েছে, এসব ইমোজি প্রস্তাব করার আগে তারা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করেছে, যাদের মধ্যে আছে আমেরিকান কাউন্সিল ফর দ্য ব্লাইন্ড, সেরেব্রাল প্যালসি ফাউন্ডেশন এবং ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব দ্য ডেফ।

বৈচিত্র্য আনতে হবে স্ট্রিমিং সেবায়

অ্যাপল মিউজিক-এর নির্বাহী জিমি আয়োভাইন মনে করেন অনলাইন স্ট্রিমিং সার্ভিসগুলো প্রকৃতিগতভাবে খুবই কাছাকাছি এবং টিকে থাকতে হলে এগুলোর আরো অনেক বেশি বৈচিত্র্য আনতে হবে। তিনি বিবিসিকে বলেন, 'স্ট্রিমিং সার্ভিসগুলো সবাই ৯.৯৯ ডলার করে মাসিক চার্জ নিচ্ছে এবং সবগুলোর মিউজিকও একই ধরনের। এটা যে খুব খারাপ একটা জিনিস তা নয়। আপনার যখন যে গান সেটিই শুনতে পাচ্ছেন, পাচ্ছেন নিজের পছন্দমত প্লেলিস্ট। কিন্তু আমার মনে হয় শিল্পী ও শ্রোতাদের মধ্যে আরো বেশি মিথস্ক্রিয়া হওয়া দরকার। আজ হোক কাল হোক, এটা নিয়ে কাউকে না কাউকে কিছু একটা করতে হবে।' এ কথার মাধ্যমে তিনি হয়ত এ ইঙ্গিতই দিলেন যে, অ্যাপল মিউজিক আরো বেশি অরিজিনাল কনটেন্ট প্রদানের উদ্যোগ নিতে চায়। তিনি আরও বলেন, 'নেটফ্লিক্স অরিজিনাল কনটেন্ট-এর ওপর বছরে ৬০০ কোটি ডলার খরচ করছে। তাদের ক্যাটালগটি বেশ ইউনিক এবং তারা ১০.৯৯ ডলার চার্জ করে।' তবে স্ট্রিমিং সাইটগু-লাতে লেবেলগুলো চায় যে, শ্রোতারা একই ধরনের মিউজিকই উপভোগ করুন। এ কারণে জিমি আয়োভাইন মনে করেন যে, কারও না কারও এ ব্যাপারে ইতিবাচক উদ্যোগ নেয়ার সময় এসেছে। এক্সক্লুসিভ মিউজিক নিয়ে অ্যাপল মিউজিকের কিছু সফলতা আছে। ড্রেইক-এর ভিউ ও ফ্রাঙ্ক ওশানস-এর ব্লন্ড এই সফলতার মধ্যে অন্যতম। তবে সম্প্রতি এ কৌশর থেকে সরে এসেছে তারা, এবং আরও বেশি করে ফিল্মড কনটেন্ট-এর দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

The Perfect Guide To Compress Video Online

Alvi Ahmed (Staff writer)

Video files are quite huge, consuming a lot of space in your device. Compressing the video files reduces a lot of space as the file size becomes smaller while retaining the quality. UniConverter is an excellent video compressor, and before you know how to compress video online with that, take a look at the reasons.

Less Storage Space

Video files are popular content forms that you often receive and are quite huge in size. If the file size is not reduced, your device will not have enough space to keep all of them. Initially, it might not be challenging to store the files if you have only one or two, but with time, when the storage decreases, you will no longer be able to store more video files. In this aspect, if you compress it, the space that the video file consumes would be less. As a result, a user has the freedom to store more files on their device.

Easy To Transfer

Not only does a compressed file consume less space, but also you can transfer it quickly and easily. Moreover, the internet bandwidth required to transfer the video is also less, a significant aspect for users with limited bandwidth. Simultaneously, you also have many other ways to transfer a file after you compress it.

Quicker Writing and Reading Files

The best way to understand this would be with an example, start loading an uncompressed video file and a compressed file. You will notice that the compressed file gets uploaded in a few minutes, while the uncompressed file consumes a lot of time. The same thing applies to write media files. Slower reading and writing speed can frustrate you at some point in time. If you wish to avoid it, compressing a video file is a better alternative you can go with.

Gmail File Storage Limits

If you are a Gmail user, you will know that more than 25 MB files cannot be transferred through Gmail. In this aspect, it becomes challenging for users to transfer a video file, which is more than that. Well, if the video file gets compressed, a Gmail user can send the file easily. It is also easier for Google drive to transfer the video within less time.

Reduces Your Expenses

How can a compressed file reduce your expenses? Well, if you compress a file, less bandwidth is required to transfer it. Along with that, it does not consume more space, which is why you do not need to keep an extra hard disk with you. All such aspects reduce your expenses and are a valid reason you should think of compressing a video file.

Google Drive

When it comes to facilities offered by Google drive, you get 15 GB data storage for free.

Continues on p.25

Photography Beyond Borders: How Amir Hamja Overcame Challenges and Found Success

Montasir Mahdi (Staff writer)

Amir Hamza with Brendan Fraser

In the vibrant streets of Chattogram, Bangladesh, where the rhythms of life intertwine with the colors of culture, a young man's journey began. Born in 1992, Amir Hamja's evolution from a pharmacy student at the University of Science and Technology, Chattogram, to a globally recognized photographer is a saga of perseverance, courage, and unwavering dedication. Embedded within Hamja's narrative are invaluable lessons and insights, serving as guiding beacons for aspiring photographers. Throughout this article, we'll delve into the key principles that defined Hamja's path to success, offering actionable tips to inspire and empower those navigating their own creative journeys.

Tip 1: Embrace Continuous Learning

Hamja's foray into photography began in 2012, spurred by his fascination with cinematography sparked by Korean and Iranian films. Despite the absence of formal photography education, he delved into online resources, devoured photography books, and engaged in street photography to hone his skills. His commitment to learning led to notable achievements, including winning in the 2017 Sony World Photography Award.

Tip 2: Navigate Challenges with Tenacity

Amir Hamja's journey is not one without its share of obstacles. From visa rejections to financial constraints, he encountered numerous roadblocks along the path to realizing his dreams. However, what sets Hamja apart is his unwavering tenacity in the face of adversity.

One of the most significant challenges Hamja encountered was being denied a visit visa to the UK for the Sony Awards ceremony. Despite the setback, he remained undeterred, channeling his disappointment into renewed determination. His unwavering belief in himself and his craft propelled him forward, eventually leading to opportunities that surpassed his wildest dreams.

Hamja's journey serves as a powerful reminder that success is not achieved without facing adversity. It is the ability to navigate challenges with resilience and tenacity that ultimately determines one's trajectory. By embracing setbacks as opportunities for growth and remaining steadfast in the pursuit of their goals, aspiring photographers can follow in Hamja's footsteps and overcome any obstacle on the path to success.

Tip 3: Seize Opportunities with Courage

Amir Hamja's career exemplifies the importance of recognizing and seizing opportunities, even in unexpected places. Despite initially pursuing a degree in pharmacy, Hamja's passion for photography never waned. It was a chance encounter with filmmaker Piplu Khan that marked a turning point in his journey. Khan, impressed by Hamja's work at the Shakrain Festival in Old Dhaka, offered him a position on a documentary project about BRAC founder Fazle Hasan Abed. This opportunity not only validated Hamja's talent but also propelled him into the world of professional photography.

Throughout his career, Hamja has demonstrated a keen eye for reco

-gnizing potential avenues for growth and advancement. Whether it was collaborating on biographical films or capturing the essence of major events like the George Floyd protests in New York City, he has consistently sought out opportunities to hone his craft and expand his repertoire. His ability to adapt to new challenges and environments has been a hallmark of his success. Despite facing setbacks such as visa rejections and financial hurdles, Hamja remained undeterred in his pursuit of his passion. His resilience and determination ultimately paid off when he secured a scholarship to the International Center of -Photography in New York, furthering his education and broadening his professional network.

Tip 4: Cultivate Professional Relationships

One pivotal moment in Hamja's career was when his photography during the George Floyd protests caught the attention of The New York Times. This recognition led to his appointment as an official photographer for the esteemed publication, marking a significant milestone in his professional journey. His coverage of events like the 96th Academy Awards showcases his ability to thrive in high-pressure environments. By nurturing connections and engagin -g with colleagues, Hamja secured prestigious opportunities and solidified his presence in the industry. His story highlights the importance of networking and building a supportive community to advance one's career in photography.

From Chattogram to The New York Times, his story inspires aspiring photographers worldwide. Hamja's story is a testament to the boundless possibilities that await those who dare to dream and persist in the face of challenges.

After that, you need to pay an amount if you wish to increase the limits. But compressing the file will allow you to store more files within this limit. As a result, you do not need to spend an extra amount to increase the storage limit.

The Process

Well, now that you know the reasons why you need to compress a video file, here is a process to be followed to compress a file. The process is specifically with concern to a versatile video compressor, Wondershare UniConverter.

1. Download the Application

First, a user needs to download the application and switch to the video compressor tab. Select on the "+" icon and add the video file that you wish to compress.

2. Open the Video Setting Tab

Go to the bottom of the page; press on the drop-down icon. After that, select "output format" and specify the parameters, like resolution, output format, etc. Here you can also choose the file format if you wish to change it or skip the step.

3. Compress the Video File

After all such aspects are done, proceed to the progress bar, and click on the preview button. All the parameters that you have changed are visible here. If you wish to change anything even after that, you can do it or click on the "compress" button.

4. Save the File

Once the process is done, you can either keep the file saved in Dropbox and use it afterward, or get it saved in the device by specifying the location. The process is simple, and by following the three steps, you can compress the file in some time.

It's Time To Compress the Video Files!

Well, if you need to download and store any video files in your device frequently, compressing the file is an excellent way. With that, you have the freedom to store more files in your system. Compressing files enhances the system's efficiency, and working with the files on the web becomes easier. Therefore, if you are looking for a top-class video compressor, UniConverter would be a good choice.

How to Increase Web Browser Security

Kat Aoki (Syndicated)

Working From Home

Unless you've taken the time to configure your browser's privacy, there's a good chance your browser isn't as secure as you'd like it. From location tracking to nosy cookies to pop-ups — web browsers are shot through with loopholes that can compromise your security in unintended ways. If you've been thinking about fortifying your web browser's security, now is a good time. Here's how to do it.

Choose a Secure a Web Browser

The vast majority of web surfers can be found on Chrome, Safari, Firefox, or Edge. But that doesn't mean you're limited to these choices. There are heaps of secure browser alternatives, including Iridium browser, GNU IceCat browser, Tor browser, and more. But no matter which browser you use, remember that there's no such thing as a 100% secure web browser on its own. Luckily, you can increase security on any browser by locking down the settings and using a VPN (more on that below).

If you want stronger security and privacy on the web, consider getting a VPN. A VPN uses encryption and IP masking to hide your private data and activities on the web.

Lock Down Your Browser's

Have you checked your browser's settings lately? Configuring your privacy settings is one of the most important things you can do to secure your web browser. By default, many browser settings leave your personal data exposed. At a minimum, you should:

1. **Disable pop-ups and redirections.** In addition to being annoying, pop-ups and redirects can be used to spread malicious software.

2. **Don't allow automatic downloads**. Automatic downloads can contain malware and viruses. Ask to be prompted before downloading anything.

3. **Keep cookies in check.** Delete cookies after browsing and turn off third-party access to cookies.

4. **Restrict access to your location, camera, and microphone**. Set your browser to ask permission before accessing these features.

5. **Deactivate ActiveX. Active** X is considered outdated and poses security risks. Consider deactivating Flash and Javascript as well.

6. **Turn on "Send a Do Not Track request**." This will help prevent websites from tracking you, but it's not guaranteed.

Here's where to find your privacy settings on Chrome, Firefox, Edge, and Safari:

• **Chrome privacy settings:** Click the "more" ellipsis (three vertical dots) in the top right corner of the browser. Click Settings, then scroll down the page and click Advanced to access your privacy settings.

• Firefox privacy settings. Click the hamburger menu (looks like three vertical lines) in the top right corner of the browser. Select Preferences, then click Privacy & Security.

• **Microsoft Edge:** Click the three dots (ellipses) in the upper left-hand corner of the browser. Go to Privacy and Security.

• **Safari Privacy Settings:** Go to Safari > Preferences in the top corner of the browser. Click the Privacy tab to view and update

Continues on p.28

Why Does Website Hosting Matter for Your Website?

Website hosting allows your site to be on the internet. You can have the best-looking website out there, but without a host, all you have is a bunch of files with nowhere to go.

When you pay a hosting provider to host your site, you're paying for space on a server.

The amount of space and the cost can vary depending on what you choose.

There are a lot—and I mean A LOT—of hosting providers out there. What you choose really depends on what you need for your business.

What I mean by this is different providers have different options you can choose from to host your website. If you're a larger e-commerce site selling football jerseys internationally, you're going to need much more space and control over your website than a smaller site that makes custom sports attire for local teams.

So choosing the right type of web hosting for your business is really important to your web presence.

What are the different types of web hosting?

I'm going to talk about four different types of website hosting.

The first option is a website builder.

You've probably heard of these. Website builders like Wix, Squarespace, or WordPress are popular options among small businesses and bloggers. With a website builder, you can also directly edit your site without any specific code, so it's a great tool for a beginner.

The second type of website hosting is shared hosting.

Shared hosting means you share a server with other websites. So if you don't get a ton of web traffic, this option might work for you. The downside is if one website crashes the server, you're stuck dealing with that. Even if you didn't break it. If other sites on the same server get a lot of traffic, or even if your site gets a lot of traffic, it'll also slow down your site. There are other options if you don't think this is what your business needs.

Okay, option three: a virtual private server.

Just like a shared host, you share a virtual private server, or VPS, with other websites.

However, the server is separated into different virtual servers for each site. So although you share the same physical location with other sites, each has its own little compartment.

Think of it like a dresser for your clothing. You have the dresser that contains the different drawers, and inside each drawer are your shirts, socks, pants, and whatever else you have in there. Each type of clothing, a.k.a. each website, is separated in a different compartment, but everything is contained in the same storage unit. A VPS allocates a set

amount of space for each site, so if one site on the server is getting a lot of traffic, it won't negatively affect how your site runs. Kind of like if you have a lot of shirts, and your shirt drawer gets stuck, you can still access your socks.

And now to option four, the most expensive option. A dedicated server.

A dedicated server is all yours.

You're not sharing any space with other sites. The server is entirely dedicated to you.

Plus, you have total access to the server.

If your website gets over 100,000 visitors a month, you might want to look into a dedicated server. But if you run a small business on a budget and your website gets less than 100,000 visitors in a month, this probably isn't the right server type for you.

Choosing the right type of web hosting for your business can be a tough choice, but it can also help to look into the services each web host offers.

Why is choosing the right web hosting provider so important?

Making the wrong choice for your business's website can harm your business in the long-run.

Going with the cheapest option may work for your wallet right now, but it can lead to a slower site and, ultimately, fewer visitors.

And there are high expectations when it comes to site speed. In fact, a lot of people will leave your site if it takes over three seconds to load.

If you see that people are bouncing from your site, it's a signal that you're giving them a bad user experience, or you don't have what they're looking for.

Even if you have all the answers on your site, it won't matter if it doesn't load.

This will definitely hurt your position in the search engine rankings. The further from the top of the search results you are, the less traffic you'll get.

So do your research and know your business needs before paying for web hosting services.

If you're looking for expert help maintaining your website, don't hesitate to reach out to our team at WebFX. We'd be happy to work with you on all of your web design and hosting needs so you can start driving results for your clients.

And as always, subscribe to our YouTube channel and read our blog for expert internet marketing knowledge.

your privacy settings.

Take the time to get familiar with your browser's specific privacy settings and research additional security tips for your browser type online. You will likely discover many loopholes you didn't know existed.

Keep Your Web Browser Up-to-Date

Even the most secure web browser can't protect you from the latest threats if it's out-of-date. Every browser is a little different when it comes to software updates. Here's how updates are handled in Chrome, Firefox, IE, and Safari:

• Google Chrome: Any new updates will trigger automatically whenever you close the browser. To check if Chrome is up-to-date, go to Chrome > About Google Chrome in the top left corner of the browser.

• Firefox: Firefox lets you turn on or off automatic updates under Firefox > Preferences. To check your Firefox version, go to Firefox > About Firefox in the top left corner of the browser.

• Microsoft Edge: IE updates are distributed through Automatic Updates. To check your version, open Edge, click the ellipses (3 dots) in the upper right-hand corner, then select About Edge.

• Apple Safari: To check your Safari version, click Safari > About Safari in the top left corner of the browser. You can also configure Safari extensions to automatically update.

Browse In Private or Incognito Mode

While browsing in private mode won't give you full privacy — your IP address and activities can still be tracked — using private mode prevents your web history, browser cache, form data, and cookies from being stored after you quit the browser. This means that whoever opens the browser app after you can't see your browsing history.

Tips for Optimizing Your Website's Speed

Raphael Caixeta (Syndicated)

Web page speed and performance is very important to the user experience. If your site is too slow, you'll not only be losing visitors, but also potential customers. Search engines like Google factor a website's speed into account in search rankings, so when optimizing your site's speed, you should take everything into consideration. Every millisecond counts.

Here are just a few general website optimization tips for improving a site's performance and speed.

1. **Defer Loading Content When Possible**

Ajax allows us to build web pages that can be asynchronously updated at any time. This means that instead of reloading an entire page when a user performs an action, we can simply update parts of that page.

We can use an image gallery as an example. Image files are big and heavy; they can slow down page-loading speeds of web pages. Instead of loading all of the images when a user first visits the web page, we can just display thumbnails of the images and then when the user clicks on them, we can asynchronously request the full-size images from the server and update the page. This way, if a user only wants to see a few pictures, they don't have to suffer waiting for all of the pictures to download. This development pattern is called lazy loading.

Ajax/web development libraries like jQuery, Prototype, and MooTools can make deferred content-loading easier to implement.

2. Use External JS and CSS Files

When the user first loads your web page, the browser will cache external resources like CSS and JavaScript files. Thus, instead of inline JavaScript and CSS files, it's best to place them in external files.

Using inline CSS also increases the rendering time of a web page; having everything defined in your main CSS file lets the browser do less work when rendering the page, since it already knows all the style rules that it needs to apply.

As a bonus, using external JavaScript and CSS files makes site maintenance easier because you only need to maintain global files instead of code scattered in multiple web pages.

3. Use Caching Systems

If you find that your site is connecting to your database in order to create the same content, it's time to start using a caching system. By having a caching system in place, your site will only have to create the content once instead of creating the content every time the page is visited by your users. Don't worry, caching systems periodically refresh their caches depending on how you set it up — so even constantly-changing web pages (like a blog post with comments) can be cached. Popular content management systems like WordPress and Drupal will have static caching features that convert dynamically generated pages to static HTML files to reduce unnecessary server processing. For WordPress, check out WP Super Cache (one of the six critical WordPress plugins that Six Revisions has installed). Drupal has a page-caching feature in the core.

4. Avoid Resizing Images in HTML

If an image is originally 1280x900px in dimension, but you need to have it be 400x280px, you should resize and resave the image using an image editor like Photoshop instead of using HTML's width and height attributes (i.e.). This is because, naturally, a large image will always be bigger in file size than a smaller image.

Instead of resizing an image using HTML, resize it using an image editor like Photoshop and then save it as a new file.

5. Stop Using Images to Display Text

Not only does text in an image become inaccessible to screen-readers and completely useless for SEO, but using images to display text also increases the load times of your web pages because more images mean a heavier web page.

If you need to use a lot of custom fonts in your website, learn about CSS @font-face to display text with custom fonts more efficiently. It goes without saying that you have to determine whether serving font files would be more optimal than serving images.

6. Optimize Image Sizes by Using the Correct File Format

By picking the right image format, you can optimize file sizes without losing image quality. For example, unless you need the image transparency (alpha layers) that the PNG format has to offer, the JPG format often displays photographic images at smaller file sizes. Additionally, there are many tools you can use to further reduce the file weights of your images. Check out this list of tools for optimizing your images.

অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে প্রথমবারের মতো ম্যাগনেটিক চার্জিং প্রযুক্তি আনল ইনফিনিক্স

শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্র্যান্ড ইনফিনিক্স তাদের নতুন স্মার্টফোন লাইনআপে যুক্ত করেছে যুগান্তকারী নতুন ফিচার 'ম্যাগচার্জ'। সম্প্রতি মালয়েশিয়ার এফ-ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে অনুষ্ঠিত এক বৈশ্বিক আয়োজনে নতুন নোট ৪০ সিরিজ লঞ্চ করে ব্র্যান্ডটি। সেই আয়োজনেই অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ম্যাগনেটিক চার্জিং ফিচারের যাত্রা শুরুর কথা জানায় ইনফিনিক্স। ম্যাগচার্জ-এর মতো চার্জিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন বাজারে এই প্রথম। ফলে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসবে এই চার্জিং প্রযুক্তি। ম্যাগনেটিক চার্জিংয়ের সুবিধাজনক ব্যবহার নিশ্চিত করতে নোট ৪০ সিরিজের সাথে আছে ইনফিনিক্সের ম্যাগকিট। এই কিটে ফোনের ব্যাককাভার হিসেবে দেওয়া হয়েছে ম্যাগকেস। সাথে আরও আছে ম্যাগনেটিক চার্জিং প্যাড ম্যাগপ্যাড এবং ম্যাগনেটিক পাওয়ার ব্যাংক ম্যাগপাওয়ার।

ইনফিনিক্সের নতুন নোট ৪০ সিরিজের নোট ৪০, নোট ৪০ প্রো, নোট ৪০ প্রো ৫জি এবং অত্যাধুনিক নোট ৪০ প্রো+ ৫জি স্মার্টফোনগুলোতে পাওয়া যাবে এই ম্যাগচার্জ ফিচারটি। এবারের এই সিরিজটিতে দেওয়া হয়েছে ইনফিনিক্সের অল-রাউন্ড ফাস্টচার্জ ২.০ প্রযুক্তি, ১০০ ওয়াট পর্যন্ত মাল্টি-স্পিড ফাস্টচার্জ, এবং ২০ ওয়াটের ওয়্যারলেস ম্যাগচার্জ। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের চার্জিং মোড ব্যবহার করতে একটি কাস্টম চিপ দেওয়া হয়েছে এই সিরিজের ফোনগুলোতে।

উন্নত ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতার জন্য নোট ৪০ সিরিজে আছে ১২০ হার্জের প্রাণবন্ত থ্রিডি-কার্ভড অ্যামোলেড ডিসপে। প্রধান ক্যামেরা হিসেবে সিরিজটিতে আছে ওআইএস সাপোর্টসহ শক্তিশালী ১০৮ মেগাপিক্সেলের সুপার-জুম ক্যামেরা সিস্টেম। এছাড়াও ফোনের পেছনের অংশ থেকে বিশেষ ধরনের লাইটিংয়ের জন্য এতে যুক্ত করা হয়েছে অ্যাকটিভ হ্যালো লাইটিংয়ের মতো এআই প্রযুক্তি।

ইনফিনিক্সের নতুন এই স্মার্টফোন সিরিজ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রোডাক্ট ডিরেক্টর উইকি নিইয়ে বলেন, "ইনফিনিক্স নোট ৪০ সিরিজ বাজারে আনার মাধ্যমে চার্জিং প্রযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। চার্জিংয়ের অভিজ্ঞতাকেই বদলে দেবে এই সিরিজ। এছাড়াও, আমাদের নিজস্ব চিপ চিতা এক্স১ এর মাধ্যমে নতুন যুগে প্রবেশ করেছে অলরাউন্ড ফাস্টচার্জ। এখন এতে আছে মাল্টি-স্পিড চার্জিং এবং এক্সট্রিম টেম্পারেচার চার্জিংয়ের মতো ফিচার।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের উদ্ভাবনী ম্যাগচার্জ অ্যাক্সেসরি কিট ফোন ব্যবহারকারীদের দেবে নিরবচ্ছিন্ন চার্জিং ইকোসিস্টেম। এসব অগ্রগতির ফলে ব্যবহারকারীরা সারাদিন, যেকোনো পরিস্থিতি ও আবহাওয়ায় পাওয়ারড-আপ থাকতে পারবেন।"

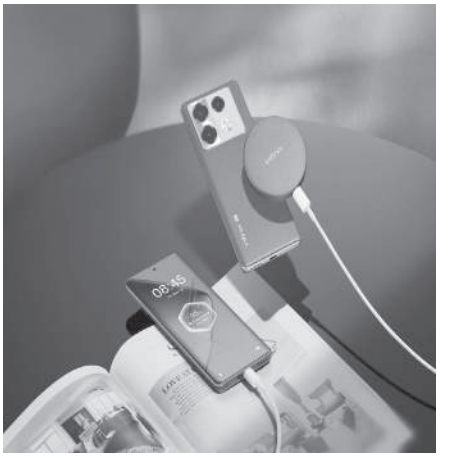

গত বছর অল-রাউন্ড ফাস্টচার্জ প্রযুক্তিসহ নোট ৩০ সিরিজ বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে আসে ইনফিনিক্স। এই সিরিজটিতে আছে ৬৮ ওয়াটের ওয়্যারড চার্জিং এং ১৫ ওয়াটের ওয়্যারলেস চার্জিং প্রযুক্তি। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মাদারবোর্ডে সরাসরি চার্জ নেওয়ার জন্য এতে আছে বাইপাস চার্জিং এবং আইফোন সেভার হিসেবে পরিচিত ওয়্যারলেস রিভার্স চার্জিং প্রযুক্তি। চার্জিং, লুক ও পারফরম্যান্সে অভূতপূর্ব আপডেট নিয়ে এখন বাংলাদেশের বাজারে আসার অপেক্ষায় আছে নোট ৪০ সিরিজ। নতুন এই নোট সিরিজের জন্য শুরু হয়ে গেছে প্রি-বুকিংও।

দেশের বাজারে আইটেল পি৫৫
বাজারে নতুন স্মার্টফোন আইটেল পি৫৫

গ্লোবাল শীর্ষস্থানীয় স্মার্ট লাইফ ব্র্যান্ড আইটেল বাংলাদেশের বাজারে উন্মোচন করলো তাদের নতুন আরও একটি স্মার্টফোন আইটেল পি৫৫। ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা বদলে দিতে নতুন আইটেল পি৫৫ এর ইনোভেটিভ ফিচার এবং ডিজাইন স্মার্টফোনপ্রেমিদের সন্তুষ্টি আরও বাড়িয়ে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। আইটেল পি৫৫ স্মার্টফোনে ৯০ হার্জ রিফ্রেশ রেটের ৬.৬ ইঞ্চি পাঞ্চ-হোল ডিসপ্লে আছে, পাশাপাশি নোটিফিকেশন দেখানোর জন্য ডায়নামিক বার সাপোর্ট রয়েছে যা অন্য রকম অভিজ্ঞতা দেবে। আইটেল পি৫৫ স্মার্টফোন এসেছে দুইটি আলাদা ভ্যারিরেন্টে: *২৪জিবি (৮জিবি+১৬জিবি এক্সটেন্ডেড র‍্যাম) এবং *১২জিবি (৪জিবি+৮জিবি এক্সটেন্ডেড র‍্যাম), উভয় ভ্যারিয়েন্টের সাথেই রয়েছে ম্যাসিভ ১২৮জিবি স্টোরেজ (রম)। যেখানে পছন্দের অ্যাপ, গেমস, ছবি এবং ভিডিও রাখার জন্য পর্যাপ্ত স্পেস রয়েছে। বিগ র‍্যাম এবং মেমরি থাকার জন্য গেম খেলা থেকে মাল্টিটাস্কিং সবক্ষেত্রেই আইটেল পি৫৫ স্মার্টফোনটি নিশ্চিত করবে ভালো পারফরম্যান্স।

শক্তিশালী টাইগার৬০৬ অক্টো-কোর প্রসেসর ও লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েড ১৩ অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে এই নতুন স্মার্টফোনে। এছাড়া গেমার এবং যারা খুব বেশি স্মার্টফোন ব্যবহার করে তাদের জন্য, আইটেল পি৫৫ এনেছে আই-বুস্ট, এটি একটি শক্তিশালী গেম বুস্টার ফিচার যা গেমিং পারফরম্যান্স স্মুথ গেমপ্লে এবং গেমিং করার সময় কম ল্যাগ নিশ্চিত করবে। আইটেল পি৫৫ স্মার্টফোনটিতে রয়েছে ৫০ এমপি ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। ব্যবহারকারীরা যা দিয়ে স্পষ্ট, হাই-রেজুলেশনের ছবি তুলতে পারবে পাশাপাশি কম আলোতেও ক্লিয়ার এবং উজ্জ্বল ছবি তুলতে পারবে। সামনে থাকা ৮ এমপি ক্যামরায় ভালো সেলফি, ভিডিও কল নিশ্চিত করবে। আইটেল পি৫৫ স্মার্টফোন রয়েছে ১৮ ওয়াট ফাস্ট চার্জার ও ৫০০০ এমএএইচের কম্বিনেশন যা একই সাথে লম্বা সময় ব্যাকআপ এবং দ্রুত চার্জ নিশ্চিত করবে। আইটেল পি৫৫ এখন বাংলাদেশের সকল আইটেল ব্র্যান্ড আউটলেট এবং রিটেইল স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১১ হাজার ৯৯০ টাকায় (ভ্যাট প্রযোজ্য)। আরও তথ্য জানতে ভিজিট করুন: https://cutt.ly/itelP55

অপো ফাইন্ড এক্স৭ আল্ট্রা স্মার্টফোন পেয়েছে ডিএক্সওমার্ক 'গোল্ড ক্যামেরা অ্যাওয়ার্ড'

স্মার্টফোনের ক্যামেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে আলটিমেট ক্যামেরা ফোন হিসেবে পরিচিত অপো ফাইন্ড এক্স৭ আল্ট্রা। এর স্বীকৃতি হিসেবে ফোনটিকে 'গোল্ড ক্যামেরা অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেছে ফ্রান্সের প্যারিসভিত্তিক কমার্শিয়াল ওয়েবসাইট ডিএক্সওমার্ক।

অপো'র শক্তিশালী হাইপারটোন ক্যামেরা সিস্টেম, অত্যাধুনিক কম্পিউটেশনাল ফটোগ্রাফি এবং প্রো-গ্রেড হ্যাসেলবাড টিউনিংয়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ক্যামেরা হার্ডওয়্যারে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সমন্বয়ে, ফাইন্ড এক্স৭ আল্ট্রা পেয়েছে ১৫৭ ক্যামেরা স্কোর, যা ডিভাইসটির ক্যামেরাকে দিয়েছে সেরার স্বীকৃতি। এটি বোকেহ এর জন্য রেকর্ড করার মতো সাব-স্কোর পেয়েছে। একইসঙ্গে, যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভিডিও সাব-স্কোর পেয়ে একটি অনন্য রেকর্ড গড়েছে।

সব পরিস্থিতিতে দেয় অসাধারণ ক্যামেরার অভিজ্ঞতা

ফাইন্ড এক্স৭ আল্ট্রার অনন্য ক্যামেরা সিস্টেম অনেক রিয়েল-ওয়ার্ল্ড সিনারিওতে শীর্ষ স্কোর অর্জন করেছে।

মিশ্র ও কৃত্রিম আলোতে ইনডোর ছবি তোলার ক্ষেত্রে বেশ ভুগতে হয় স্মার্টফোনগুলোকে। তবে এক্ষেত্রে ফাইন্ড এক্স৭ আল্ট্রা ডিএক্সওমার্কের পরীক্ষায় বেশ পারদর্শিতা দেখিয়ে রেকর্ড করার মতো স্কোর তুলেছে। ফোনটির ক্যামেরায় ইনডোর, নাইট-টাইম ও ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি ক্যাটাগরির মতো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ছবি তোলা হয়। এতে অপো'র হাইপারটোন ক্যামেরা সিস্টেমের শক্তি ও এবং বহুমুখিতা প্রকাশ পায়।

ডিএক্সওমার্কের ইমেজ সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার/পণ্য মালিক অলিম্পে করবেট বলেন, "অসাধারণ পোর্ট্রেট রেন্ডারিং, বেস্ট-ইন-ক্লাস জুম এবং ফটো ও ভিডিও সংরক্ষণের বিশাল স্টোরেজ সহ আমাদের সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অসাধারণ পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে ফাইন্ড এক্স৭ আল্ট্রার ক্যামেরা।"

বোকেহ- এর জন্য সেরা রেটযুক্ত স্মার্টফোন

অপো ফাইন্ড এক্স৭ আল্ট্রার হ্যাসেলবাড পোর্ট্রেট মোডকে সকল স্মার্টফোনের মধ্যে প্রথম র‍্যাঙ্কিংয়ের স্বীকৃতি দিয়েছে ডিএক্সওমার্ক। বোকেহ মোডের বিশেষত্বের মধ্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল ফোরগ্রাউন্ড, কম আর্টিফ্যাক্ট সম্বলিত সাবজেক্ট ও ব্যাকগ্রাউন্ড সেগমেন্টেশন, দারুণ স্কিন টোন রিপ্রোডাকশন। এছাড়াও, এটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীকে অন্যান্য ফোনের পোর্ট্রেট মোডের তুলনায় আরও বিশদ ও ফলপ্রসু ছবি উপহার দেয়।

নতুন হ্যাসেলবাড পোর্ট্রেট মোডের কারণে এই বিশ্বমানের পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি করা সম্ভব হয়েছে। ফাইন্ড এক্স৭ আল্ট্রাতে ক্লাসিক্যাল পোর্ট্রেট স্টাইল আনতে হ্যাসেলবাডের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এটি তৈরি করেছে স্মার্টফোন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অপো।

ফটোগ্রাফীতে ওস্তাদ, এমন স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের কথা বিবেচনা করে, ফাইন্ড এক্স৭ আল্ট্রার পোর্ট্রেট মোডে রাখা হয়েছে চারটি

ফোকাল লেংথঃ ২৩ এমএম, ৪৪ এমএম, ৬৫ এমএম ও ১৩৫ এমএম। এগুলোর প্রত্যেকটিকে আলাদা হ্যাসেলবাড লেন্সে ক্যালিব্রেট করা হয়েছে, যা ফোরগ্রাউন্ড ও ব্যাকগ্রাউন্ডের গভীরতার সঙ্গে সিনেমাটিক বোকেহ তৈরি করে। ফলে এর ক্যামেরার মাধ্যমে এমনকি একটি আলাদা হওয়া চুলেরও একেবারে নির্ভুল ও সূক্ষ্ম ছবি তোলা সম্ভব।

ভিডিওর জন্য ১ নম্বর অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন

ফাইন্ড এক্স৭ আলট্রা হলো ডিএক্সওমার্ক ভিডিও স্কোর ১৫৬ প্রাপ্ত একমাত্র অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন। এটি নয়েজে হ্যান্ডলিংয়েও সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে। ফাইন্ড এক্স৭ আল্ট্রার শক্তিশালী ভিডিও ক্যাপচার ইমেজিংয়ে এর শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি নির্মাতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে একটি শক্তিশালী টুল হিসেবে এর অবস্থানকে তুলে ধরে। উন্নত ক্যামেরা সেন্সরের কারণে ফাইন্ড এক্স৭ আলট্রা ৪কে রেজুলেশনে ১০-বিট ডলবি ভিশন এইচডিআর ভিডিও ক্যাপচার করতে পারে। প্রো-গ্রেড ভিডিও ক্যামেরার অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য এর চারটি ক্যামেরার মধ্যে ট্রানজিশনও অত্যন্ত মসৃণভাবে হয়ে থাকে।

ফাইন্ড এক্স৭ আলট্রা আলটিমেট ক্যামেরা

ডিএক্সওমার্কের বিশেষণ নিশ্চিত করে যে, ফাইন্ড এক্স৭ আলট্রা হলো আলটিমেট ক্যামেরা ফোন। এতে রয়েছে বড় সেন্সরসহ চারটি ৫০এমপি ক্যামেরা। এর মধ্যে একটি হলো মোবাইলে ব্যবহৃত সনির দ্বিতীয়-প্রজন্মের নতুন ১-ইঞ্চি সেন্সর, এবং দুইটি হল পেরিস্কোপ জুম ক্যামেরা। এটি এমনভাবে অপটিক্যাল ফোকাল লেংথের মধ্যে জুম গ্যাপ পূরণ করতে পারে, যা আগে কোনো স্মার্টফোনে দেখা যায়নি।

বিশ্ব মানের ইমেজিং সিস্টেমটি উন্নত ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওর অভিজ্ঞতা দিতে পারে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে অসাধারণ এক স্মার্টফোন দিয়ে আপনার সেরা ছবিটি তুলতে পারেন।

উদ্ভাবনী স্টার্টআপের সাথে অপোর যৌথ উদ্যোগ

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ১৫০ মিলিয়ন স্টার্টআপের পাশাপাশি প্রতি বছর চালু হওয়া আরও ৫০ মিলিয়ন স্টার্টআপের উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতা বিভিন্ন শিল্পকে নতুন রূপ দিচ্ছে। তবে সাধারণত ৫টির মধ্যে ১টি স্টার্টআপ আর্থিক সমস্যা থেকে শুরু করে বাজারে উপযুক্ত পণ্য না আনতে পারাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রথম বছরে ব্যর্থ হয়। বিষয়টি বিবেচনায় এনে অপো সক্রিয়ভাবে স্টার্টআপগুলির সাথে যুক্ত হয়ে তাদের বাধাগুলি দূর করতে এবং উদ্ভাবনগুলিকে সফল করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

বিনিয়োগের সীমানা পেরিয়ে

সফল হওয়ার জন্য স্টার্টআপগুলির শুধু একটি আইডিয়ার চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন। মেশিন ভিশনে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান আল্পসেনটেক এর অত্যাধুনিক হাইব্রিড ভিশন সেন্সর আলপিক্স-এইগারু কে এআই অ্যালগরিদমের সাথে একীভূত করতে অপোর আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়েছে। কোয়ালকমের স্ন্যাপড্রাগনু মোবাইল প্যাটফর্মগুলিকে কাজে লাগিয়ে অপো এআই মোশন অ্যালগরিদমের একটি সেট তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছে। এগুলি সেন্সর থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে ছবিকে ডি-বার করে এবং উড়ন্ত অবস্থায় ব্যবহারকারীদেরকে বাস্তবসম্মত ছবি তুলতে সাহায্য করে। এটি আল্পসেনটেকের সেরা প্রযুক্তিকে স্মার্টফোনে প্রয়োগের সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি উভয় পক্ষকে এআই-ভিত্তিক উদ্ভাবনকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

যেহেতু অপো এক্সআরে বিনিয়োগ করছে, সেহেতু অন্য একটি স্টার্টআপ ডিপমিরর অপোর ইনোভেশন নেটওয়ার্কে যোগ দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিকে দ্রুত এই শিল্পে স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করার জন্য অপো ডিপ মিররকে এর সর্বশেষ এআর গেমটিকে এমডবিউসি২৪-এর আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এর ক্লাউড-ভিত্তিক পরিষেবা মিররভার্সের সাহায্যে দর্শকরা গেমের বাস্তবসম্মত পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে আরও উপভোগ্য অভিজ্ঞতা পাবে।

উদ্ভাবনের জন্য যৌথ প্রয়াস

নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসার জন্য যৌথ প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ। বড় কোম্পানি হোক বা স্টার্টআপ হোক, যৌথভাবে সৃষ্টির প্রচেষ্টা উভয় পক্ষকেই সম্মিলিতভাবে বাড়তি কিছু অর্জনের সুযোগ করে দেয়। এই ধরনের আরঅ্যান্ডডি-ভিত্তিক অংশীদারিত্বের একটি বিশেষ উদাহরণ হল আমাদের সহযোগী স্টার্টআপ হুয়াই মেডিকেল টেকনোলজির সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব। ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হুয়াই হল কনট্যাক্টলেস হেলথ মনিটরিং প্রযুক্তি ও পণ্যে বিশেষায়িত একটি হাই-টেক স্টার্টআপ। প্রতিষ্ঠানটির মূল প্রযুক্তি হল "ওনট্র্যাকার", যা মিলিমিটার ওয়েভ টেকনোলজি, রাডার/ফিজিওলজি সিগনাল প্রসেসিং অ্যান্ড রিকন্সস্ট্র্যাকশন ও এআই মডেলিংকে একত্রিত করে। "ওনট্র্যাকার" যুক্ত ডিভাইস পুরানো যান্ত্রিক চিকিৎসা সরঞ্জামের মতো নয়। এটিকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য ঘরের যেকোনো জায়গায় স্থাপন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সহজে পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়া সম্ভব হবে।

আরেকটি উদাহরণ হল ক্লাউডস্টেথ। নিউমোনিয়া, হাঁপানি এবং জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের সমস্যা দ্রুত নির্ণয় করতে এবং তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে সাহায্য করার জন্য ক্লাউডস্টেথের ইন্টেলিজেন্ট অস্কালটেশন সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে এআইয়ের মাধ্যমে হৃদয় এবং ফুসফুসের শব্দ বিশেষণ করতে পারে। চীনের শীর্ষ হাসপাতালগুলোর সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতার লক্ষ্যে

অপোর কাছে স্টার্টআপগুলিকে সহযোগিতা করা কোনো একবারের প্রচেষ্টা নয়, বরং স্থায়ী লক্ষ্যের একটি অংশ। অপো ইন্সপিরেশন চ্যালেঞ্জের মতো উদ্যোগ স্টার্টআপগুলিকে সহযোগিতা ও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জনের সুযোগ দেয়। এআই বিপব বিভিন্ন শিল্পের সম্ভাবনাকে রূপান্তরিত করছে। এমন সময় বিভিন্ন স্টার্টআপ এই অগ্রগতির ক্ষেত্রে আশার আলো দেখাচ্ছে। অপো পরবর্তী প্রজন্মের স্টার্টআপগুলির সাথে অংশীদারিত্ব করা ও তাদেরকে সহযোগিতা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি উদ্ভাবনে নেতৃত্ব দিয়ে সারা বিশ্বের ব্যবহারকারীদেরকে নতুন অভিজ্ঞতা দিতে চায়।

রমজানে '৯৯৯ টাকা'য় গ্রাহকদের বিশেষ স্ক্রিন প্রোটেকশন প্যান দিচ্ছে অপো

শুরু হয়েছে পবিত্র মাস রমজান এবং এই উপলক্ষে গ্রাহকদের সুবিধার জন্য বিশেষ অফার দিচ্ছে বিখ্যাত স্মার্ট ডিভাইস ব্র্যান্ড অপো। এতে আরও নিখুঁত ও উজ্জ্বল ডিসপে উপভোগ করার সুযোগ থাকছে গ্রাহকদের জন্য। কারণ, এই অফারের ফলে অপো ব্যবহারকারীদেরকে আর ক্ষতিগ্রস্ত ডিসপে ব্যবহার করতে হবে না। এই স্ক্রিন প্রোটেকশন প্যানের মাধ্যমে অফার চলাকালীন অসাবধানতাবশত হাত থেকে ফোন পড়ে যাওয়া, আঁচড় লাগা ও ভেঙে যাওয়ার ফলে মোবাইল ফোনের ডিসপে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা একবার পরিবর্তন করতে পারবেন। মাত্র '৯৯৯ টাকা'র এই স্ক্রিন প্রোটেকশন প্যান অফারের মাধ্যমে ফোন কেনার এক বছরের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ডিসপে দ্রুত ও বিনামূল্যে ঠিক করে নিতে পারবেন। তাই ফোনের স্ক্র্যাচসহ ডিসপের অন্য যেকোনো সমস্যায় আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। অপো'র বিশেষ যত্নে আপনার ফোনের ডিসপে দিনের পর দিন ও মাসের পর মাসও থাকবে উজ্জ্বল।

১০ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত অপোর অথোরাইজড ব্র্যান্ড স্টোর থেকে অপোর ডিভাইস কেনার মাধ্যমে এই বিশেষ অফারটি পাওয়া যাবে। ডিসপে নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর করতে অপোর এই ডিসপে রিপেসমেন্ট অফার গ্রাহকদের জন্য বিক্রয় পরবর্তী সেবায় অপোর দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অংশ।

বাংলাদেশের বাজারে লঞ্চ হলো টেকনো স্পার্ক ২০ প্রো+

গোবাল শীর্ষস্থানীয় মোবাইল ফোন নির্মাতা টেকনো বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছে তাদের স্পার্ক ২০ সিরিজের নতুন সংযোজন স্পার্ক ২০ প্রো+। ডাবল কার্ভড্ ডিজাইনের এ ফোনে রয়েছে ১০৮ মেগাপিক্সেল আল্ট্রা সেন্সিং মেইন ক্যামেরা, হেলিও জি৯৯ আলটিমেট প্রসেসর, ২৫৬ জিবি স্টোরেজ এবং ১৬জিবি (৮জিবি+৮জিবি) র ্যাম আরও অনেক ফিচার্স।

স্পার্ক ২০ প্রো+ এ রয়েছে কর্নিং গরিলা গাস ৫ দ্বারা সুরক্ষিত ৬.৭৮-ইঞ্চির ১২০ হার্জ কার্ভড্ এমোলেড ডিসপে যার সর্বোচ্চ ব্রাইট্ নেস ১০০০ নিট্ স। এর স্মুথ এবং প্রিমিয়াম ডুয়াল- কার্ভড্ ডিজাইন প্রদান করবে আরামদায়ক এবং স্টাইলিশ গ্রিপ। টেকনো স্পার্ক ২০ প্রো+-এর ১.৭৫ অ্যাপারচার যুক্ত ১০৮ মেগাপিক্সেল আল্ট্রা সেন্সিং মেইন ক্যামেরার পাশাপাশি রয়েছে ২ মেগাপিক্সেল ম্যাক্রো ক্যামেরা এবং ২ মেগাপিক্সেল অও ক্যামেরা। মেইন ক্যামেরা যা দিনের বেলার পাশাপাশি লো লাইটেও ক্লিয়ার ছবি তুলতে সক্ষম। ৩২ মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা নিশ্চিত করে প্রাণবন্ত সেলফি । ২ক ভিডিও রেকর্ডিং এর সাথে এ ফোনে রয়েছে ডুয়াল ভিডিও রেকর্ডিং ফিচার যার মাধ্যমে ৩২ মেগাপক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং ১০৮ মেগাপক্সেলের রিয়ার ক্যামেরায় একত্রে ভিডিও রেকর্ড করা সম্ভব।

স্পার্ক ২০ প্রো+-এ রয়েছে নতুন এবং শক্তিশালী হেলিও জি৯৯ আলটিমেট প্রসেসর চিপসেট, যা এর এআই-চালিত অরোরা ইঞ্জিন ২.০ এবং ডারউইন ইঞ্জিন ২.০ এর সাহায্যে গেমিংয়ে অপ্টিমাইজড্ পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে । ২৫৬ জিবি স্টোরেজ এবং ১৬জিবি (৮জিবি+৮জিবি) র ্যামের এ ফোনটি অ্যান্ড্রয়েড ১৪ ভিত্তিক হাইওএস অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা চালিত। এছাড়া উপরে এবং নিচে এর ডুয়াল স্পিকারের সাথে রয়েছে ডিটিএস সাউন্ড প্রযুক্তি। দীর্ঘ সময় ব্যবহারের জন্য এতে রয়েছে একটি ৫,০০০ এমএএইচ ব্যাটারি এবং সাথে থাকছে একটি ৩৩ ওয়াট সুপার চার্জার। ধুলোবালি এবং পানি থেকে ফোনকে রক্ষা করতে এতে রয়েছে আইপি৫৩ রেটিং। টেকনোর এ নতুন ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে টেম্পোরাল অরবিট, লুনার ফ্রস্ট এবং ম্যাজিক স্কিন ২.০ গ্রিন- এ ৩টি মনোমুগ্ধকর রঙে।

নতুন টেকনো স্পার্ক ২০ সিরিজের যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতে টেকনো ঘোষণা করেছে টেকনো স্পার্ক ২০ সিরিজ মিউজিক ফেস্ট, যেখানে আসছেন ভারতের জনপ্রিয় র ্যাপার, গীতিকার, গায়ক এবং সঙ্গীত প্রযোজক বাদশাহ। বহুল প্রত্যাশিত অনুষ্ঠানটি ১লা মার্চ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (ICCB, Expo Zone) এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বাদশাহ্ র সঙ্গে মঞ্চে যোগ দিচ্ছেন ফুয়াদ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, প্রীতম হাসান, জেফার, ব্যাক জ্যাং এবং সঞ্জয় সহ প্রখ্যাত বাংলাদেশি শিল্পীরা।

উদ্ভাবনী ডিজিটাল সেবার পরিধি বাড়াতে একীভূত লাইসেন্স পেল বাংলালিংক

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) থেকে ইউনিফাইড (একীভূত) লাইসেন্স পেয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় উদ্ভাবনী ডিজিটাল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বাংলালিংক। এই লাইসেন্স থেকে প্রাপ্ত সুবিধার ফলে বাংলালিংক-এর জন্য উন্নত সংযোগ ও গ্রাহকসেবা প্রদানের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হয়েছে।

একীভূত এই লাইসেন্স সুবিধা বর্তমানে বিদ্যমান থাকা টু-জি, থ্রি-জি, ফোর-জিসহ ভবিষ্যতে আসন্ন সকল প্রযুক্তিগত সেবাপ্রদানের লাইসেন্সকে একত্রীকরণ করেছে। বাংলালিংক-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, এরিক অস বিটিআরসি অফিসে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মহিউদ্দিন আহমেদ-এর কাছ থেকে এই একীভূত লাইসেন্স গ্রহণ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিটিআরসি ও বাংলালিংক-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন ইস্যুকৃত এই লাইসেন্স সংযোগ বৃদ্ধি ও টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের পথকে মসৃণ করবে। এছাড়াও এটি একটিভ শেয়ারিং, ডাটা

রিটেনশনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতিমালা, অডিট চলাকালীন সময়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণসহ

বিভিন্ন ফি নির্ধারণে আরো স্বচ্ছতা এনেছে। এর ফলে উন্নত প্রযুক্তিগত সেবাপ্রদান সহজ হবে যা উদ্ভাবনী সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ রুপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। বাংলালিংক-এর মূল কোম্পানি ভিওন-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কান তেরজিওগু বলেন, "উচ্চ মানসম্মত গ্রাহকসেবা-র প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে একীভূত লাইসেন্স সুবিধাটি আমাদের জন্য একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী প্রাপ্তি। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যৌথ লক্ষ্যে কাজ করতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের এই সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলালিংকে সহযোগিতা করার জন্য বিটিআরসি-কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।"

বিটিআরসি চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, "আজ বাংলালিংক-কে একীভূত লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে টেলিকম খাতকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। কর্পোরেট গভার্নেন্স-এর মান বজায় রেখে ডিজিটালি উন্নত ও সমৃদ্ধ আগামী গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার জন্য আমরা বাংলালিংক-কে সাধুবাদ জানাচ্ছি।"

বাংলালিংক-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এরিক অস একীভূত লাইসেন্স প্রাপ্তিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, "এটি সারা দেশে উদ্ভাবনী ডিজিটাল সেবা বিস্তৃতির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এই পদক্ষেপটি বাংলালিংক-এর জন্য গ্রাহকের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী আরো বেশি ডিজিটাল সেবা প্রদানের পথ সহজ করে দিল।"

প্রিমিয়াম গাস ব্যাক ডিজাইনের রেডমি অ৩ নিয়ে এসেছে শাওমি

গোবাল টেক জায়ান্ট শাওমি দেশের বাজারে সম্প্রতি নিয়ে এসেছে নতুন স্মার্টফোন রেডমি অ৩। প্রিমিয়াম গাস ব্যাক ডিজাইনে তৈরি হওয়ায় ফোনটি যেমন আকর্ষণীয় তেমনি অন্যান্য ফিচারের দিক থেকেও দারুণ। এই সেগমেন্টে গাস ব্যাক ডিজাইনের সাথে রেডমি অ৩ প্রথম স্মার্টফোন।

শাওমি বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার জিয়াউদ্দিন চৌধুরী বলেন, "প্রযুক্তি ও ডিজাইন নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করার কারণে স্মার্টফোন ইন্ডাস্ট্রিতে শাওমি আলাদা একটি অবস্থানে রয়েছে। রেডমি অ৩ আমাদের এই প্রচেষ্টার অন্যতম একটি সাফল্য যেটি ডিজাইনের দিক থেকে ভিন্ন ধরনের। প্রিমিয়াম গাস ব্যাক ডিজাইনে নির্মাণ করা এই নতুন স্মার্টফোনটি শাওমি ফ্যানদের জন্য স্টাইল, এবং পারফরম্যান্সের একটি দারুণ সমন্বয় হবে বলে আমি মনে করি।" প্রিমিয়াম গাস ব্যাক ডিজাইনের সাথে ৬.৭১ ইঞ্চির বিশাল ডিসপে

এই ফোনটির বিশেষ দিকটি হলো এর প্রিমিয়াম গাস ব্যাক ডিজাইন। রেডমি অ৩ স্মার্টফোনটির ডট ড্রপ ডিসপেটি আকারে ৬.৭১ ইঞ্চি এবং এর রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্জ। গাস ব্যাক ডিজাইনে তৈরি হওয়ায় ফোনটি দেখতে খুবই আকর্ষণীয় এবং একইসাথে ফোনটির স্টাইলে আছে আভিজাত্যের ভাব। স্মার্টফোনটি পাওয়া যাবে দারুণ ভিন্ন দুটি রঙে- মিডনাইট ব্যাক, এবং স্টার বু। এছাড়া, ভেগান লেদার টেক্সচারেও ফোনটি নির্মাণ করা হয়েছে যেটির রঙ ফরেস্ট গ্রিন।

এক্সটেনডেড র‍্যামের সুবিধা

ডিভাইসটিতে রয়েছে ৬ জিবি র‍্যামের সুবিধা। এতে আরও র‍্যাম বাড়ানোর সুযোগ থাকবে ৬ জিবি পর্যন্ত। তাই এতে মাল্টিটাস্কিং করা যাবে অনায়াসে এবং ব্যবহারকারীরাও পাবে পারফরম্যান্সের ভালো অভিজ্ঞতা।

সাইড-মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর

রেডমি অ৩ ফোনটিতে রয়েছে সাইড-মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। তাই ফোনটি যেকোন সময় ব্যবহারকারীরা আনলক করতে পারবে তাদের সুবিধামতো। খুবই দ্রুত এবং আরও সহজে ফোন আনলক করার জন্যই সাইড-মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের এই ফিচার।

শক্তিশালী দ্রুত গতির মিডিয়াটেক হেলিও অক্টা-কোর প্রসেসর

প্রসেসর হিসেবে স্মার্টফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেক হেলিও জি৩৬ অক্টা-কোর প্রসেসর যার গতি ২.২ গিগাহার্টজ পর্যন্ত। রেডমি অ৩ স্মার্টফোনটিতে রয়েছে বিশাল শক্তিশালী ৫০০০ মিলি অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। তাই ব্রাউজিং, গেমিং, কনটেন্ট স্ট্রিমিং করাসহ যেকোন কাজ এতে করা যাবে সারাদিন নির্বিঘ্নে।

এআই ডুয়াল ক্যামেরা সেটআপ

স্মার্টফোনটির ক্যামেরা ফিচারে আছে ৮ মেগাপিক্সেল এআই রেয়ার ডুয়াল ক্যামেরা সেটআপ এবং সেলফি তোলার জন্য ৫ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা। ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশের অনুমোদিত শাওমি স্টোর, পার্টনার স্টোর এবং বিভিন্ন রিটেইল চ্যানেলে রেডমি অ৩ স্মার্টফোনটি পাওয়া যাবে। ফোনটি পাওয়া যাবে দুটি র‍্যাম অপশনে। স্মার্টফোনটির ৪জিবি+৬৪জিবি মডেলটির দাম ১২,৪৯৯ টাকা এবং ৬জিবি+১২৮জিবি মডেলটির দাম ১৩,৯৯৯ টাকা।

নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য সচেতনা বৃদ্ধিতে হুয়াওয়ের বিশেষ আয়োজন

হুয়াওয়ে সাউথ এশিয়া আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির নারী কর্মীদের জন্য একটি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করেছে। হুয়াওয়ে বাংলাদেশ একাডেমিতে প্রখ্যাত অনকোলজি বিশেষজ্ঞ ডা. সামিয়া ওয়াহিদ মুনার সঞ্চালনায় এটি অনুষ্ঠিত হয়। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিলো স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবারের নারী দিবসের থিম "ইন্সপায়ার ইনক্লিউশন: এমপাওয়ারিং চেঞ্জ"-এর উপর ভিত্তি করে হুয়াওয়ে বিশেষ এই দিবস পালন করে। প্রতিষ্ঠানিকভাবে লিঙ্গ বৈষম্য মোকাবেলা ও নারী কর্মীদের সমান সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এছাড়া নারী কর্মীদের পেশাগত উন্নতি নিয়েও এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়। কর্মীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হুয়াওয়ে আজকের স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচিটি আয়োজন করে। স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সার প্রতিরোধে আগে থেকেই নারীদের যেসব পদক্ষেপ ও নিয়ম কানুন অনুসরণ করা প্রয়োজন, সেগুলি নিয়ে ডা. সামিয়া ওয়াহিদ মুনা আলোচনা করেন। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা রোগ দুইটি প্রতিরোধ করার উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এই বিষয়ে হুয়াওয়ে সাউথ এশিয়ার হিউম্যান রিসোর্সেস ডিরেক্টর লিন শাও বলেন, "হুয়াওয়ে নারী কর্মীদের জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইসিটি খাতে আরও বেশি নারীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সবসময় কাজ করে যাচ্ছে। লৈঙ্গিক সমতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতে আমাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে নারী কর্মীদের ক্ষমতায়নে দীর্ঘ সময় ধরে আমরা বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছি। এর পাশাপাশি আমরা সিডস ফর দ্য ফিউচার ও আইসিটি স্কিলস কম্পিটিশনসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছি, যেগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। এছাড়া হুয়াওয়ের উইমেন ইন টেক প্রোগামে নারী উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের এই ধরনের আরও উদ্যোগ ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।"

১০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করার লক্ষ্যে কাজ করছে বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম

মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার কথা মনে এলেই আমাদের চোখের সামনে চাঁদ ভেসে ওঠে। পৃথিবীর মানুষ প্রথমে চাঁদের রহস্য মোচনেই উদগ্রীব হয়েছিল। তাইতো নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্সের নাম আমরা কখনওই ভুলব না। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ১৯৬৯ সালে প্রথম চাঁদে মহাকাশযান পাঠায় তার নাম অ্যাপোলো ১১। অর্ধ শতক আগে চাঁদে পা রাখার সময় মার্কিন নভোচারী নিল আর্মস্ট্রং বলেছিলেন, 'মানুষের জন্য একটি ছোট্ট পদক্ষেপ, কিন্তু মানবজাতির বিশাল এক অর্জন'। অ্যাপোলো-১১ মিশন নিয়ে পুরো দৃশ্যটি রচিত হলো চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এস্ট্রনট ক্যাম্প এ, শিশু-কিশোরদের মহাকাশ বিজ্ঞানে উৎসাহিত করতে এবং মহাকাশের বিভিন্ন বিষয়ে জানানোর উদ্দেশ্যে ৪ থেকে ১৪ বছর বয়সি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম এবং স্পেস ইনোভেশন ক্যাম্প এর উদ্যোগে চাঁদপুর সরকারি কলেজে আজ ০৯ মার্চ ২০২৪ অনুষ্ঠিত হলো এস্ট্রনট ক্যাম্প। চাঁদপুর এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত আনন্দের সাথে দিন ব্যাপী আয়োজনটিতে অংশগ্রহন করে।

আয়োজক সুত্রে জানা যায়, সারা দিন ব্যাপী উক্ত আয়োজনে ছিল এপোলো-১১ মিশন নিয়ে স্পেস টক এবং ৫ টি দলে বিভক্ত হয়ে রোবটিক্স ওয়ার্কশপ, রকেট লঞ্চিং ওয়ার্কশপ ও ভিআর বেইস এস্ট্রনট ট্রেইনিং। ভিআর ট্রেইনিং এর মাধ্যমে বাচ্চার ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন নিয়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। স্পেস রোবটিক্স ওয়ার্কশপ এ রোবট তৈরির নানা দিক হাতে-কলমে দেখানো হয় এ সময় শিক্ষার্থীরা রোবট তৈরির নানান যন্ত্রাংশ নিয়ে নিজেদের মতো রোবট তৈরির প্রচেষ্টা চালায়।

রকেট ক্যাম্পেও অনুরূপ দৃশ্য দেখা যায়। এতে রকেট তৈরির বিভিন্ন পর্যায় ও প্রাযুক্তিক বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের সরলভাবে বুঝানো হয় এবং নানান যন্ত্রাংশ তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়। মডেল রকেট তৈরির নানান পর্যায়ের কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীরা কয়েকটি উপদলে ভাগ হয়ে যায়। তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় তৈরি হয়

মডেল রকেটটি। পরে, কলেজের মাঠে শিক্ষার্থীরা সমবেত হয় এ রকেট উড্ডয়নে। নিজেদের হাতে তৈরি রকেট সত্যিই উড়তে পারছে কি না, তা নিয়েই চাপা উত্তেজনা তাদের মাঝে। সময় গড়াতেই মডেল রকেট উৎক্ষেপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। রকেট ওড়া শুরু করতেই উলাসে ফেটে পড়ে উপস্থিত সকলেই। এর বাইরেও বিশেষ চমক হিসেবে ছিল এস্ট্রনট ফটো বুথ যেখানে শিশু-কিশোররা এস্ট্রনট ড্রেস পড়ে ছবি তুলে। আয়োজনটিতে মিশন এক্সপার্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফজলে রাব্বী ভুইয়া, আকরামুল হাসান চৌধুরী, আবু সাইদ, নুরে সাঈম সাকিব, মোঃ মিসবাহ উদ্দিন, ইকরাম ভুইয়া।

আয়োজনটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অসিত বরণ দাশ, তিনি বলেন- চাঁদপুরে এই ধরনের এক্টিভিটি হচ্ছে এতে আমি খুব আনন্দিত এবং আমি মনে করি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে মহাকাশ বিজ্ঞানে উৎসাহিত করার জন্য এই ধরনের ক্যাম্প আরোও বেশি বেশি দরকার। বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম এর প্রেসিডেন্ট ও নাসা স্পেস এন্স চেলেঞ্জ বাংলাদেশ এর উপদেষ্টা আরিফুল হাসান অপু বলেন, ২০২৮ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী কে মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করার লক্ষ্যে কাজ করছে বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম, তারই অংশ হিসাবে চাঁদপুরে আমাদের এই ক্যাম্প, স্পেস সায়েন্স ও স্পেস এক্সপোরেশন নিয়ে ছাত্র ছাত্রী দের অনেক জানার আগ্রহ রয়েছে, আমরা চাই স্পেস গবেষণায় ছোট ছোট এক্টিভিটির মাধ্যমে বিজ্ঞানের যে আনন্দ তা কন্টিনিউ রাখা এবং তাদের বিজ্ঞানের প্রতি আরও আগ্রহী করা তোলা। আয়োজনটিতে ভেন্যু পার্টনার হিসেবে ছিলেন চাঁদপুর সরকারি কলেজ এবং সাপোর্ট পার্টনার হিসেবে ছিলেন রোবাস্ট রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড।

দেশে প্রথম ফাইবারগ্লাস টাওয়ার স্থাপন করতে যাচ্ছে ইডটকো ও হুয়াওয়ে

পরিবেশ-বান্ধব ফাইবারগ্লাস রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরপি) দিয়ে তৈরি উন্নত টেলিকমিউনিকেশন টাওয়ার চালু করতে যাচ্ছে ইডটকো বাংলাদেশ ও হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। গত সপ্তাহে স্পেনের বার্সেলোনায় আয়োজিত 'মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে' (এমডব্লিউসি) এই এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির বাস্তবায়ন ইডটকো বাংলাদেশ হবে দেশের প্রথম টাওয়ার কোম্পানি যারা মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের ফাইবারগ্লাস টাওয়ার সমাধান প্রদান করবে। এক্ষেত্রে এফআরপি টাওয়ার তৈরিতে দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে টেকনোলজি পার্টনার হিসেবে ইডটকো টিমের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে হুয়াওয়ে। নতুন এই এফআরপি সল্যুশন্স টাওয়ারের ওজন কমাবে ৪৪ শতাংশ পর্য এবং ৭৫ শতাংশ পর্যন্ড় নির্মাণ দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। ফলে এটি হবে দেশের জনবহুল এলাকাগুলোর রুফটপ সাইটের জন্য একটি আদর্শ সমাধান। এই টাওয়ারগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে এতে রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত না হয়। তাই এটি দক্ষ মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করে। এর স্থায়িত্ব কোনো রকম ক্ষতি ছাড়াই হাই ভোল্টেজ সহ্য করার সক্ষমতা প্রদান করে। তাছাড়া, এগুলো ইনস্টল এবং পরিবহন করাও সহজ। এ কারণে আরও দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এর পরিবেশ-বান্ধব ফিচার কম কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ নিশ্চিত করে এবং ঘন-ঘন রঙ করার প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস করে। এই অনন্য টেলিকম অবকাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশের উদীয়মান টাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে আরও অবদান রাখা সম্ভব। ইডটকো ও হুয়াওয়ে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ইডটকো বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (সিএমডি) সুনীল আইজ্যাক। তাঁর মতে, "আমাদের এই অংশীদারিত্ব হলো বাংলাদেশের সমৃদ্ধিশীল টেলিকম অবকাঠামো উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ সুযোগের উপস্থাপন। আমাদের টেকসই লক্ষ্য বাস্ড়বায়নে এই চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যত গঠনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নত টেকসই অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত রাখার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাব। আমরা আশাবাদী যে, হুয়াওয়ে'র সঙ্গে আমাদের এই অংশীদারিত্ব অন্যদেরও এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবে এবং সম্মিলিতভাবে দেশের শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধিতে আরও বেশি অবদান রাখবে।"

হুয়াওয়ে সাউথ এশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট হুয়ে বলেন, "বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে ইডটকো ও হুয়াওয়ে। এবং আমদের নতুন এই যৌথ পদক্ষেপ প্রতিশ্রুতিরই আরও একটি প্রমাণ। সাইটের সুযোগ-সুবিধার সহজলভ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি টাওয়ার অবকাঠামো শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে আমরা একসাথে কাজ করব। আমি বিশ্বাস করি হুয়াওয়ে'র যুগান্তরকারী উদ্ভাবনসমূহ এবং ইডটকো'র দক্ষতার সমন্বয়ে আমরা একটি টেকসই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাব।"

মালয়েশিয়া-ভিত্তিক বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম টেলিকম টাওয়ার অবকাঠামো কোম্পানি ইডটকো গ্রুপ। এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইডটকো বাংলাদেশ টেকসই অবকাঠামোর তৈরির মাধ্যমে একটি টেকসই পৃথিবী গড়তে ইডটকো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর তাই ব্যাম্বু টাওয়ার, হাইব্রিড সোলার-উইন্ড টাওয়ার, স্পান প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট টাওয়ার এবং স্মার্ট পোল স্ট্রিট ফার্নিচারের মতো বিভিন্ন উদ্ভাবনী ও পরিবেশ-বান্ধব সমাধানের এর মধ্যেই নিয়ে এসেছে। এছাড়াও দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইডটকো ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে এসডিজি অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এবংএকইসঙ্গে টেকসই যাত্রার অগ্রগতির বিষয়ে স্বচ্ছতা রক্ষার্থে অঙ্গীকারবদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি।

উন্নত পেমেন্ট গেটওয়ে নিশ্চিতে কাজ করবে ইউসিবি-প্রিয়শপ

উন্নত পেমেন্ট গেটওয়ে সেবা নিশ্চিতে এক সাথে কাজ করবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি) ও প্রিয়শপডটকম লিমিটেড। ডিজিটাল লেনদেন সমৃদ্ধ করার যুগোপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে সম্প্রতি কৌশলগত অংশীদারত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে প্রতিষ্ঠান দুটি। এ অংশীদারিত্বের অধীনে ইউসিবির অত্যাধুনিক গেটওয়ে সেবার মাধ্যমে সুরক্ষিত ও নিরবচ্ছিন্ন পেমেন্ট সেবা উপভোগ করবেন প্রিয়শপের ক্রেতারা। অনুষ্ঠানে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিস্বাক্ষর করেন ইউসিবির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিএফও ফারুক আহম্মদ এবং প্রিয়শপডটকম লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী আশিকুল আলম খান। আর্থিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের বিকাশে দুই পক্ষের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দুই প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সম্মানিত অতিথিদের উপস্থিতিতে ইউসিবির প্রধান কার্যালয়ে এই চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউসিবির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ব্র্যান্ড মার্কেটিং অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স আবুল কালাম আজাদ, হেড অব ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন মোহাম্মদ গোলাম ইয়াজদানি, প্রিয়শপডটকমের অপারেশন বিভাগের সিনিয়র অ্যাসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. এহসানুজ্জামান ও প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল ইসলাম তুশিন সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রিয়শপডটকমের ক্রেতাদের জন্য নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন ক্যাশলেস পেমেন্ট সমাধান নিশ্চিত করা এবং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করাই ইউসিবি ও প্রিয়শপডটকম এই দুই পক্ষের কৌশলগত অংশীদারিত্বের লক্ষ্য। ডিজিটাল লেনদেন ধারাবাহিক রূপান্তরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে; সেক্ষেত্রে, ডিজিটাল পেমেন্টের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবেই এই অংশীদারত্ব করা হয়।

১১তম হুয়াওয়ে 'সিডস ফর দ্য ফিউচার বাংলাদেশ'-এর নিবন্ধন শুরু

হুয়াওয়ে 'সিডস ফর দ্য ফিউচার ২০২৪ বাংলাদেশ' প্রতিযোগিতার নিবন্ধন শুরু হয়েছে। দেশের স্নাতক তৃতীয় বর্ষ বা এর উপরের পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা তাদের সিভি পাঠিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। দেশের শিক্ষার্থীদের আইসিটি জ্ঞান/দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি মজবুত আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তুলতে প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে হুয়াওয়ে।

হুয়াওয়ে বাংলাদেশ একাডেমিতে শনিবার আয়োজিত একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'সিডস ফর দ্য ফিউচার ২০২৪ বাংলাদেশ-এর উদ্বোধনের ঘোষণা দেওয়া হয়। মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত এইচ.ই. ইয়াও ওয়েন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর কমিশনার প্রকৌশলী শেখ রিয়াজ আহমেদও অন্যান্য অতিথিরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হুয়াওয়ের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট এবং হুয়াওয়ে বাংলাদেশের সিইও প্যান জুনফেংয়ের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এই বছর পুরস্কার হিসেবে বাংলাদেশ রাউন্ডের চ্যাম্পিয়ন পাবে হুয়াওয়ে মেটবুক, প্রথম রানার আপ পাবে হুয়াওয়ে প্যাড এবং দ্বিতীয় রানার আপ পাবে হুয়াওয়ে স্মার্ট ওয়াচ। এর পাশাপাশি, এশিয়া প্যাসিফিক রাউন্ডের শীর্ষ দুইটি প্রজেক্ট টিমের সদস্যরা পাবে চীন ভ্রমণের সুযোগ। মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, "চীন ও হুয়াওয়ে বাংলাদেশকে প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে আসছে।"এই প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করার তিনি হুয়াওয়েকে ধন্যবাদ জানান, এবং এই প্রতিযোগিতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার আহ্বান জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আজকের তরুণ এই ধরণের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগাতে পারলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জাতি হিসেবে এগিয়ে যাবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত এইচ.ই. ইয়াও ওয়েন বলেন, "''সিডস ফর দ্য ফিউচার হুয়াওয়ের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম। এর লক্ষ্য হল সামাজিক দায়বদ্ধতাকে আরও ভালভাবে পূরণ করার পাশাপাশি বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টরে তরুণদেরকে প্রশিক্ষিত করা। এই প্রোগ্রামটি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের চাহিদাকে বিস্তৃতভাবে পূরণ করতে পারবে।" তিনি আরও বলেন, "তরুণরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। সেইসাথে বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কেরও ভবিষ্যৎ। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, এই প্রোগ্রামের

শিক্ষার্থীরা হুয়াওয়ের এই জ্ঞানভিত্তিক প্ল্যাটফর্মকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করবে, অনেকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জ্ঞান বিনিময় করবে ও দেশকে সেবার জন্য দক্ষতা বাড়িয়ে তুলবে।"" বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর কমিশনার প্রকৌশলী শেখ রিয়াজ আহমেদ বলেন, "প্রায় ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলারের যে বিশ্বব্যাপী আইসিটি খাত তাতে বাংলাদেশেও অংশগ্রহণ করবে আমরা এমনটা প্রত্যাশা করি। আমরা জানি এই আইসিটি খাত হুয়াওয়ের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। আমাদের দেশের আইসিটি ক্ষেত্রের তরুণ প্রতিভাদের অন্যান্য দেশের তরুণদের সাথে যুক্ত করে একটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যেভাবে এগিয়ে যেতে হুয়াওয়ে সাহায্য করছে তা প্রশংসার দাবীদার। । আমি এই আয়োজনের সফলতা কামনা করি " লোকমান হোসেন মিয়া উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এটি খুবই ভালো সময়। বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়া সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য তিনি হুয়াওয়েকে ধন্যবাদ জানান। হুয়াওয়ের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট এবং হুয়াওয়ে বাংলাদেশের সিইও প্যান জুনফেং বলেন, "প্রতিবছরের মত এবারও 'সিডস ফর দ্য ফিউচার ২০২৪ বাংলাদেশ' শুরু করতে পেরে আমরা আনন্দিত। তরুণদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এটি হুয়াওয়ের একটি অনন্য কর্মসূচি, যা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করার প্রতি আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়কে তুলে ধরে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদানে সফল হয়েছি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, এই বছর আমরা আরও প্রতিভাবান তরুণকে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেখবো, যারা আগামীতে দক্ষ আইসিটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে নেতৃত্ব দেবে।" বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের সচিব মো. নুরুল হাফিজ বলেন, "হুয়াওয়ে বাংলাদেশের আইসিটি ক্ষেত্রে অবদান রাখার পাশাপাশি অনেক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিয়েও কাজ করছে। হুয়াওয়ের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হিসেবে সিডস ফর দ্য ফিউচার শুধু কর্পোরেট দায়িত্বের উদাহরণই নয়। এতে বিশ্বব্যাপী প্রতিভাবান তরুণদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদানের প্রত্যয়ও প্রতিফলিত হয়। ডিজিটাল যুগের পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য চালু করা প্রোগ্রামটি শুধু প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি আন্তর্জাতিক নাগরিকতা, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও উদ্যোগ গ্রহণের মনোভাবকে উৎসাহিত করে।" ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৩০ প্রাপ্ত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে ২০শে মার্চ ২০২৪-এর মধ্যে sftfbd@huawei.com -এ সিভি ইমেল করতে হবে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে শুরু হওয়ার পর থেকে 'সিডস ফর দ্য ফিউচার' দেশের তরুণদেরকে বিশেষ সুযোগ দিয়ে আসছে। এর মাধ্যমে তারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে দিক নির্দেশনা পাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ১৫,০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে এই প্রোগ্রাম থেকে উপকৃত হয়েছে।

টানা ১৮ বছরে টেলিভিশনের বিশ্ববাজারের শীর্ষে স্যামসাং!

টেলিভিশনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিশ্ববাজারে নিজেদের শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে স্যামসাং ইলেক্ট্রনিকস। সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছে বাজার গবেষণা সংস্থা ওমডিয়া।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও সেরা উদ্ভাবনীর সমন্বয়ে বাজারে প্রতিনিয়ত অত্যাধুনিক মডেলের টেলিভিশন নিয়ে আসছে স্যামসাং। দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় ব্র্যান্ডটি ২০০৬ সাল থেকে বিশ্ববাজারে শ্রেষ্ঠত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। মূলত প্রিমিয়াম লার্জ-স্ক্রিন ক্যাটাগরি টিভিতে অগ্রাধিকার দানই স্যামসাংয়ের সাফল্যের মূলসূত্র, যার সেরা উদাহরণ হিসেবে ব্র্যান্ডটির কিউএলইডি ও ওএলইডি মডেলের লাইনআপগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০১৭ সালে সর্বপ্রথম চালু হয় স্যামসাং কিউএলইডি টিভি লাইনআপ, যার সাম্প্রতিক সংযোজন দূর্দান্ত কয়েকটি নিও কিউএলইডি মডেল যেগুলোর তুমুল জনপ্রিয়তা স্যামসাংকে এর শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখতে সাহায্য করেছে।

এই অনন্য মাইলফলক অর্জনে স্যামসাং ইলেকট্রনিক্সের কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স ডিভিশনের ডিরেক্টর এবং হেড অব বিজনেস শাহরিয়ার বিন লুৎফর বলেন, "বিশ্ববাজারে এমন অসাধারণ স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে আমাদের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও উদ্ভাবনীর সাথে কাজ করে যাওয়ার স্পৃহা আরও বাড়িয়ে তোলে এবং সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। গ্রাহকদের টিভি দেখার অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে ভবিষ্যতেও আমরা একটি অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পারব বলে আমরা আশাবাদী"। নিজেদের প্রতিটি সেগমেন্টে ভিন্ন ভিন্ন সাইজ ও মডেলের টেলিভশনের বিপুল সমাহার নিশ্চিত করেছে দেশের প্রথম ও একমাত্র টিভি সুপারব্র্যান্ড স্যামসাং। ৭৫-ইঞ্চি'র বড় এবং ২৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি দামের প্রিমিয়াম টিভি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখছে স্যামসাং। প্রতিষ্ঠানটি ২৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি দামের টেলিভিশনের বাজারে ৬০.৫ শতাংশ বাজার হিস্যা অর্জন করেছে। পাশাপাশি, ৭৫-ইঞ্চি'র বড় টেলিভিশনের বাজারে ৩৩.৯ শতাংশ হিস্যা নিয়ে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে তারা। সিইএস ২০২৪-এ স্যামসাং তাদের যুগান্তকারী এনকিউ৮ এআই জেন৩ প্রসেসর উন্মোচন করে, যা রীতিমতো এআই স্ক্রিন যুগের সূচনা ঘটায়। টাইজেন ওএস-চালিত অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে এআই স্ক্রিনকে স্মার্ট হোম ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কাজ করে যাচ্ছে স্যামসাং। চিপসেট ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার এই অগ্রগতি স্মার্ট টিভির ধারণাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করবে বলে আত্মবিশ্বাসী স্যামসাং। ২০২৪ সাল স্যামসাংয়ের জন্য সফল উদ্ভাবনী প্রদর্শনের আরেকটি বছর হতে চলেছে। প্রসেসর এবং এআই বৈশিষ্ট্যের অগ্রগতির পাশাপাশি বিনোদনকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা এবং টেলিভিশন খাতে নতুন মানদন্ড স্থাপন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে স্যামসাং।

ফ্যাশন ও উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয়ে পণ্য তৈরিতে জোর হুয়াওয়ের মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০২৪

স্পেনের বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে (এমডব্লিউসি) উন্নতমানের প্রযুক্তিপণ্য প্রদর্শন করেছে হুয়াওয়ে। হাই-এন্ড, ফ্যাশন-ফরওয়ার্ড ও প্রযুক্তিবান্ধব এসব ফ্ল্যাগশিপ পণ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী-দের মাঝে আগ্রহ তৈরি করেছে। বিশেষ করে হুয়াওয়ে মেট ৬০ আরএস আলটিমেট ডিজাইন, হুয়াওয়ে ফ্রিক্লিপ এবং হুয়াওয়ে ওয়াচ জিটি ৪ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে হুয়াওয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের মাঝে উদ্ভাবনী পণ্য ও সেবা আরও সহজলভ্য করার পাশাপাশি তাঁদের আধুনিক, ভবিষ্যতমুখী ও ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী ফ্যাশন চাহিদা মিটাতে পারবে। যুগান্তকারী স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আসার ক্ষেত্রে হুয়াওয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবে এবং সবার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট সলিউশন ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এক্ষেত্রে হুয়াওয়ের স্মার্ট উইয়ারেবলসে ব্যবহারকারী-দের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে মূল বিষয়গুলিকে আরও গুরুত্ব দেয়া হবে। এ জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে গ্রাহকদের জন্য যুগান্তকারী সুবিধা আনতে কাজ করবে হুয়াওয়ে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ২০২৪ সালে হুয়াওয়ে এই তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেবে: ঘুম, রক্তচাপ ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা। উল্লেখ্য, গত বছরে হুয়াওয়ে কনজিউমার বিজনেস গ্রুপ উল্লেগযোগ্য অগ্রগতি আর্জন করেছে। এই সময়ে হাই-এন্ড, ফ্যাশন-ফরওয়ার্ড ও প্রযুক্তিচালিত আকর্ষণীয় সব পণ্য এনে ওয়ারেবল (পরিধেয়), অডিও, ট্যাবলেট, পার্সোনাল কম্পিউটার এবং স্মার্টফোনের বাজারে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এসব ফ্ল্যাগশিপ পণ্য উন্মোচনের জন্য ইতোমধ্যে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে হুয়াওয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে হাই-এন্ড প্রযুক্তিপণ্যের প্রসারে হুয়াওয়ের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। ২০২৩ সালে হুয়াওয়ে মেট ৬০ সিরিজ ও হুয়াওয়ে মেট এক্স৫-সহ বেশকিছু ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন বাজারে এনেছে। এগুলি হাই-এন্ড প্রযুক্তি পণ্যের বাজারে হুয়াওয়েকে বড় ভূমিকা পালনে সহযোগিতা করেছে। একই সঙ্গে এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে হুয়াওয়ে প্রযুক্তি খাতে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণে সক্ষম হয়েছে।

কাউন্টার পয়েন্ট রিচার্স যারা বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি পণ্যের বাজার নিয়ে গবেষণা করে। তারা বলছে, বৈশ্বিক হাই-এন্ড স্মার্টফোনের বাজারে ২০২৩ সালে হুয়াওয়ে এর মার্কেট শেয়ার পাঁচ শতাংশ বাড়িয়ে সব ব্র্যান্ডের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। এছাড়া ২০২৪ সালের প্রথম দুই সপ্তাহে চীনের বাজারে স্মার্টফোন বিক্রিতে প্রথম অবস্থানে ছিল হুয়াওয়ে। ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে হুয়াওয়ের স্মার্ট ওয়ারেবল পণ্য সরবরাহ ১৫ কোটি ছাড়িয়েছে। আর টানা পাঁচ বছর চীনের স্মার্ট ওয়াচের বাজারে নিজেদের প্রথম স্থানে রাখতে সক্ষম হয়েছে হুয়াওয়ে। এছাড়া হুয়াওয়ের হেলথ অ্যাপের ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪৫ কোটি ছাড়িয়েছে । ২০২৩ সালে অর্থাৎ প্রথম ট্যাবলেট বাজারে নিয়ে আসার এক দশক পর হুয়াওয়ে ১০ কোটির বেশি ট্যাবলেট রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। এবার মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে হুয়াওয়ে ঘোষণা দিয়েছে যে, প্রতিষ্ঠানটি ২০২৪ সালে পেপারম্যাট ডিসপ্লে এবং নিয়ারি-লংক প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ডিজিটাল ক্রিয়েশনে এর বিনিয়োগ বাড়াতে থাকবে। এর ফলে গ্রাহকদের আরও উন্নত ডিজিটাল ক্রিয়াশনের অভিজ্ঞতা প্রদান করা সম্ভব হবে।

হুয়াওয়ের হোস্ট করা গোপয়েন্ট অ্যাক্টিভি-টিকে আরও দেশ ও অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উন্নত করা হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ডিজিটাল আর্ট কমিউনিটির কাছে এটি তখন আরও বেশি কার্যকর হয়ে উঠবে। ২০২৪ একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হতে চলেছে হুয়াওয়ের জন্য। এই বছরে ফ্যাশন-ফরোয়ার্ড ও প্রযুক্তি-চালিত পণ্য, পরিষেবা ও অভিজ্ঞতাকে বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের কাছে আরও সহজলভ্য করে তোলার পাশাপাশি উদ্ভাবনী প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে এই খাতের জন্য এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে হুয়াওয়ে।

তিন পদে লোক নিচ্ছে হুয়াওয়ে বাংলাদেশ

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফিন্যান্স বিভাগের তিনটি পদে লোক নিচ্ছে দিয়েছে হুয়াওয়ে টেকনোলজিস বাংলাদেশ (লিমিটেড)। অভিজ্ঞ প্রার্থীরা আগামী ১১ই মার্চ ২০২৪-এর মধ্যে পদগুলির জন্য আবেদন করতে পারবেন। পদগুলি হলো সিনিয়র ওয়্যারলেস ইঞ্জিনিয়ার, বিজনেস অ্যান্ড প্রজেক্ট ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (বিপিএচফসি) ও কালেকশন ম্যানেজার (ফাইন্যান্স)। ট্রাবেলশুটিং, কনফিগারেশন পরিবর্তন, ফিচার ডেপলয়মেন্ট এবং এলটিই (লং টার্ম ইভো-লউশন) টিডিডি (টাইম-ডিভিশন ডুপ্লেক্স)-এর মতো টেকনিক্যাল প্রজেক্ট পরিচালনা হবে সিনিয়র ওয়্যারলেস ইঞ্জিনিয়ার পদের দায়িত্ব। এই পদের জন্য সিএসই/ইইই/ইসিই/ই-টিই-তে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি ও মাল্টি-ভেন্ডর ওয়্যারলেস প্রোডাক্ট মেইনটেন্যান্সসহ টেলিকম খাতে পাঁচ বছরের বেশি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে। বিজনেস অ্যান্ড প্রজেক্ট ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (বিপিএফসি) পদটিতে নির্বাচিত হতে হলে বিডিং, ঝুঁকি মূল্যায়ন, বাজেট, পূর্বাভাস নির্ণয় ও কর্মদক্ষতা বিশ্লেষণে আর্থিক দক্ষতা থাকতে হবে। পদটির দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে ক্লায়েন্টের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, আর্থিক নির্ভুলতা নিশ্চিত করা এবং কমপ্লায়েন্সে সহযোগিতা করা। প্রার্থীদের ন্যূনতম পাঁচ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কালেকশন ম্যানেজার (ফাই-ন্যান্স) পদটির জন্য পেমেন্ট ফলো-আপ, ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স ও অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল (এআর) ক্লিয়ারেন্সসহ অন্যান্য দক্ষতার প্রয়োজন হবে। পদটির দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যাকাউন্টিং এবং ট্রেজারি টিমের সাথে সমন্বয়, কালেকশন গ্যাপ বিশ্লেষণ এবং এলসি কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা। এই পদের জন্যও আবেদনকারীদেরও কমপক্ষে পাঁচ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

মহাকাশ বিজ্ঞানকে সারা বাংলাদেশের তৃনমুল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যয়ে শেষ হলো এস্ট্রনট ক্যাম্প, কক্সবাজার

অডিটোরিয়ামের বড়পর্দায় ভেসে উঠলো চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি। চন্দ্রযান অ্যাপোলো-১১ এর লুনার মডিউল 'ঈগল' নেমে এলো চাঁদে। নিইল আর্মস্ট্রং ধীরে ধীরে পা রাখলেন। রচিত হলো ইতিহাস। অডিটোরিয়াম ভর্তি শিশু-কিশোররা মহাবিস্ময়ে দেখলো সভ্যতার আখ্যানে লেখা হচ্ছে মানুষের অদম্য সাহস, প্রচেষ্টা ও উদ ৬াবনের জয়জয়কার। এই দৃশ্যটি রচিত হলো কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত এস্ট্রনট ক্যাম্প এ, শিশু-কিশোরদের মহাকাশ বিজ্ঞানে উৎসাহিত করতে এবং মহাকাশের বিভিন্ন বিষয়ে জানানোর উদ্দেশ্যে ৪ থেকে ১৪ বছর বয়সি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম, স্পেস ইনোভেশন ক্যাম্প এবং বেটার টু গেদার বিডির যৌথ উদ্যোগে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হলো এস্ট্রনট ক্যাম্প। আজ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ শহিদ সুভাস হল, কক্সবাজার ইনিস্টিটিউট এবং পাবলিক লাইব্রেরি অডিটে-রিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত আয়োজনটি। আয়োজক সুত্রে জানা যায়, সারা দিন ব্যাপী উক্ত আয়োজনে ছিল এপোলো-১১ মিশন, মার্স রোভার, মুন রোভার নিয়ে স্পেস টক, সেই সাথে ছিল হাতে কলমে মডেল রকেট তৈরী, স্পেস এর আদলে রোবট তৈরী, ভি আর বেইস এস্ট্রনট ট্রেইনিং এবং কুইজ কম্পিটিশন। এর বাইরেও বিশেষ চমক হিসেবে ছিল এস্ট্রনট ফটো বুথ যেখানে শিশু-কিশোররা এস্ট্রনট ড্রেস পড়ে ছবি তুলে। কক্সবাজার এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত আনন্দের সাথে দিন ব্যাপী আয়োজনটিতে অংশগ্রহন করে। আয়োজনটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলো কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) তাপ্তি চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নাছির উদ্দিন, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, কক্সবাজার ও বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল ইয়াসিন আরাফাত এবং মো সালাম সরওয়ার, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ককসবাজার পৌরসভা এছাড়াও দেশে তৈরি প্রথম রকেটের মাস্টারমাইন্ড নাহিয়ান আল রাহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তাপ্তি চাকমা বলেনথ"কক্সবাজারে এই ধরনের এক্টিভিটি হচ্ছে এতে আমি খুব আনন্দিত এবং আমি মনে করি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে মহাকাশ বিজ্ঞানে উৎসাহিত করার জন্য এই ধরনের ক্যাম্প আরোও বেশি বেশি দরকার। বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম এর প্রেসিডেন্ট ও নাসা স্পেস এন্স চেলেঞ্জ বাংলাদেশ এর উপদেষ্টা আরিফুল হাসান অপু বলেন, ২০২৮ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী কে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করার লক্ষ্য কাজ করছে বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম, তারই অংশ হিসাবে কক্সবাজারে আমাদের এই কেম্প, স্পেস সায়েন্স ও স্পেস এক্সপোরেশন নিয়ে ছাত্র ছাত্রী দের অনেক জানার আগ্রহ রয়েছে, আমরা চাই স্পেস গবেষণায় ছোট ছোট এক্টিভিটির মাধ্যমে বিজ্ঞানের যে আনন্দ তা কন্টিনিউ রাখা এবং তাদের বিজ্ঞানের প্রতি আরও আগ্রহী করা তোলা আয়োজনটিতে সাপোর্ট পার্টনার হিসেবে ছিলেন ইজি কম, ব্যাবিলন রিসোর্সেস, রোবাস্ট রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড এবং সেন্টার ফর হিউম্যান রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, পেমেন্ট পার্টনার সুর্য পে। প্রতিযোগিতার পাশাপাশি, ডিআইএস অনেক বিনোদনমূলক কার্যক্রমেরও আয়োজন করে, যেমনঃ একটি ট্রামপোলিন, পাপেট শো, প্যালিওন্টোলজি প্রদর্শনী, লেগো রোবোটিক্স ডেমো, হিউম্যানয়েড রোবোটিক্স ডেমো, এবং লাইভ বিজ্ঞান পরীক্ষা, যা ছাত্র এবং অভিভাবক উভয়ের জন্য আকর্ষক ডাইভারশান প্রদান করে। পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল পরিবেশ-সচেতন ফ্যাশন শো যাকে বলা হয় 'ট্র্যাশন শো', যা সম্পূর্ণভাবে ডিআইএস কমিউনিটি সার্ভিস ক্লাবের ছাত্রদের দ্বারা আয়োজন করা হয়েছিল। তারা পুনর্ব্যবহারযোগ্য আইটেমগুলি থেকে পোশাক তৈরি করে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে একটি শক্তিশালী বার্তা প্রেরণ করে তাদের সৃজনশীলতা প্রদর্শন করে।

বাংলালিংক-এর মূল কোম্পানি ভিওন 'এএ' ইএসজি রেটিং অর্জন করেছে

বাংলালিংক-এর মূল কোম্পানি ও বিশ্বের অন্যতম ডিজিটাল অপারেটর ভিওন, পরিবেশ-গত, সামাজিক ও সুশাসনমূলক (ইএসজি) কাজে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মরগান স্ট্যানলি ক্যাপিটাল ইন্টারন্যাশনাল (এমএসসি-সআই) কর্তৃক 'এএ' রেটিং অর্জন করেছে।

বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সেবা প্রদান করে থাকে এমএসসিআই।

বাংলালিংকসহ বিশ্বজুড়ে ভিওন-এর অন্যান্য অপারেটররা টেকসই ও ডিজিটালি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে এই সামগ্রিক রেটিং অর্জনে গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বাংলালিংক তাদের 'সকলের জন্য ফোর-জি' কার্যক্রমের বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতোমধ্যে দেশের বিশালসংখ্যক জনগোষ্ঠীর কাছে ডিজিটাল সেবার সুফল পৌঁছে দিয়েছে। এই প্রচেষ্টা দেশের ডিজিটাল রুপান্তরের ক্ষেত্রে ও সরকারের "স্মার্ট বাংলাদেশ"-এর লক্ষ্য পূরণে গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বাংলালিংক-এর ইএসজি এজেন্ডা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০২৬ সাল নাগাদ কোম্পানিটি নারী কর্মীদের সংখ্যা ৩ শতাংশ বাড়িয়ে ২৯ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে। সম্প্রতি বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড মোবাইল কংগ্রেস'-এ জিএসএ-মএ-এর 'কানেক্টেড উইমেন ইনিশিয়েটিভ'-এর সাথে যৌথভাবে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। এছাড়াও, বাংলালিংক এর উদ্ভাবনী ডিজিটাল প্যাটফর্ম মাইবিএল সুপার অ্যাপ ও টফি-এর মাধ্যমে শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে লাখো মানুষের জীবনে অবদান রেখে যাচ্ছে। মাইবিএল সুপার অ্যাপ দেশের প্রথম টেলকো সুপার অ্যাপ, বর্তমানে এর আশি লাখেরও বেশি মাসিক সক্রিয় গ্রাহক রয়েছে। সম্প্রতি বাংলালিংক টেকসই ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করেছে, যা কার্বন নিঃসরণ কমানোর পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখছে। এই অর্জন কর্মীদের সম্পৃক্ততা ও তাদের সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ভিওন-এর প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। ভিওন-এর গ্রুপ সিইও কান তেরজিওগু কোম্পানির কর্মচারী ব্যবস্থাপনা নিয়ে গর্বিত, কারণ এটি সংশিষ্ট সেক্টরের অন্য সকলের চেয়ে মানসম্মত। ১৬ কোটিরও বেশি গ্রাহক নিয়ে বিশ্বের ছয়টি দেশে বিস্তৃত ভিওন-এর সফলতার মূলে রয়েছে বেশকিছু গুরত্বপূর্ণ মৌলিক সিদ্ধান্ত। এরমধ্যে অন্যতম হলো, ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন, সুশাসন নিশ্চিত-কারী নীতিমালাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করা। বাংলালিংক-এর সিইও, এরিক অস বলেন, "ভিওন এর 'এএ' রেটিং কেবলমাত্র 'সবার জন্য ফোর-জি' উদ্যোগের প্রতি বাংলালিংকের নিষ্ঠাকেই নির্দেশ করে না, বরং সকলের জন্য উদ্ভাবনী ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর বিশেষ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয় । বাংলালিংক-এর গৃহীত কার্যক্রমগুলির মূলে ছিলো সবার জন্য উপযোগী কর্মপরিবেশ নিশ্চতি করা, বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাওয়া।" এই অর্জনটি বিশ্বব্যাপী ১৩১টি টেলিযোগাযোগ সেবা সংস্থার মধ্যে ভিওনকে 'নেতৃত্বদানকারী' বিভাগে স্থান দেয়, যা টেকসই এবং নৈতিক ব্যবসায়িক অনুশীলনের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রমাণ।

আগামী ১ বছরের মধ্যে ৫০০+ নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করবে অনলাইন মার্কেটপেস বিক্রয়

বাংলাদেশের বৃহত্তম ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনলাইন মার্কেটপেস বিক্রয়, প্রতিষ্ঠানের ত্রৈমাসিক নারী কর্মীদের সম্মিলন 'মনের জানালা'-এর মাধ্যমে এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উদযাপন করেছে। রাজধানী ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নারী নেতৃত্বকে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বিক্রয়। অনুষ্ঠানে বিস্তৃত সেবা প্রদানের মাধ্যমে আগামী এক বছরের মধ্যে ৫০০ এরও বেশি নারীর ক্ষমতায়ন করার প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিয়েছে বিক্রয়। আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক; 'পাওয়ার অব শি' এর প্রকল্প প্রধান ও বাংলাদেশ টেলিভশনের উপস্থাপিকা সাবিনা স্যাবি। আরও ছিলেন বিক্রয়- এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঈশিতা শারমিন সহ বিক্রয়-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। বিক্রয়-এর 'মনের জানালা' উদ্যোগটি গত আট বছর ধরে লিঙ্গ সমতা প্রচারে এবং এর নারী কর্মীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী লালন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অনলাইন মার্কেটপেসে নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও, মুক্ত আলোচনা ও সহায়ক কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিক্রয় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতিকে উত্সাহিত করেছে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ১২তম বছরে পদার্পণ করে, বিক্রয় ইতোমধ্যে ১০০ জনেরও বেশি নারী উদ্যোক্তার জীবনে প্রভাব ফেলেছে। এখন এর সেবা প্রদানের মাধ্যমে শীর্ষস্থানীয় এ মার্কেটপেস আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: আগামী এক বছরের মধ্যে ৫০০ জনেরও বেশি নারীর ক্ষমতায়ন। এছাড়াও, ২০২০ সালে ই-ক্যাব থেকে 'ব্র্যান্ড লিডারশিপ', 'বেস্ট এমপয়ার ব্র্যান্ড ফর ইন্টারনেট ক্যাটাগরি' এবং 'ই-কমার্স মুভার্স অ্যাওয়ার্ড'-এর মতো স্বনামধন্য পুরস্কার পেয়েছে বিক্রয়। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের আরও বেশি এলাকায় পৌঁছে দেশের নাগরিকদের ব্যবসায়ের ডিজিটালাইজেশনে সহায়তা করে চলেছে। এতে করে

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এসব মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের ক্ষমতায়নেও সক্ষমতা অর্জিত হয়। বিক্রয়-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঈশিতা শারমিন বলেন, "আমাদের প্রতিষ্ঠানে নারী নেতৃত্বের উলেখযোগ্য অগ্রগতি দেখতে পেরে আমি আনন্দিত। টি বাংলাদেশের ই-কমার্সের ক্ষেত্র গঠন করার পাশাপাশি অন্য নারীদের উন্নতির জন্য অনুপ্রাণিত করবে। আগামী বছরে ৫০০ জনেরও বেশি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের যে প্রতিশ্রুতি, তা আমাদের লিঙ্গ-সমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায নের প্রতি আমাদের অটল অঙ্গীকারের প্রতিফ-লন। দেশব্যাপী উদ্যোক্তাদের একত্রিত করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায়, আমরা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং বিশ্বস্ত মার্কেটপেস হওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি।"

স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক; 'পাওয়ার অব শি' এর প্রকল্প প্রধান ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপস্থাপিকা সাবিনা স্যাবি বলেন, "বিক্রয়-এর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বিশেষ এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে আমি সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগু-লাকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের নারী কর্মজীবীরা অসাধারণ কৃতিত্বের উদাহারণ দিয়েছেন। তাঁদের এই অর্জন নির্ভীক পথচলায় অন্যদের সাহস জোগ-াবে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই পরিবর্তন সম্ভব এবং আমাদের সকলকে কর্মক্ষেত্রে নারীর শক্তি এবং সহনশীলতাকে উদযাপন করতে হবে।" একাধিক মেম্বারশিপ বেনেফিটস এর মাধ্যমে বিক্রয় বিভিন্ন উদ্ভাবনী সুবিধার প্রতিশ্র-তি বাস্তবায়ন করে। বাড়তি অ্যাড পোস্টিং, ট্রাস্ট-বিল্ডিং টুলস ও কমপিমেন্টারি প্রোমোশন-এর মাধ্যমে ব্যবসায়ের পরিচিতি বাড়ানো সম্ভব। অটো রিনিউয়াল, ডিটেইলড অ্যানালি-টিকস ও ডেডিকেটেড সাপোর্ট- এর মতো ফিচারের সাহায্যে কার্যক্রম পরিচালনা সহজতর হয়। এই ইকোসিস্টেম সকল সদস্যের প্রবৃদ্ধি ও সাফল্যের উপর অগ্রাধিকার দেয়, যা স্বচ্ছতা এবং সহজে বিক্রয়-এর প্যাটফর্ম ব্যবহারের উপযোগিতাকে প্রতিফলিত করে।

এআই সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে অপো, রেনো সিরিজে জেনারেটিভ এআই ফিচার চালুর ঘোষণা

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি কোম্পানি অপো এআই সেন্টার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। নতুন এই সেন্টারের লক্ষ্য হলো এআই ও এর প্রয়োগের পর্যবেক্ষণ ও বিকাশের মাধ্যমে অপোর এআই সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যবহ-ারকারীদের জন্য বৃহৎ পরিসরে এআই ভিত্তিক পণ্য ও ফিচারের উপর গবেষণা করা। এর মাধ্যমে অপো ব্যবহারকারীদেরকে এআইয়ের সেরা অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম হবে।

অপো ঘোষণা করেছে যে, ২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের মধ্যে অপো রেনো ১১ সিরিজটিতে উ-দ্ভাবনী অপো এআই ইরেজার ফাংশনসহ বিভিন্ন উন্নত জেনারেটিভ এআইয়ের সুবিধা যোগ করা হবে। এই অগ্রগতিগুলি এআইয়ের ক্ষেত্রে অপোর অগ্রগামী ভূমিকা ও বিশ্বব্যাপী ব্যবহ-ারকারীদের জন্য এআইয়ের ব্যবহার সহজ করতে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। "ফিচার ফোন এবং স্মার্টফোনের পর পরবর্তী প্রজন্মের এআই স্মার্টফোনগুলি মোবাইল ফোন শিল্পের তৃতীয় প্রধান রূপান্তরকে প্রতিনিধিত্ব করবে। এআই স্মার্টফোনের যুগে মোবাইল ফোন শিল্প ও ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা - উভয়ই বৈপবিক পরিবর্তনের সাক্ষী হবে," বলেছেন অপোর চিফ প্রোডাক্ট অফিসার পিট লাউ। "অপো এআই স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে এবং এর উন্নয়ন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা অন্যান্য অংশীদারদের সাথে যৌথভাবে মোবাইল ফোন শিল্পের উদ-ভাবনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং মোবাইল ফোনের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতাকে পুনর্নির্মাণের জন্য কাজ করতে আগ্রহী।"

অপো এআই স্মার্টফোনের চারটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উলেখ করেছে

এআই স্মার্টফোন যুগের প্রেক্ষাপটে অপো দূরদর্শী গবেষণা এবং লার্জ মডেল ও জেনারে-টিভ এআই প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের ভিত্তিতে এআই স্মার্টফোনের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা দিয়েছে:

*এআইয়ের যুগে জেনারেটিভ এআইয়ের কম্পিউটেশনের চাহিদা মেটাতে এআই স্মার্টফোনগুলিকে অবশ্যই কম্পিউটিং রিসোর্সগুলিকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

*এআই স্মার্টফোনগুলিকে সেন্সরের মাধ্যমে সময়মতো ব্যবহারকারী ও পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত জটিল তথ্য বুঝে বাস্তব বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

*এআই স্মার্টফোনগুলির উন্নত সেলফ লার্নিংয়ের ক্ষমতাও থাকতে হবে।

*এআই স্মার্টফোনগুলির বিভিন্ন কন্টেন্ট তৈরি করার ক্ষমতা থাকবে। এর মাধ্যমে ব্যবহারক-ারীরা ক্রমাগত অনুপ্রেরণা ও জ্ঞান অর্জনে সহায তা পাবে।

এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে এআই স্মার্টফোন মোবাইল শিল্পে বিপব ঘটাবে। বিভিন্ন এআইভি-ত্তিক সেবা ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টে একীভূত করা হবে, যা ব্যবহারকারীদেরকে তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা আরও ভালভাবে পূরণ করতে সক্ষম করবে। নতুন এই ইকোসিস্টেম বর্তমানের অ্যাপ ইকোসিস্টেমকেও আরও উন্নত করবে। অপো এই নতুন ইকোসিস্টেমকে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন এআই সুবিধার পাশাপাশি ডেভেলপমেন্ট প্যাটফর্মের সুবিধাও প্রদান করবে।

রেনো সিরিজে থাকবে জেনারেটিভ এআই ফিচার

অপো এর নিজস্ব লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল অ্যানডেসজিপিটি প্রকাশ করেছে। এতে রয়েছে ১৮০ বিলিয়ন প্যারামিটার । তিনটি প্রধান প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের - ডায়লগ এনহ্যান্সমেন্ট, পার্সোনালাইজেশন ও ক্লাউড-ডিভাইস কোলাবরেশন - উপর নির্ভরশীল এই মডেলটির সক্ষমতার মূল লক্ষ্য হলো - নলেজ, মেমোরি, টুলস ও ক্রিয়েশন। নতুন অপো ফাইন্ড এক্স৭ সিরিজে চালু হওয়ার পর অপোর জেনারেটিভ এআইয়ের সুবিধা যেমন ছবিতে ইন্টেলিজেন্ট অবজেক্ট রিমুভাল ও ফোন কনভারসেশন সামারি প্রযুক্তি খাতে ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

এনডিএফ বিডি'র লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন ড. মোঃ সবুর খান

এনডিএফ বিডি লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৪' প্রদান করা হয় দেশের প্রখ্যাত শিক্ষা ও আইসিটি ব্যক্তিত্ব, ডেফোডিল ফ্যামিলি ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. মোঃ সবুর খানকে। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও শিক্ষাখাতে অসামান্য অবদান এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ এনডিএফ বিডি'র ১৬তম জাতীয় বিতর্ক কার্নিভ্যাল ২০২৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মোঃ সোহরাব হোসাইন গতকাল (১লা মার্চ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ড. মোঃ সবুর খানের হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শিক্ষা পরিদপ্তরের সম্মানিত পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারল মোঃ রেজাউল ইসলাম পিএসসি, পিএইচডি এবং ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এনডিএফ বিডি'র চেয়ারম্যান, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক 'বুলু' অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত ডিইউডিএস-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট, জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন এবং বহুজাতিক কোম্পানীর সিইও একেএম শোয়েব। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনডিএফ বিডি'র মহাসচিব আশিকুর রহমান আকাশ, কার্নিভ্যালের আহবায়ক তাহসিন রিয়াজ।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তৃতীয়বারের মত "ডিআইইউ মিনি ম্যারাথন" আয়োজন

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির হেলথ এন্ড ফিটনেস ক্লাবের উদ্যোগে ও 'ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স' বিভাগের সহায়তায় তৃতীয়বারের মত 'ডিআইইউ মিনিম্যারাথন ২০২৪' এর আয়োজন করা হয়। এতে ২৩০ জন পুরুষ শিক্ষার্থী ও ২০ জন মহিলা শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। পুরুষদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাথিল রেজা শুভ, দ্বিথীয় স্থান অর্জন করেন 'ফিজিক্যাল এডকেশন এন্ড্ স্পোর্টস সায়েনস্' বিভাগের মোঃ শাশীম হোসেন এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন একই বিভাগের তাওহিদ হাসান। মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন 'ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স্' বিভাগের নুরুন্নাহার, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ঐশী সালওয়া এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জাহিন মুমতাহা খান। মিনি ম্যারাথনের পার্টনার হিসেবে ছিল প্রাণ গ্রুপ, নেসলে বাংলাদেশ ও ই-বণিকবার্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এম লুৎফর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে ম্যারাথন বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিআইইউ হেলথ এন্ড ফিটনেস ক্লাবের মডারেটর ড. তানভীর আবীর, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. আল্ল্যাইয়ার, বণিকবার্তার বিজনেস ডেভেলাপমেন্ট এন্ড ব্র্যান্ডিং এর প্রধান মনজুর হোসেন, 'ফিজিক্যাল এডকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স্' বিভাগের অধ্যাপক ড, মোঃ সোহেল, পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান ও স্পোর্টস ক্লাবের উপদেষ্টা ড. এ বি এম কামাল পাশা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেফটি সিকিউরিটির পরিটালক মেজর শাহ আলম (অবঃ), উপ-পরিচালক কাজী মোঃ দিলজেব কবির, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর মোঃ রাকিব খান ও সহকারি পরিচালক স্বাদ আন্দালিব জয়।

ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এসসি. ইন সাইবার সিকিউরিটি প্রোগ্রামের উদ্বোধন

শিক্ষাগত উৎকর্ষ এবং ডিজিটাল সমাজের বিকশিত চাহিদা মেটানোর অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আগামী ফল সেমিস্টার ২০২৪ (জুলাউ) থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিাগের অধীনে এম. এসসি. ইন সাইবার সিকিউরিটি প্রোগ্রাম চালু করা হয়। আজ ০৯ মার্চ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে এ কোর্সের আনুষ্ঠানিকউদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সীর মহাপরিচালক আবু সৈয়দ মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঈস্থফেসর ড. এম লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ।ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের চীফ টেকনিক্যাল অফিসার প্রকৌশলী মোঃ মুশফিকুর রহমান, নগদ লিমিটেডের টেকনোলজি অডিটের সিনিয়র ম্যানেজার এন এম আই রাইসুল বারী, এসিএনএ বি আই এন চাটার্য একাউন্টেন্টস এর পরিচালক (আইটি অডিট) এ এন এম সাখাওয়াত হোসেন, বাইটস কেয়ার লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাএম গোলা-

াম সারওয়ার ও আশা ইন্টারন্যাশনালের হেড অব ইনফরমেশন সিকিউরিটিমোঃ সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যেও মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. সৈয়দ আকতার হোসেন, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিয় বিভাগের প্রধান ইমরান মাহমুদ এম. এসসি. ইন সাইবার সিকিউরিটির প্রোগ্রামের পরিচালক ও সহযোগী অধ্যাপক মোঃ মারুফ হাসান। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্রবিন্দু এবং সাইবার নিরাপত্তা ছাড়া জীবন ঝুঁকিপূর্ণ। সামাজিক মাধ্যম থেকে অনলাইন ব্যাংকিং পর্যন্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা, সাইবার স্পেসে দুর্বলতার দ্বারকেও খুলে দিয়েছে। ইন্টারনেট এবং মোবাইলের দ্রুত বিকাশ, সাইবার নিরাপত্তাকে কেবল ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ের জন্য নয়, পুরো জাতির জন্য প্রধান উদ্বেগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশ যখন স্মার্ট জাতি হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সাইবার সিকিউরিটির ভূমিকা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে, সাইবার সিকিউরিটির পরিদৃশ্য দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। সাইবার হুমকিগুলির বর্ধিত জটিলতা, নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে, যা দক্ষ সাইবার সিকিউরিটি পেশাদারদের ঘাটতিও প্রকাশ করেছে। এই ঘাটতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা, যা বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও শিল্পে প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশে, আমরা এমন বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি, যারা এই ডিজিটাল ক্ষেত্রের জটিলতাগুলো নেভিগেট করতে পারে এবং আমাদের অবকাঠামো এবং তথ্যগুলি সাইবার হুমকিগুলি থেকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম । ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সবসময় কর্মক্ষেত্রের গতিশীল চাহিদা পূরণের জন্য উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল শিক্ষামূলক সমাধান প্রদানের অগ্রণী ভূমিকা রেখে এসেছে। আমাদের সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে এম.এস.সি. প্রোগ্রামটি ডিজিটাল নিরাপত্তা ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি দূর করার একটি কৌশলগত উদ্যোগ। এই প্রোগ্রামটি সাইবারসিকিউরিটি সেক্টরের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী সুনিপুণভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, নিশ্চিত করা হয়েছে যে আমাদের স্নাতকরা শুধু তাত্ত্বিক ধারণাতেই নয়, বাস্তবিক প্রয়োগেও পারদর্শী হবেন। বক্তারা আরো বলেন, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে সাইবার সিকিউরিটির এম.এস.সি. প্রোগ্রামের সূচনা বাংলাদেশ এবং তার বাইরে যোগ্য সাইবার নিরাপত্তা পেশাদারদের জরুরী চাহিদা মেটানোর দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদানে বদ্ধপরিকর, যাতে তারা তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দক্ষতার সমন্বয়ে আধুনিক ডিজিটাল বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হতে পারে। এই প্রোগ্রাম শুধুমাত্র একটি শিক্ষাগত উদ্যোগ নয়; এটি আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ এবং আমাদের ডিজিটাল বিশ্বের নিরাপত্তার প্রতি একটি প্রতিশ্রুতি। আমরা বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ, স্মার্ট এবং ঝুঁকিবিহীন ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রত্যাশা করি।

বনানী ও ধানমন্ডিতে ফুডপ্যান্ডার আয়োজনে ‘গ্র্যান্ড ইফতার বাজার’

দ্বিতীয়বারের মতো রাজধানীর দু’টি এলাকায় ‘গ্র্যান্ড ইফতার বাজার’ আয়োজন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ফুড ও গ্রোসারি ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ফুডপ্যান্ডা। ফুডপ্যান্ডা বাংলাদেশের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আম্বারীন রেজা এবং জুবায়ের বি এ সিদ্দিকী বনানীর সোয়াট ফিল্ডে এ আয়োজনের উদ্বোধন করেন। ঐতিহ্যবাহী ও বিখ্যাত রেস্তোরাঁগুলোর অংশগ্রহণে ‘গ্র্যান্ড ইফতার বাজার’ আয়োজন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ফুড ও গ্রোসারি ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ফুডপ্যান্ডা। রাজধানীর বনানী ও ধানমন্ডিতে এ ইফতার বাজার আয়োজিত হচ্ছে। দ্বিতীয়বারের মতো এ আয়োজনে রমজান মাসজুড়েই এ দুটি স্থান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার গ্রাহকেরা ফুডপ্যান্ডা অ্যাপের মাধ্যমে সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবার অর্ডার করতে পারবেন। পবিত্র রমজানের প্রথম দিন হতে বনানীর সোয়াট ফিল্ড ও ধানমন্ডির সীমান্ত স্কয়ারে এ আয়োজন শুরু হয়ে চলবে শেষ রমজান পর্যন্ত। ফুডপ্যান্ডার এই ইফতার আয়োজনে সহযোগী হিসেবে থাকছে সিটি ব্যাংক, অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস (অ্যামেক্স) ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান নগদ। এ আয়োজনে ফুডপ্যান্ডা অ্যাপের মাধ্যমে পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন রেস্তোরাঁর ইফতার সামগ্রীর পাশাপাশি দেশের নামকরা ও জনপ্রিয় বিভিন্ন রেস্তোরাঁর খাবার কেনার সুযোগ মিলবে। ভেন্যু থেকে সরাসরি ফুডপ্যান্ডার পিকআপ অপশন ব্যবহার করে খাবার কেনার পাশাপাশি ঘরে বসে ফুডপ্যান্ডা অ্যাপ থেকে অর্ডার ডেলিভারি নিতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। যেসব গ্রাহক ভেন্যুতে গিয়ে সরাসরি খাবার কিনতে চান কিন্তু ফোনে ফুডপ্যান্ডা অ্যাপ ইনস্টল করা নেই, তাদের জন্য ভেন্যুতে নির্ধারিত স্বেচ্ছাসেবীরা থাকবেন। যারা ভেন্যু থেকেই ফুডপ্যান্ডা অ্যাপ ইনস্টল করা ও খাবার অর্ডার করে দেয়ায় গ্রাহকদের সহযোগিতা করবেন। এ উৎসবে মিলবে গরম ধোঁয়া ওঠা হালিম, জিবে জল আনা নিহারি, স্পেশাল ফালুদা, বিরিয়ানি বা ঘিয়ে ভাজা মচমচে জিলাপির মতো রোজার ঐতিহ্যবাহী ও মুখরোচক খাবারের সমাহার। ইফতারের এই আয়োজনটি বেলা ২টা থেকেই ফুডপ্যান্ডা অ্যাপে লাইভ হবে। ফুডপ্যান্ডার এ আয়োজনে মোস্তাকিম ভ্যারাইটিজ কাবাব অ্যান্ড স্যুপ, ভাগ্যকুল কাচ্চি ঘর, বিউটি লাচ্চি অ্যান্ড ফালুদা, ডিসেন্ট পেস্ট্রি শপ, বার-বি-কিউ টুনাইট, নিহারিওয়ালা, ডেকচি, স্ট্রিট ওভেন, শর্মা হাউজ, তার্কা, ট্রাই স্টেট ইটারি, হাউজ অব তেহারি এবং ইফতারওয়ালার মতো ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় সব রেস্তোরাঁ অংশ নেবে। ফুডপ্যান্ডা বাংলাদেশের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জুবায়ের বি এ সিদ্দিকী বলেন, আমরা বিশ্বাস করি খাবারই উদযাপনের অনুষঙ্গ আর প্রতিটি উৎসব খাবারের মাধ্যমে আরও স্মরণীয় হয়। গ্র্যান্ড ইফতার বাজার আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রাহকদের ইফতার কেনার অভিজ্ঞতা সহজ ও নির্বিঘ্ন করতে চাই। এ আয়োজনে আমরা পুরান ঢাকা এবং নতুন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী খাবার কেনার সুযোগ তৈরির মাধ্যমে বৈচিত্র্যতা আনার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি এ আয়োজনের মাধ্যমে গ্রাহকদের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে দিতে চাই। বনানী এবং ধানমন্ডিতে এ আয়োজনের মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য সুবিধা আনা এবং এ জায়গা দুটিকে উৎসবের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত। গ্রাহকের প্রতিদিনের ইফতার আয়োজন যাতে স্মরণীয় হয় তা নিশ্চিতে কাজ করবো।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাথে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ইউকে প্রতিনিধি দল

যুক্তরাজ্যের হাউস অফ লর্ডসের ব্যারনেস মনজিলা উদ্দিন এবং গিল্ডফোর্ডের ইউনিভার্সিটি অফ সারের অধ্যাপক ইউ জিওং আজ ১ মার্চ ২০২৪ বাংলাদেশে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) আয়োজিত পারস্পরিক সহযোগিতামূলক বৈঠকে যোগ দেন। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগের একাডেমিক প্রধান, ডিন, অ্যাসোসিয়েট ডিন, প্রক্টর এবং অধ্যাপকগণসহ ড্যাফোডিল ফ্যামিলির গ্রুপ সিইও ড. মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, ডিআইইউ-এর আন্তর্জাতিক বিষয়ক পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ ফখরে হোসেন, ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল কে এম হাসান রিপন এর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা এবং জ্ঞানগর্ভ বৈঠকে মেটাভার্স, বৈশ্বিক ব্যবসার গতিশীলতা এবং সহযোগিতামূলক অধ্যয়নের জন্য উদ্যোক্ত বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে আসে। ।এছাড়াও অংশীদারিত্বের সুযোগ এবং গতিশীলতা প্রোগ্রাম সম্পর্কেও আলোচনা করা হয। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিভার্সিটিস অফ এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (AUAP)-এর সভাপতি ড. মোঃ সবুর খানের ভার্চুয়াল উপস্থিতি আলোচনাকে আরও প্রানবন্ত ও গতিশীল করে তোলে এবং ভবিষ্যতের মিথস্ক্রিয়া সফল হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

ঈদে মার্সেল পণ্য কিনে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাওয়ার সুযোগ

ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ক্রেতাদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে মার্সেলের ডিজিটাল ক্যাম্পেইন। এরই প্রেক্ষিতে ঈদকে সামনে রেখে সারাদেশে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-২০ শুরু করেছে শীর্ষস্থানীয় দেশীয় ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড মার্সেল। পূর্বের মতো ক্যাম্পেইনের এই সিজনেও মার্সেল পণ্যের ক্রেতাদের জন্য রয়েছে বিশেষ চমক। সিজন-২০ এর আওতায় দেশের যেকোনো শোরুম থেকে মার্সেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, টিভি, এয়ার কন্ডিশনার বা এসি, ওয়াশিং মেশিন ও ফ্যান কিনে ক্রেতারা ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পেতে পারেন। রয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার নিশ্চিত উপহার। ১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ থেকে পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত এই সুবিধা পাবেন ক্রেতারা।

গত বৃহস্পতিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত "মার্সেল ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-২০" এর ডিক্লারেশন প্রোগ্রামে এ সব সুবিধা ঘোষণা দেয়া হয়। সে সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এম শোয়েব হোসেন নোবেল, মেজর জেনারেল (অব.) ইবনে ফজল শায়েখুজ্জামান ও নজরুল ইসলাম সরকার, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. হুমায়ুন কবীর, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর দিদারুল আলম খান (চিফ মার্কেটিং অফিসার), তানভীর রহমান, তোফায়েল আহমেদ, সোহেল রানা, মোস্তফা কামাল, আবদুল্লাহ-আল মামুন, শাহজালাল হোসেন লিমন, আমিন খান ও শাহজাদা সেলিম, মার্সেলের হেড অব বিজনেস মতিউর রহমান, মার্সেল ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক নর্থ জোনের ইনচার্জ কুদরত ই খুদা ও সাউথ জোনের ইনচার্জ নুরুল ইসলাম রুবেল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, অনলাইন অটোমেশনের মাধ্যমে গ্রাহকদের আরো দ্রুত ও সর্বোত্তম বিক্রয়োত্তর সেবা দিতে সারা দেশে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে মার্সেল। ইতোমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ক্যাম্পেইনের ১৯ টি সিজন। প্রতিটি সিজনেই গ্রাহকদের কাছ থেকে মিলেছে অভূতপূর্ব সাড়া। এরই প্রেক্ষিতে ঈদকে সামনে রেখে ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের সিজন-২০ শুরু করা হয়েছে।

ঈদ উৎসবে সিজন-২০ এর আওতায় ক্রেতারা দেশের যেকোনো শোরুম থেকে মার্সেল ফ্রিজ, টিভি, এসি, ওয়াশিং মেশিন ও ফ্যান কেনার সময় পণ্যটির ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করা হবে। এরপর ক্রেতার দেয়া মোবাইল নাম্বারে মার্সেল থেকে ফিরতি এসএমএস-এর মাধ্যমে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক বা নিশ্চিত উপহার সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট শোরুম ক্রেতাদেরকে প্রাপ্ত ক্যাশব্যাক বা উপহার বুঝিয়ে দেবে।

কর্তৃপক্ষ জানায়, ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিতে ক্রেতার নাম, মোবাইল নম্বর এবং বিক্রি করা পণ্যের মডেল নম্বরসহ বিস্তারিত তথ্য মার্সেলের সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ফলে, ওয়ারেন্টি কার্ড হারিয়ে ফেললেও দেশের যেকোনো মার্সেল সার্ভিস সেন্টার থেকে দ্রুত সেবা পাচ্ছেন গ্রাহক। অন্যদিকে সার্ভিস সেন্টারের প্রতিনিধিরাও গ্রাহকের ফিডব্যাক জানতে পারছেন। এ কার্যক্রমে ক্রেতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে ক্যাম্পেইনের আওতায় নানা সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

আয়ারল্যান্ডে ৭ম বারের মতো টিভি রপ্তানি করলো ওয়ালটন

দেশের টেলিভিশন বাজারের সুপারব্র্যান্ড ওয়ালটন টিভির গ্রাহকপ্রিয়তা ও চাহিদা ইউরোপের বাজারে প্রতিনিয়ত বাড়ছে। সেইসঙ্গে ইউরোপের ১৪টিরও বেশি দেশে 'মেড ইন বাংলাদেশ' খ্যাত ওয়ালটন টিভির রপ্তানিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি মাসে ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমের দেশ আয়ারল্যান্ডের বাজারে সপ্তম বারের মতো টিভি রপ্তানি করেছে ওয়ালটন। ইউরোপের বাজারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ালটনের গ্লোবাল বিজনেস ইউনিটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট সাঈদ আল ইমরান জানান, আয়ারল্যান্ডের বাজারে ওইএম (ওরিজিনাল ইক্যুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার) পদ্ধতির আওতায় ২০১৯ সালে টিভি রপ্তানি কার্যক্রম শুরু করে ওয়ালটন। ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ও ডিজাইন, উন্নত পিকচার কোয়ালিটি, অত্যাধুনিক ফিচার, আন্তর্জাতিকমানের ডিজাইন, টেকসই ও উচ্চ গুণগতমানের পাশাপাশি সময়োপযোগী বিপণন কৌশলের কারণে অতি অল্পসময়ের মধ্যে আইরিশদের নজর কাঁড়তে সক্ষম হয়েছে ওয়ালটনের তৈরি টিভি। ফলে দেশটির বাজারে 'মেড ইন বাংলাদেশ' ট্যাগযুক্ত টিভির ক্রেতা চাহিদাও বাড়ছে ব্যাপকহারে। যার প্রেক্ষিতে চলতি মাসে রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে আয়ারল্যান্ডে আবার টিভি রপ্তানির শিপমেন্ট সম্পন্ন করেছে ওয়ালটন। ওয়ালটন টিভির চিফ বিজনেস অফিসার প্রকৌশলী মোস্তফা নাহিদ হোসেন বলেন, ইউরোপের বাজারে ২০১৯ সালে টিভি রপ্তানি শুরু করি আমরা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইউরোপের বাজারে ক্রেতাদের মন জয় করে নিচ্ছে ওয়ালটন টিভি। ওয়ালটনের মোট টিভি রপ্তানি আয়ের প্রায় ৯৫ শতাংশই আসছে ইউরোপের বাজার থেকে। তিনি আরো বলেন, করোনা মহামারির প্রভাব, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে ঘিরে ইউরোপের বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টিসহ প্রতিকূল বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতির মধ্যেও ইউরোপের বাজারে এক লাখ ইউনিটেরও বেশি টিভি রপ্তানি করেছে ওয়ালটন। যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রিজার্ভে এসেছে প্রায় ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা।

তিনি জানান, দেশের শীর্ষ টিভি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এখন ওয়ালটন। আমাদের লক্ষ্য-বিশ্বব্যাপী 'মেড ইন বাংলাদেশ' ট্যাগযুক্ত টেলিভিশন ছড়িয়ে দিয়ে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করা। সেই লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বের সেরা ৫টি টেলিভিশন প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকায় পৌঁছানোর মিশন নিয়ে কাজ করছি আমরা। জানা গেছে, ৩৫ টিরও বেশি দেশে, শতাধিক বিজনেস পার্টনারের মাধ্যমে 'মেড ইন বাংলাদেশ' লেবেলযুক্ত টিভি রপ্তানি করছে ওয়ালটন। ওয়ালটন টিভির মোট রপ্তানির ৩৪ শতাংশ ডেনমার্কে, ১৮ শতাংশ জার্মানিতে, ২২ শতাংশ গ্রিসে, ১৫ শতাংশ ক্রোয়েশিয়া ও আয়ারল্যান্ডে, ৬ শতাংশ পোল্যান্ডে এবং ৫ শতাংশ আফ্রিকায় ও অন্যান্য দেশে হয়েছে।

এয়ার গাস ৩ উন্মোচন করলো অপো

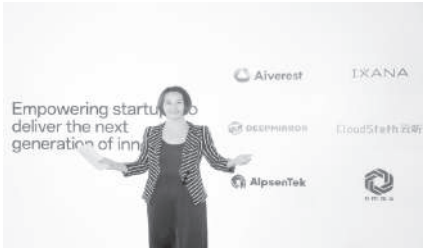

স্পেনের বার্সেলোনায় চলতি বছরের আয়োজিত মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে (এমডবিউসি) 'অপো এয়ার গাস ৩' উন্মোচন করেছে শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক প্রযুক্তি কোম্পানি অপো। এটি অ্যাসিস্টেড রিয়ালিটি চশমার নতুন প্রজন্মের একটি প্রোটোটাইপ। স্মার্টফোনের মাধ্যমে অপো'র অ্যান্ডেসজিপিটি মডেলে প্রবেশ করতে পারবে অপো এয়ার গাস ৩, যা ইউজারকে দেবে একটি নতুন নির্বিঘ্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অভিজ্ঞতা। অনুষ্ঠান আয়োজনের আগেই, 'অপো এআই সেন্টার' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে 'অপো এআই স্মার্টফোন হোয়াইট পেপার' প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি, যা স্মার্টফোনকে একটি এআই স্মার্টফোনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে। চলতি বছরের এমডবিউসি-২০২৪ এ, কোয়ালকম টেকনোলজিস ইনকর্পোরেটেড এবং স্টার্টআপ আলপসেনটেকের সঙ্গে যৌথভাবে অপো একটি নতুন এআই মোশন অ্যালগরিদম চালু করেছে। হাইব্রিড ভিশন সেন্সিং (এইচভিএস) প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে এটি চালু করা হয়েছে, যা উচ্চ-গতির চলমান বস্তুর ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফিতে এনেছে বাড়তি স্বচ্ছতা। এছাড়াও, গুগল, কোয়ালকম টেকনোলজিস ও মিডিয়াটেকের মতো অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে অপো বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন করছে এবং ঘোষণা করেছে যে, অপো স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা শীঘ্রই তাদের ফোনগুলোকে মাইক্রোসফট কোপাইলটের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সক্ষম হবেন। অংশীদারদের সহযোগিতায় এই ইন্ডাস্ট্রিতে উন্নত প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এটি অপো'র প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।

সবচেয়ে হালকা বাইনোকুলার এআর চশমা

টেক্সট, ইমেজ, ভিডিও ও অডিও সহ বিভিন্ন ডেটা বুঝতে দক্ষ এই চশমা। এর মাল্টিমোডাল এআই প্রযুক্তি ভয়সে ও ভিজ্যুয়ালের মতো আরও জটিল ইউজার সিনারিওর বিভিন্ন প্রক্রিয়া করে তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, যা যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর জন্য খুলে দেয় নতুন সম্ভাবনার দ্বার। এই ফিচারগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে এক্সআর (এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি) ডিভাইসগুলো। তবে সত্যিকার অর্থে একটি ব্যক্তিগত, দৈনন্দিন স্মার্ট সহকারীর ভূমিকা নিতে হলে এর প্রয়োজন উন্নত কার্যকারিতা এবং লাইটওয়েট ডিজাইন। এই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে একেবারে নতুন অপো এয়ার গাস ৩ প্রোটোটাইপ চালু করেছে অপো। এক্সআর ডিভাইস ও স্মার্টফোনের মধ্যে ক্রস-ডিভাইস সমন্বয়ের ওপর ভিত্তি করে এআই প্রযুক্তির সম্ভাবনা খুঁজতে নতুন এই প্রোটোটাইপ চালু করা হয়েছে।

এআইয়ের উপর গুরুত্বারোপ

এআই দীর্ঘ সময় ধরে অপোর বিনিয়োগ এবং উন্নয়নের একটি মূল ক্ষেত্র। প্রতিষ্ঠানটি এখন এআইকে দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধির কৌশলের মূলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে। ২০ ফেব্রুয়ারি অপো এআই সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে অপো'র সক্ষমতাকে এআইয়ের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো হবে। এছাড়া এখানে সকলের কাছে এআইয়ের সুবিধা নিয়ে আসার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক এবং ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক প্রযুক্তি ও অ্যাপিকেশন নিয়ে গবেষণা করা হবে।

এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে অপো রেনো১১ সিরিজ এবং অপো ফাইন্ড এন৩ তে অপো এআই ইরেজারসহ বিভিন্ন জেনারেটিভ এআই ফিচার যোগ করা হবে। ভবিষ্যতে অপো জেনারেটিভ এআই ফিচারগুলিকে আন্তর্জাতিক বাজারে রেনো সিরিজের নেক্সট জেনারেশনসহ অন্যান্য পণ্যেও যুক্ত করবে। এর ফলে আরও বেশি ব্যবহারকারী এআইয়ের মাধ্যমে স্মার্ট, কার্যকর এবং সুবিধাজনক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা পাবে।

সহযোগিতামূলক উদ্ভাবনের মাধ্যমে একটি এআই ইকোসিস্টেম গঠন

একটি সম্পূর্ণ এআই ইকোসিস্টেমের জন্য এই ইন্ডাস্ট্রি জুড়ে উন্মুক্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। এই ইকোসিস্টেম তৈরিতে সহায়তা করার অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে অপো এর নিজের উদ্ভাবনের পাশাপাশি বিভিন্ন বৈশ্বিক অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে এআইয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করবে।

অপোর শীর্ষ প্রযুক্তি ও পণ্য এআই সক্ষমতার জন্য স্বীকৃতি অর্জন করেছে

অপো ওডিসি ২০২৩-এ প্রতিষ্ঠানটি এর প্রথম সেলফ-ট্রেইনড জেনারেটিভ এআই মডেল অ্যান্ডেসজিপিটি উন্মুক্ত করেছে। এতে রয়েছে ডায়লগ এনহ্যান্সমেন্ট, পারসোনালাইজেশন ও ক্লাউড-ডিভাইস কোলাবরেশন। অ্যান্ডেসজিপিটির সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে অপো নতুন অপো ফাইন্ড এক্স৭ সিরিজে একটি নতুন এআই ইরেজার ফিচার চালু করেছে।

স্টার্টআপ কমিউনিটি এখন এআই ও অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রেক্ষাপটে অপো এমডবিউসি ফোরওয়াইএফএনের অপো ইন্সপিরেশন জোনে ছয়টি স্টার্টআপকে উপস্থাপন করছে। স্টার্টআপগুলির প্রযুক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে কনট্যাক্টলেস হেলথ মনিটরিং প্রযুক্তি, হৃদযন্ত্র এবং ফুসফুসের শব্দ ধারনের জন্য ইন্টেলিজেন্ট ডায়গনস্টিক সিস্টেম, এআর গেম এবং অন্যান্য অ্যাপিকেশন, যেগুলি এআই প্রযুক্তির বিশাল সম্ভাবনাকে প্রদর্শন করছে।

"মানবতার জন্য প্রযুক্তি, বিশ্বের জন্য সহানুভূতি" এই লক্ষ্যের আওতায় অপো এআইয়ের বিকাশ ও প্রয়োগে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে। বিশ্বের নানা অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি শিল্পখাতে আরও উন্নত পণ্য ও পরিষেবা চালু করবে, যা ব্যবহারকারীদের জন্য উন্নত অভিজ্ঞতা নিয়ে আসার পাশাপাশি আরও উন্মুক্ত ও উন্নত বৈশ্বিক প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

'মোস্ট ইনোভেটিভ কোম্পানি' হিসেবে পুরস্কার পেল র‍্যাবিটহোল

কনটেন্ট ম্যাটার্সের মালিকানাধীন জনপ্রিয় স্পোর্টস ওটিটি ও লাইভ স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম র‍্যাবিটহোলকে এ বছরের 'মোস্ট ইনোভেটিভ কোম্পানি' টাইটেল-এ ভূষিত করেছে ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন কংগ্রেস।

সম্প্রতি মুম্বাইয়ের 'তাজ ল্যান্ড এন্ডস' হোটেলে ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন কংগ্রেস এর ১৬ তম অধিবেশনে কনটেন্ট ম্যাটার্সের হয়ে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কঙ্গোর অনারারী কনসাল জিয়াউদ্দিন আদিল।

বিশ্বের প্রায় ১৮৪ টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন কংগ্রেস প্রতিবছর ১৮টি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দিয়ে আসছে। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের নিয়ে গঠিত জুরি বোর্ড এর বিবেচনায় এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

র‍্যাবিটহোল বাংলাদেশের শীর্ষ স্পোর্টস ওটিটি ও লাইভ স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম। এর পেইড প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৮৫ লক্ষ কাস্টমার এই পর্যন্ত বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ, টি-২০ ওয়ার্ল্ড কাপ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ সহ বিভিন্ন লাইভ স্ট্রিমিং উপভোগ করে আসছে। র‍্যাবিটহোল এর আগে সর্বশেষ ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ এর চ্যাম্পিয়ন দল এবং আইসিটির অস্কারখ্যাত এপিকটা ২০২৪ এর বিশেষ সম্মাননা পেয়েছে।

রংপুরে আসছে আইসিটি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্পের স্টার্টআপ স্কুট লিমিটেড এর ই-বাইক।

আইডিয়া, আইসিটি বিভাগ, ঢাকা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিসিসি এর অধীনে আইডিয়া প্রকল্পের পোর্টফোলিও স্টার্টআপ "স্কুট লিমিটেড" রংপুরে যাত্রা করার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। এরই আলোকে, রংপুরে ই-বাইক শেয়ার সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফ্রাঞ্চাইজি প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে স্টার্টআপ 'স্কুট লিমিটেড' এবং স্কুট রংপুর ফ্রাঞ্চাইজি এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে। রবিবার, ১০ মার্চ ২০২৪ বিকেলে রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও আইসিটি টাওয়ারের আইডিয়া ফ্লোরে এই স্বাক্ষর হয়। এতে স্কুট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী রিদওয়ান আহমেদ এবং স্কুট রংপুর ফ্রাঞ্চাইজি এর প্রধান জেনিথ লিংকন মজুমদার স্বাক্ষর করেন। এ সময়ে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইডিয়া প্রকল্পের কমিউনিকেশন্স বিষয়ক পরামর্শক সোহাগ চন্দ্র দাস, ল্যাব অপারেশন বিষয়ক পরামর্শক আবুল কালাম এহসানুল কালাম আজাদ এবং আইটি সার্ভিস ও সাপোর্ট বিষয়ক পরামর্শক মোঃ মোমেনুল ইসলাম। উলেখ্য, উক্ত এমওইউ এর মাধ্যমে রংপুরে আগামী এপ্রিল, ২০২৪ থেকে

আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে বলে জানায় স্কুট কর্তৃপক্ষ। স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অনুদান প্রাপ্ত স্টার্টআপ স্কুট এক অনন্য সেবা। দৈনন্দিন যাতায়াতের পদ্ধতিকে অধিকতর সাশ্রয়ী, সহজ, ও নিরাপদ করতে স্কুট এর কার্যক্রম আরো প্রসারিত করা হচ্ছে। বর্তমানে খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট এর পরে সফলভাবে সম্প্রতি বগুড়াতেও স্কুট লিমিটেড তার কার্যক্রম চালু করেছে।

বাংলাদেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতি সমৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি এর সঠিক নির্দেশনা ও পরামর্শে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (আইডিয়া) প্রকল্প। এই প্রকল্পটি স্টার্টআপদের উন্নয়নে অনুদান প্রদানের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের কো-ওয়ার্কিং স্পেস, বিজনেস বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ, ফ্যাব ল্যাব সুবিধা প্রদানসহ নানাভাবে সহযোগিতা প্রদান করছে। অনুদানপ্রাপ্ত এ সকল স্টার্টআপদের মধ্যে বেশ কিছু স্টার্টআপ ভালো করছে যার মধ্যে উলেখযোগ্য একটি হল "স্কুট লিমিটেড (Skoot Ltd.)"।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

দেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি) সম্প্রতি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

এ চুক্তির ফলে তিতাস গ্যাস টিঅ্যান্ডডি কোম্পানি লিমিটেডের কর্মীরা ইউসিবি থেকে এক্সক্লুসিভ কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ প্যাকেজ (পেরোল ব্যাংকিং সলিউশন) উপভোগ করবেন। ইউসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আরিফ কাদরী এবং তিতাস গ্যাস টিঅ্যান্ডডি কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো: হারুনুর রশিদ মোল্লার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইউসিবির এসইভিপি ও হেড অব রিটেইল বিজনেস ব্যাংকিং মোহাম্মদ শফিকুর রহমান ও তিতাস গ্যাস টিঅ্যান্ডডি কোম্পানি লিমিটেডের সেক্রেটারি ও মহাব্যবস্থাপক মো: লুৎফুল হায়দার মাসুম ঢাকায় তিতাসের প্রধান কার্যালয়ে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউসিবি থেকে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানি সেক্রেটারি এটিএম তাহমিদুজ্জামান, এসইভিপি এবং ট্রানজেকশন ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান মো: সেকান্দার-ই-আজম এবং তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার মিসেস অর্পনা ইসলামসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

উপায়ের ফ্রিল্যান্সার মিটআপে ডিজিটাল অর্থনীতি ত্বরান্বিত করার ওপর গুরুত্বারোপ

দেশের জনপ্রিয় মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রতিষ্ঠান উপায় সম্প্রতি দেশের ফ্রিল্যান্সার ও খাতসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি মিট-আপের আয়োজন করে। আয়োজনে এই খাতের সম্ভাবনা এবং ফ্রিল্যান্সারদের পেশাগত সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

রাজধানীর গুলশানে ইউসিবি'র প্রধান কার্যালয়ে 'ফ্রিল্যান্সারস কন্ট্রিবিউশন টু বিল্ডিং স্মার্ট বাংলাদেশ অ্যান্ড এমএফএস অ্যাজ গ্রোথ ফ্যাসিলিটেটর' - এ প্রতিপাদ্য নিয়ে মিটআপটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ইউসিবি'র অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) ও উপায়ের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য এটিএম তাহমিদুজ্জামান; উপায়ের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) সৈয়দ মো. এনামুল কবির এবং স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড প্রোডাক্টের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মো. মৌলুদ হোসেন সহ ইউসিবি ও উপায়ের সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেশন পরিচালনা করেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও যুব কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মুনির হাসান। বিভিন্ন পেশা ও বয়সের ত্রিশের বেশি ফ্রিল্যান্সার স্বতস্ফূর্তভাবে এ আয়োজনে অংশগ্রহণ নেন।

এ ধরনের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধনশীল ফ্রিল্যান্সার খাত, এর নিহিত সম্ভাবনা এবং কীভাবে এ খাতকে সর্বোচ্চ ফলপ্রসূ করে তোলা যায় - এ বিষয়গুলো নিয়েই মূলত সেশনে আলোচনা হয়। মুনির হাসান বলেন, "আমাদের ফ্রিল্যান্সারদের নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়; যার মধ্যে রয়েছে দৈনিক ও মাসিক লেনদেনের অপর্যাপ্ত সীমা, মুদ্রা বিনিময় হার ও প্রণোদনা পাওয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা। যদিও, সামগ্রিকভাবে এ অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। এখন ফ্রিল্যান্সিং কাজের জন্য নতুন নতুন স্বীকৃত চ্যানেল হচ্ছে। তবে, উন্নতির এ প্রক্রিয়াকে আমাদের ত্বরান্বিত করতে হবে। এজন্য সরকার থেকে সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, ব্যাংকগুলোও ফ্রিল্যান্সিং খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে প্রচারণাসহ কার্যকরী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ পারে। এ প্রেক্ষিতে, আমি ইউসিবি ও উপায়ের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। তারা পেওনিয়ারের সাথে অংশীদারিত্বে দেশে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য পেমেন্ট গেটওয়ে সুবিধা নিয়ে এসেছে, যা ফ্রিল্যান্সিং খাতের প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।"

এটিএম তাহমিদুজ্জামান বলেন, "গত বছর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিবেদনে অনুসারে বিশ্বের মোট ফ্রিল্যান্সারের ১৪ শতাংশ বাংলদেশ থেকে। আমরা যদি এই বিপুল পরিমাণ ফ্রিল্যান্সারদের সঠিক ও সময়োপযোগী সমাধান দিয়ে দক্ষ করে তুলতে পারি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও ডিজিটাল অর্থনীতির মাধ্যমে একটি স্মার্ট জাতি গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করছেন।"অনুষ্ঠানে উপস্থিত ফ্রিল্যান্সাররাও সহজে উপায় ওয়ালেট ব্যবহারের সুবিধা নিয়ে মতামত ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এক্ষেত্রে উপায় ও ইউসিবির প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। সহজে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করতে পারায় তারা ইউসি-বি-উপায় প্রিপেইড কার্ডের প্রশংসা করেন। এছাড়া, ডিজিটাল মিডিয়া মার্কেটিং পেমেন্ট, মার্চেন্ট পেমেন্ট (অনলাইন এবং অফলাইন) এবং বিশ্বব্যাপী এটিএম নগদ উত্তোলন সুবিধা থাকার কারণে ইউসিবি-উপায় প্রিপেইড কার্ড নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন উপস্থিত ফ্রিল্যান্সাররা।

উন্নত ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে শীর্ষস্থানীয় তিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইউসিবির সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গোবাল প্যাটফর্ম টিকটকে সম্প্রতি হয়ে গেল '#ক্রিয়েট অন টিকটক' প্রতিযোগিতা। ইউনি-ভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের (ডিআইএমএফএফ) আর সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিজয়ীদের মধ্যে শীর্ষ ১০ জনের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রগুলো মহাখালীর এসকেএস টাওয়ারের সিনেপেক্সে গত ২৯ জানুয়ারি প্রদর্শিত হয়। যেখানে উঠে আসে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সৃজনশীলতার সাথে টিকটক ব্যবহার। চলচ্চিত্রের স্ক্রিনিংয়রে পাশাপাশি ভার্টিক্যাল ভিডিও ফরম্যাটে গল্প বলার কৌশল দেখানো হয় এখানে। মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরিতে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের উৎসাহিত করার জন্য এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে টিকটক। প্রতিযোগিতার বিজয ীরা হলেন আবরার জাহিন, রায়েদ জাকওয়ান, আহনাফ আলি, আশরাফউদ্দিন রাহাত, সাদিকুল ইসলাম, শেখ তাসিন, ইসফার মোস্তাকিম, তাকদির তালহা, রনি শারাফাত এবং মোহাম্মদ রাফসান। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির জন্য টিকটক থেকে তাদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। আহনাফ আলি বলেন, '#ক্রিয়েট অন টিকটক' প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শর্ট-ফর্ম কনটেন্ট তৈরিতে পরিবর্তন আনার জন্য এবং ভার্টিক্যাল ফরম্যাটে যারা সৃজনশীল গল্প তুলে ধরেছে তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য টিকটক এবং ইউল্যাবকে ধন্যবাদ। আমি এর অংশ হতে পেরে আনন্দিত। " মোহাম্মদ রাফসান বলেন, "টিকটকে তৈরি করা আমার কনটেন্ট এমন বড় পর্দায় দেখার বিষয়টি সত্যি দারুণ ছিল। এমন সুযোগ দেয়ার জন্য '#ক্রিয়েট অন টিকটক' এবং প্রচারণার জন্য ডিএমআইএ-ফএফ-কে ধন্যবাদ। ডিআইএমএফএফ-এর সোশ্যাল মিডিয়া পেজ এবং টিকটকে একটি ডেডিকেটেড মাইক্রো-সাইটের মাধ্যমে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের চলচ্চিত্র জমা নেয়া হয়। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এই প্রচারণা একটি নতুন সুযোগ যেখানে তারা তাদের গল্পগুলো বৃহত্তর দর্শকদের কাছে তুলে ধরতে পারে। এই ক্যাম্পেইনের বিচারক হিসেবে ছিলেন পরিচালক শহীদ গগন, চলচ্চিত্র সমালোচক সাদিয়া খালিদ রীতি এবং পরিচালক নাজমুল হাসান সুকর্ণ। ডিজিটাল গল্প বলার ক্ষেত্রে নতুনত্ব তুলে ধরাই ছিল এই ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য।

উপায় এর মাধ্যমে মাসিক কিস্তি প্রদান করতে পারবে ইফাদ অটোসের গ্রাহকরা

দেশের দ্রুত বর্ধণশীল মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান উপায় এর মাধ্যমে গ্রাহকের মাসিক কিস্তি সংগ্রহ ও কর্মীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য ইফাদ অটোস ও উপায় এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

ইফাদ অটোস লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক উথিয়া বকশী আবির ও উপায় এর চিফ বিজনেস অফিসার মো. মাহবুব সোবহান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে ইফাদ অটোস লিমিটেডের গ্রাহকরা তাদের মাসিক কিস্তি উপায় এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন। একইসাথে ইফাদ অটোস এর কর্মীদের বেতন-ভাতা উপায় এর মাধ্যমে প্রদান করতে পারবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপায় এর চিফ বিজনেস অফিসার মো. মাহবুব সোবহান বলেন, "ইফাদ অটোস এর বিভিন্ন কারখানার কর্মীদের বেতন-ভাতা প্রদান করতে এবং গ্রাহকদের মাসিক কিস্তি সংগ্রহের জন্য উপায়কে নির্বাচন করায় আমরা আনন্দিত। আশা করি ইফাদের কর্মী ও গ্রাহকরা নির্বিঘ্নে উপায় এর বিভিন্ন সেবা উপভোগ করতে পারবেন।"

ইফাদ অটোস লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক উথিয়া বকশী আবির বলেন, "আমাদের কর্মী ও গ্রাহকদের সুবিধার কথা চিন্তা করে এবং উপায় এর ইউনিক কিছু নতুন ফিচার থাকায় আমরা উপায়কে নির্বাচন করেছি। ভবিষ্যতে ইফাদ ও উপায়ের মধ্যে আরও নতুন নতুন সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি।"

উপায় এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইফাদ অটোসের পক্ষ থেকে এর এজিএম-ফাইন্যান্স নাফিজুল ইসলাম চৌধুরী ও এজিএম-ইম্পোর্ট এন্ড কমার্শিয়াল মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ এবং উপায় এর পক্ষ থেকে এর উপপরিচালক শামস আজাদ; সহকারী ব্যবস্থাপক মো. মামুনুর রশিদ; সহকারী পরিচালক মামুন রেজা; অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার মাইনুল ইসলাম চৌধূরী সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০২১ সালের ১৭ মার্চ আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি 'উপায়'। বর্তমানে উপায় ইউএসএসডি ও মোবাইল অ্যাপ উভয়ের মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন এমএফএস সেবা প্রদান করছে। উপায় এর মাধ্যমে গ্রাহকরা সব ধরনের আর্থিক লেনদেন যেমন: ক্যাশ-ইন, ক্যাশ-আউট, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, মার্চেন্ট ও ই-কমার্স পেমেন্ট, রেমিট্যান্স, বেতন ও সরকারি ভাতা গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফি, মোবাইল রিচার্জ ছাড়াও উপায় প্রি-পেইড কার্ড, সেতুর টোল প্রদান, ট্রাফিক ফাইন পেমেন্ট এবং ভারতীয় ভিসা ফি পেমেন্টের মতো সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

চাঁদপুরে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির কৃষি উদ্যোক্তা সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) পিএলসির 'ভরসার নতুন জানালা' শীর্ষক কৃষি সহায়তামূলক প্রকল্পের অধীন চাঁদপুরে কৃষি উদ্যোক্তা সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চাঁদপুর পুরানবাজার ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে চাঁদপুর জেলার ৮টি উপজেলা থেকে প্রায় আড়াইশ কৃষি উদ্যোক্তা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ-মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন উপায়-ইউসিবির উপদেষ্টা জিষ্ণু রায় চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) পিএলসির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানী সেক্রেটারি এটিএম তাহমিদুজ্জামান, বাংলাদেশ টেলি-ভশনের মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও কৃষিতথ্য বিশ্লেষক রেজাউল করিম সিদ্দিক, জেলা প্রশাসক কামরুল হাসান, চাঁদপুর পৌরসভার মেয়র মো. জিল্লুর রহমান (জুয়েল), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইয়াসির আরাফাত, পুরানবাজার ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ রতন কুমার মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ইউসিবি ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রশিক্ষণার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি আমাদের কৃষি খাত। এই খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক নিজেদের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে কৃষিখাতে যে সহায়তামূলক প্রকল্প 'ভরসার নতুন জানালা' গ্রহণ করেছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অন্য সব ব্যাংকও যদি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে কৃষিখাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব।

ডা. দীপু মনি আরো বলেন, কৃষিতে তরুণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে কৃষিকে লাভজনক পেশায় পরিণত করতে হবে। এজন্য কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টির বিকল্প নেই। কৃষি উদ্যোক্তা তৈরিতে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এক ইঞ্চি খালি জায়গাও অনাবাদী রাখা যাবে না। এই কৃষি ক্ষেত্রটা যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে বাংলাদেশ কৃষিতে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে। দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিদেশেও খাদ্য রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কৃষকদের মুখ্য ভূমিকার উপর জোর দেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) পিএলসির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানি সেক্রেটারি এটিএম তাহমিদুজ্জামান। তিনি তাঁর বক্তৃতায় টেকসই কৃষির উন্নয়নে অবদান রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে কৃষকদের ক্ষমতায়নে ইউসিবির অবদানের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রায়োগিক দক্ষতার উন্নয়ন, বাজার ও বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কৃষিঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা ও সুদের হারসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদান করা হয়।

ভরসার নতুন জানালা প্রকল্পের আওতায় ইউসিবি ইতোমধ্যে ৫৫ হাজার তাল ও অন্যান্য গাছ রোপণ, ৩ হাজার কৃষি উদ্যোক্তার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কৃষকদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত স্মার্ট ডিভাইস (আরো মাছ) সরবরাহ এবং তামাকের বিকল্প ফসল গম ও ভুট্টা চাষে অনুপ্রাণিত করার মতো বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে।

ফ্ল্যাগশিপ মডেল 'বিওয়াইডি সিল' নিয়ে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করল বিওয়াইডি

বিওয়াইডি'র সাথে টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিতের এখনই সময়। দেশের অটোমোবাইল খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করতে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় নিউ এনার্জি ভেহিকেল (এনইভি) নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বিওয়াইডি। বাংলাদেশে বিওয়াইডি গাড়ির পরিবেশক সিজি রানার বিডি লিমিটেড দেশের বাজারে বিওয়াইডি সিল গাড়ি উন্মোচন করে। নিজেদের ফ্ল্যাগশিপ গাড়ি বিওয়াইডি সিল উন্মোচনের মাধ্যমে এদেশে যাত্রা শুরু করল ব্র্যান্ডটি। সিজি রানার বিডি লিমিটেডের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান বলেন, "দেশ ও পরিবেশের স্বার্থে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে ব্যবহৃত মোটরযান-নের অন্তত ৩০ শতাংশ বিদ্যুৎচালিত গাড়িতে রূপান্তরে সরকারের লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে অনবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ও বায়ু দূষণ কমিয়ে আনা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্য দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার উৎসাহিত করতে আমরা বিওয়াইডি গাড়ি উন্মোচন করেছি। বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে তা অনবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার হ্রাসে এবং অটোমোবাইল খাতের উন্নতিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। আমাদের প্রত্যাশা সবাই বিওয়াইডি'র সাথে টেকসই

ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে এবং আমরা টেকসই উন্নয়ন অর্জনে প্রাসঙ্গিক সকল অংশীজনদের সাথে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাবো।" বিওয়াইডি'র নিজেদের উদ্ভাবিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত বিওয়াইডি সিলে ব্যবহার করা হয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইন - ওশান অ্যাসথেটিকস। বিওয়াইডি'র ই-প্ল্যাটফর্ম ৩.০ -এর ভিত্তি করে নির্মিত বিওয়াইডি সিল সম্পূর্ণভাবেই বৈদ্যুতিক গাড়ি। বিওয়াইডি সিল বিশ্বের প্রথম মাস-প্রডিউসড মডেল যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে বিওয়াইডি'র উদ্ভাবনী সিটিবি (সেল-টু-বডি) প্রযুক্তি। অত্যাধুনিক এ প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্লেড ব্যাটারি গাড়ির বডির সাথে চমৎকারভাবে একীভূত হয়ে 'স্যান্ডউইচ' কাঠামো তৈরি করেছে, যার ফলে টর্শনাল রিজিডিটি অর্জিত হয়েছে প্রতি ডিগ্রিতে ৪০,৫০০ নিউটন মিটার। এ উদ্ভাবন গাড়ি ব্যবহারে নিশ্চিত করবে সুরক্ষা, স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক অভিজ্ঞতা এবং কার্যকারিতা। এছাড়াও, বিওয়াইডি সিলে রয়েছে আইটিএসি (ইন্টেলিজেন্ট টর্চার অ্যাডাপ্টেশন কন্ট্রোল) সিস্টেম এবং আরডব্লিউডি ও এডব্লিউডি কনফিগারেশন। বিওয়াইডি সিলের দুর্দান্ত অ্যাকসেলেরেশন (৩.৮ সেকেন্ডে ০ থেকে ১০০ কিলোমিটার/আওয়ার) এবং ০.২১৯সিডি আল্ট্রা-লো অ্যারোডায়নামিক ড্র্যাগ কোএফিশিয়েন্ট প্রকৃতর্থেই বৈদ্যুতিক সেডানের ক্ষেত্রে নতুন মানদন্ড স্থাপন করেছে। বিওয়াইডি সিল -এ রয়েছে স্ল্যান্টেড রুফলাইন, প্যানোরোমিক গ্লাস রুফ, শর্ট রিয়ার ডেক, ওয়াটারড্রপ মিরর, ওয়েভ ওয়েস্টলাইন এবং এলইডি লাইট। সেডানটির ভেতরে রয়েছে নেভিগেশনের জন্য ১৫.৬ রোটেটেবল টাচস্ক্রিন, ভেহিকেল সেটিংস ও এন্টারটেইনমেন্ট ফাংশন, সাথে বিওয়াইডি'র নিজস্ব ইন্টেলিজেন্ট ককপিট সিস্টেম ও ভয়েস কম্যান্ড সুবিধা। বিওয়াইডি সিলের প্রিমিয়াম হাইফাই ডাইনোডিও সাউন্ড সিস্টেম গান শোনা ও বিনোদনের অভিজ্ঞতাকে করে তুলবে আরও উপভোগ্য। এছাড়াও, বিওয়াইডি সিল -এ রয়েছে পিএম২.৫ ফিলট্রেশন সিস্টেম, যা গাড়ির ভেতরে নিশ্চিত করবে স্বাস্থ্যকর ও চমৎকার পরিবেশ।

দেশের বাজারে বৈদ্যুতিক এ সেডানটি দুটি সংস্করণে পাওয়া যাবে; যথা: এক্সটেন্ডেড রেইঞ্জ (রিয়ার ড্রাইভ) এবং এডব্লিউডি (অল-হুইল ড্রাইভ)। ফিচার অনুযায়ী দুটি সংস্করণেই রয়েছে ৮২.৫৬ কিলোওয়াট হাওয়ার ব্যাটারি, যা ৫৭০ কিলোমিটার (ডব্লিউএলটিপি) পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিধা প্রদান করে। ডুয়াল-মোটর অল-হুইল ড্রাইভ ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে ১৬০ কিলোওয়াট/৩১০ নিউটন মিটার সক্ষমতা সমৃদ্ধ ফ্রন্ট মোটর এবং ২৩০ কিলোওয়াট/৩৬০ নিউটন মিটার সক্ষমতা সমৃদ্ধ রিয়ার মোটর, একসাথে যার আউটপুট হবে ৩৯০ কিলোওয়াট/৬৭০ নিউটন মোটর। সেডানটিতে মাত্র ৩.৮ সেকেন্ডে শূন্য থেকে ঘন্টায় ১শ' কিলোমিটার গতি উঠবে। অন্যদিকে, এক্সটেন্ডেড রেইঞ্জ ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে সিঙ্গল-মোটর রিয়ার ড্রাইভ কনফিগারেশন এবং ২৩০ কিলোওয়াট ও ৩৬০ নিউটন মিটার আউটপুট ক্যাপাসিটি। এর ফলে, সেডানটিতে মাত্র ৫.৯ সেকেন্ডে শূন্য থেকে ঘন্টায় ১শ' কিলোমিটার গতি উঠানো যাবে। সেডানটির দুটি ভ্যারিয়েন্টই মাত্র ৩০ মিনিটে ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ চার্জ হবে। বিওয়াইডি সিল বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যাবে চারটি রঙে; যথাক্রমে: আর্কটিক ব্লু, অরোরা হোয়াইট, আটলান্টিস গ্রে ও কসমস ব্ল্যাক। এর আগে রাজধানীর ৩৪০, হক সেন্টার, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁওয়ে বিওয়াইডি'র ফ্ল্যাগশিপ শো-রুম উদ্বোধন করা হয়। আগ্রহী ক্রেতারা বিওয়াইডি শো-রুমে এসে বিওয়াইডি সিলের ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং গাড়িটি বুকিং দিতে পারবেন পারবেন। এছাড়াও, বিওয়াইডি চালু করেছে আভা গার্ড স্কিম, যার মাধ্যমে ওই দিন গাড়ি বুকিং দেয়া ক্রেতারা বিনামূল্যে বিমা, অ্যাকসেসোরিজ, নিবন্ধন এবং ডাবল ডিপোজিট সুবিধা পাবেন। www.drive-bydbd.com - এ লিঙ্ক ভিজিট করে আগ্রহী ক্রেতারা বুক করতে পারবেন টেস্ট ড্রাইভ।

টিচিং এক্সিলেন্স প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সনদ দিল ব্রিটিশ কাউন্সিল

টিচিং এক্সিলেন্স প্রোগ্রাম (টিইপি) সফলভাবে শেষ করায় সম্প্রতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র দেয় ব্রিটিশ কাউন্সিল। জ্ঞান, সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে শিক্ষাবিদদের ক্ষমতায়নে তিনমাস মেয়াদী অনলাইন মডিউল পরিচালনার পর গত ০৩ মার্চ টিইপি'র কর্মশালার আয়োজন করা হয়। চার দিনব্যাপী এ কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের (আইকিউএসি) পরিচালকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। গত বছর ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি (অপারেশনাল অ্যালায়েন্স এগ্রিমেন্ট) অনুযায়ী, টিইপি শিক্ষাবিদদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কার, প্রমাণ-নির্ভর কৌশল প্রয়োগ ও শিক্ষাগত কনটেন্ট-সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধিসহ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সুযোগ নিয়ে এসেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডিরেক্টর প্রোগ্রামস ডেভিড নক্স বলেন, "টিচিং এক্সিলেন্স প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমরা সত্যিই অভিভূত। 'গোয়িং গোবাল পার্টনারশিপ'- এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ ও গবেষণার মান সমৃদ্ধ করতে চাই আমরা। সেক্ষেত্রে, টিইপি'র মতো প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও গবেষকদের সংযুক্ত করার মধ্য দিয়ে উচ্চ শিক্ষাকে বিশ্বমানের করে তোলা ও এতে আন্তর্জাতিক মাত্রা নিয়ে আসার সুযোগ তৈরি করতে চায় ব্রিটিশ কাউন্সিল।" কর্মশালাটি পরিচালনা করেন, অ্যাডভান্সএইচই'র গোবাল অ্যাসোসিয়েট ও সিনিয়র ফেলোশিপ অব দ্য হাইয়ার এডুকেশন একাডেমি (এসএফএইচইএ) ক্যাথি রাইট আলোচনা করেন এবংন বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. মশিহুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মো. গুলজার হোসেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. চৌধুরী মেশকাত আহমেদ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. নাজমুন নাহার এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অধ্যাপক ড. ফারহিন ।

এ প্রোগ্রাম সম্পর্কে অ্যাডভান্সএইচই'র ক্যাথি রাইট বলেন, "গত বছরের কোসের্র ছোট একটি ফ্যাসিলিটেটরদের দল এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সার্বিক সহায়তা করেছে এবং অংশগ্রহণকারীরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে। তবে, সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে, অংশগ্রহণকারীরা ইতোমধ্যে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী ও শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের জন্য নিজেদের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে শুরু করেছেন।"

অনুষ্ঠানে সনদপত্র প্রদান করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য ড. বিশ্বজিৎ চন্দ। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের এই যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের মান আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষাবিদদের পেশাগত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুলতে আমাদের সফল অংশিদারিত্বের বহিঃপ্রকাশ এই টিইপি কর্মশালা। আমার পক্ষ থেকে সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিক অভিনন্দন; তাদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম বাংলাদেশে শিক্ষার ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।"

নারীর ভূমিকাকে সম্মান জানিয়ে ইউসিবির নারী দিবস পালন

নারীর সমঅধিকার সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ' এই স্লোগানের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি)-র পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানের নারীকর্মীদের উপস্থিতি ও পরিচালনায় এক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক (এসএমইএসপি-পডি) জনাব মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, উইম্যান এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (এসএমইএসপিডি) অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, উইম্যান এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (এসএমই-এসপিডি) যুগ্ম পরিচালক মিজ শাহানাজ পারভীন, খ্যাতিমান নারী উদ্যোক্তা লেকশোর বেকারির পরিচালক কাজি মাহজুজ মায়সুনসহ ইউসিবির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানান ইউসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আরিফ কাদরী।

সভায় বক্তারা বলেন, প্রতিটি নারীই তার নিজ নিজ জায়গায় সফল। ডিজিটাল প্লাটফর্মে নারীরা অনেক ভালো করছে এবং মার্কেটিং, ফাইনান্স-সহ ব্যাংকিং বিভিন্নখাতে নারীদের কাজের পরিধি ও সুযোগ বেড়েছে। তাই কর্মক্ষেত্রে যে বাধা-বিপত্তি আসবে সেগুলো দূর করার ব্যাপারে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর ভূমিকার প্রশংসা করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে নারীদের জন্য ইউসি-বি-আয়মা বিজনেস ডেবিট কার্ড ও ইউসি-বি-আয়মা বিজনেস ক্রেডিট কার্ড আনুষ্ঠানিক-ভাবে চালু করা হয়। এর আগে সকালে ব্যাংকের প্রত্যেক নারীকর্মীকে ইউসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আরিফ কাদরীর বিশেষ শুভেচ্ছাকার্ড ও ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। কেক কেটে, নারীকর্মীদের অবদানকে সম্মান জানিয়ে প্রত্যেকে ফ্লোরে বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয়।

বিকাশ অ্যাপে ভিসা কার্ড দিয়েও পেমেন্ট করা যাবে সরাসরি
বিস্তৃত হলো বিকাশ পেমেন্টের সুযোগ, ক্যাশবিহীন লেনদেনে বাড়লো গ্রাহকের সক্ষমতা ও স্বাধীনতা

এখন থেকে বিকাশ অ্যাপে ভিসা কার্ড দিয়েও পেমেন্ট করা যাবে সরাসরি। ফলে, বিকাশ অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স না থাকলেও, ভিসা কার্ড থেকে সরাসরি বিকাশ পেমেন্টের মাধ্যমে কেনাকাটার সুযোগ তৈরি হলো। তাই গ্রাহকরা এখন বিকাশ অ্যাপে সংযুক্ত ভিসা কার্ড থেকে দেশজুড়ে প্রায় ৬ লাখ মার্চেন্ট শপে ইনস্ট্যান্ট বিকাশ পেমেন্ট করার সুবিধা পাচ্ছেন।

ডিজিটাল পেমেন্টকে আরো সহজলভ্য, ঝামে-লাহীন ও নিরাপদ করতে এই সুবিধা যুক্ত হলো বিকাশ অ্যাপে। এভাবেই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নততর প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে বৃহত্তর গ্রাহকগোষ্ঠীকে তাদের দৈনন্দিন লেনদেনে আরো সক্ষমতা ও স্বাধীনতা আনার সুযোগ পেলো।। পাশাপাশি, দেশের জন্য স্মার্ট অর্থনীতি বাস্তবায়ন করারলক্ষ্যে ক্যাশবিহীন ডিজিটাল লেনদেনের ইকোসিস্টেমকে আরো শক্তিশালী করার প্রয়াস পেল এই সেবা।

অনেক দোকানে বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে কার্ডের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট নেয়ার পয়েন্ট অব সেলস (পিওএস) মেশিন না থাকায় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন করতে পারেন না। তবে এই ধরণের ছোট দোকান থেকে শুরু করে সুপারশপ, রেস্টুরেন্ট সহ বিভিন্ন স্থানে রয়েছে বিকাশ-এর কিউআর, যার মাধ্যমে নিরাপদে ক্যাশলেস লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ ৭ কোটি ৫০ লাখ গ্রাহক। এই গ্রাহকরা এখন আরো সহজে তাদের ভিসা ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড বিকাশ অ্যাপে সংযুক্ত করে ডিজিটাল লেনদেনের অভিজ্ঞতাকে করে তুলতে পারেন আরো সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। একই সঙ্গে ছোটো মার্চেন্টরাও ব্যয়সাপেক্ষ

পিওএস মেশিন না বসিয়ে বিকাশের কিউআর-এর মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারেন ভিসা কার্ডের পেমেন্ট। এমনই এক মুদি দোকানী ঢাকার পশ্চিম রামপুরা এলাকার আব্দুল মান্নান। তার দোকানে কার্ড পেমেন্টের সুযোগ না থাকলেও আছে বিকাশ-এর কিউআর। তিনি বলেন, "কেনাকাটা শেষে অনেকেই কার্ডে পেমেন্ট দিতে চান, কিন্তু মেশিন (পিওএস) না থাকায় নিতে পারি না। তবে এখন বিকাশ অ্যাপের মাধ্যমে কার্ড পেমেন্টের ব্যবস্থা থাকায় এই কাস্টমারদের বলতে পারবো যে চাইলে তারা বিকাশের মাধ্যমেও কার্ড পেমেন্ট করতে পারেন।" ভিসা কার্ড দিয়ে সরাসরি বিকাশ পেমেন্ট করার প্রক্রিয়া -- বিকাশ অ্যাপে লগইন করে পেমেন্ট অপশনে গিয়ে মার্চেন্ট নাম্বার টাইপ করে অথবা কিউআর স্ক্যান করে টাকার পরিমাণ উলেখ করতে হবে। এরপর বিকাশ অ্যাপে সেভ করা ভিসা কার্ড বাছাই করে ব্যাংক থেকে এসএমএস অথবা ই-মেইলে আসা ওটিপি দিয়ে পেমেন্ট করতে হবে। যদি গ্রাহকের বিকাশ অ্যাকাউন্টে একাধিক কার্ড সেভ করা থাকে, তবে গ্রাহক একটি কার্ডকে ডিফল্ট হিসেবে বেছে নিতে পারবেন। বিকাশ-এ অ্যাড মানি অথবা পেমেন্ট করার সময় এই কার্ডটি সবসময় সামনে দেখা যাবে। প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাহক ডিফল্ট কার্ড পরিবর্তনও করতে পারবেন। আর বিকাশ অ্যাপে যদি কার্ড সেভ করা না থাকে তবে পেমেন্টের সময় ভিসা কার্ড বাছাই করে কার্ড নাম্বার, কার্ডের মেয়াদ, কার্ড-হোল্ডারের নাম এবং কার্ডের পেছনে থাকা সিভিভি/সিভিসি/সিভিএন নাম্বার দিয়ে পরের ধাপে যেতে হবে। এরপর, ব্যাংক থেকে এসএমএস অথবা ই-মেইলে আসা ওটিপি দিয়ে পেমেন্ট সম্পন্ন করা যাবে। পরবর্তীতে মাত্র কয়েক ট্যাপে পেমেন্ট করার জন্য "ভবিষ্যত লেনদেনের জন্য কার্ডের তথ্য সেভ করুন" বাটনটি ট্যাপ করে কার্ডটি সেভ করা যাবে। বাংলাদেশের যেকোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ভিসা ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্ট করা যাবে। বর্তমানে বিকাশের নেটওয়ার্কে যুক্ত রয়েছে ৪৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে এই ওয়েব ঠিকানায় -- https://www.bkash.com/products-services/pazment/pazment-through-visa-card.

আর বিকাশ অ্যাপে ভিসা কার্ড থেকে সরাসরি পেমেন্টের অপশনটি দেখা না গেলে, অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ক্ষেত্রে গুগল পে অথবা আইফোনের ক্ষেত্রে অ্যাপ স্টোর থেকে বিকাশ অ্যাপটি আপডেট করে নিতে হবে।

কম খরচে ক্যাশ আউট সেবার পরিধি আরো বাড়ালো বিকাশ
২টি প্রিয় এজেন্টে, ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশ আউট খরচ হাজারে ১৪.৯০ টাকা

গ্রাহকের লেনদেন সাশ্রয়ী করতে কম খরচে ক্যাশ আউট সুবিধা আরো বিস্তৃত করল দেশের বৃহত্তম মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ। এখন মাসে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত হাজারে ১৪.৯০ টাকা খরচে দুইটি প্রিয় এজেন্ট নম্বরে ক্যাশ আউট করতে পারবেন গ্রাহক। সব সময়ের মতই বিকাশ-এর এই চার্জের মধ্যে ভ্যাটসহ সব খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, গ্রাহককে ক্যাশ আউটের জন্য বাড়তি আর কোন খরচ করতে হবে না।

দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে বিকাশ এর সাড়ে সাত কোটি গ্রাহকের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেন আরো সাশ্রয়ী করবে এই উদ্যোগ।

সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা ৩৩০,০০০ বিকাশ এজেন্ট থেকে ক্যালেন্ডার মাস অনুযায়ী নিজের সুবিধামতো দুই জন বিকাশ এজেন্টকে 'প্রিয় এজেন্ট' হিসেবে যোগ করে নিতে পারবেন গ্রাহক। ক্যালেন্ডার মাস শেষ হলে প্রয়োজনমতো 'প্রিয় এজেন্ট' নম্বর পরিবর্তনও করে নিতে পারবেন তিনি।

'প্রিয় এজেন্ট' নম্বর সংযুক্ত করতে গ্রাহককে বিকাশ অ্যাপের হোমস্ক্রিনের ক্যাশ আউট আইকন ক্লিক করে পরবর্তী ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে। অন্যদিকে *২৪৭# ডায়াল করে 'মাই বিকাশ' মেন্যু থেকে 'প্রিয় নম্বর' মেন্যু নির্বাচন করে 'প্রিয় এজেন্ট' নম্বর যুক্ত করে নেয়ার সুযোগও থাকছে। কম খরচে ক্যাশ আউট করার মাসিক হিসাব গ্রাহক তাঁর বিকাশ অ্যাপ এর লিমিট অপশন থেকে জেনে নিতে পারবেন যেকোনো সময়। প্রতিমাসে ৫০ হাজার টাকার চেয়ে বেশি এবং 'প্রিয় এজেন্ট' ছাড়া অন্য এজেন্ট থেকে ক্যাশ আউটের ক্ষেত্রে হাজারে ১৮.৫০ টাকা চার্জ প্রযোজ্য হবে।

এছাড়া সারাদেশে ১৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রায় ৩০০০টি এটিএম বুথ থেকে যেকোনো সময় প্রয়োজনমতো হাজারে ১৪.৯০ টাকায় ক্যাশ আউটের সুযোগ অব্যাহত থাকছে।

দেশের শহরাঞ্চলে কাজ করছেন এমন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন খাতের শ্রমিক, দিনমজুর, রিকশাচালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার মানুষ নিয়মিত প্রিয়জনের কাছে বিকাশ-এ টাকা পাঠান। অন্যদিকে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এই প্রিয়জনেরা তাঁদের সুবিধামতো বাড়ির কাছের বিকাশ এজেন্ট থেকেই নিয়মিত ক্যাশ আউট সেবা নিয়ে থাকেন। কম খরচে বিকাশ-এ ক্যাশ আউট-এর পরিধি আরো বিস্তৃত হওয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সবার জন্য মোবাইল আর্থিক সেবা আরো সাশ্রয়ী হলো।

এবার পূবালী ব্যাংক থেকে বিকাশ-এ টাকা আনা-নেয়ার সেবা চালু

দেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক পূবালী ব্যাংক পিএলসি-এর সাথে বিকাশ-এর দ্বিমুখী লেনদেন সেবা চালু হলো। ফলে ব্যাংকটির গ্রাহকরা এখন তাৎক্ষণিকভাবে বিকাশ অ্যাপ দিয়ে তাদের অ্যাকাউন্টে খরচ ছাড়াই 'অ্যাড মানি' বা টাকা আনতে পারছেন। পাশাপাশি, গ্রাহকরা বিকাশ থেকে পূবালী ব্যাংকে তার নিজের অ্যাকাউন্টে বা অন্য অ্যাকাউন্টেও তাৎক্ষণিক টাকা আনতে বা পাঠাতে পারছেন। পূবালী ব্যাংকের রয়েছে দেশজুড়ে ৫০৪ টি শাখা, ১৯০ টি উপশাখা, ১৯ টি ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো ও ৬৯ লক্ষাধিক গ্রাহক। বিকাশ-এর বৃহত্তম অ্যাড মানি নেটওয়ার্কে পূবালী ব্যাংক যুক্ত হওয়ায় এই নিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় ৪৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে খুব সহজেই বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা আনার সুযোগ তৈরি হলো। তেমনি বিকাশ থেকে ১৬টি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে তাৎক্ষণিক টাকা পাঠানোর সুবিধা-ও আরো বিস্তৃত হলো। এই দ্বিমুখী লেনদেন সেবা পেতে প্রথমে গ্রাহককে বিকাশ অ্যাপের হোমস্ক্রিন থেকে 'অ্যাড মানি' অথবা 'বিকাশ টু ব্যাংক' আইকনে ট্যাপ করে 'ব্যাংক অ্যাকাউন্ট' অপশনে যেতে হবে। এরপর 'পূবালী ব্যাংক পিএলসি' নির্বাচন করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে বিকাশ অ্যাকাউন্টের সাথে লিংক করতে হবে। 'অ্যাড মানি' বা নিজের অ্যাকাউন্টে 'বিকাশ টু ব্যাংক' করার জন্য লিংক স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাংকে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর ও বিকাশ নম্বর একই হতে হবে। তবে 'অন্য অ্যাকাউন্ট'-এ 'বিকাশ টু ব্যাংক' করতে সরাসরি পূবালী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর টাইপ করলেই চলবে।

লিংক স্থাপন হয়ে গেলে একজন গ্রাহক বিকাশ অ্যাপের 'অ্যাড মানি'র মাধ্যমে পূবালী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে যেকোনো সময় প্রয়োজন মতো বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা আনতে পারবেন। আবার ব্যাংকে না গিয়ে পূবালী ব্যাংকের যেকোন অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোসহ ঋণের কিস্তি ইত্যাদি নানাবিধ সেবাও 'বিকাশ টু ব্যাংক'-এর মাধ্যমে ঘরে বসেই নেয়া যাবে। লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার পর গ্রাহক এসএম-এস-এর মাধ্যমে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। উলেখ্য, অ্যাড মানি বা বিকাশ টু ব্যাংক, উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত লিমিট প্রযোজ্য হবে। অ্যাড মানি'র মাধ্যমে পূবালী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে বিকাশ-এ টাকা এনে বিকাশ-এর ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ভেরিফায়েড রেজিস্টার্ড গ্রাহক সেন্ড মানি, মোবাইল রিচার্জ, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, অফলাইন-অনলাইন কেনাকাটার পেমেন্ট, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন পরিশোধ, ই-টিকেটিং, বিভিন্ন অনলাইন নিবন্ধনের ফি পরিশোধসহ অসংখ্য সেবা খুব সহজেই নিতে পারছেন। পাশাপাশি, বিকাশ থেকে পূবালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর মাধ্যমে পূবালী ব্যাংকের পাই অ্যাপস এর সকল সেবা গ্রহণ ও আর্থিক লেনদেনে গ্রাহকদের জন্য আরো স্বাধীনতা ও সক্ষমতা নিয়ে এলো এই দ্বিমুখী লেনদেনের সেবা।

ঢাকা ওয়াসার বিল পরিশোধে গ্রাহকের শীর্ষ পছন্দ বিকাশ
২০২২-২৩ অর্থবছরে 'বিল কালেকশন অ্যাওয়ার্ড'-এ প্রথম স্থান অর্জন

অর্থবছরে ঢাকা ওয়াসার বিল কালেকশনে সর্বোচ্চ পরিমাণ অবদান রাখায় 'বিল কালেকশন অ্যাওয়ার্ড'-এর প্রথম স্থান অর্জন করলো দেশের বৃহত্তম মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ। বিকাশ-এ পানির বিল পরিশোধ খুবই সহজ, সময় ও খরচ সাশ্রয়ী, নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত হওয়ায় দেশের যেকোনো জায়গা থেকে বিল পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে গ্রাহকরা বিকাশ-কেই বেছে নিচ্ছেন। যার ফলে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ পরিমাণ পানির বিল, ২২২ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন গ্রাহকরা বিকাশ-এর মাধ্যমে। আজ, (রবিবার, ১০ মার্চ ২০২৪) রাজধানীর স্থানীয় একটি হোটেলে ঢাকা ওয়াসা "বিল কালেকশন অ্যাওয়ার্ড ২০২২-২০২৩ অর্থবছর" শীর্ষক অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইব্রাহিম, অর্থসচিব ড. মোঃ খায়রুজ্জামান মজুমদার, ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুজিত কুমার বালা এবং ঢাকা ওয়াসার এমডি ও সিইও প্রকৌশলী তাকসিম এ খান এর উপস্থিতিতে সম্মাননা পত্র ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন বিকাশ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদীর। এ প্রসঙ্গে বিকাশ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদীর বলেন, "বিকাশ-এর মতো সেবা আসার পর এখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রাহকের বিল ওয়াসার কোষাগারে জমা হচ্ছে যার জন্য আগে অনেক সময় প্রয়োজন হতো। আর গ্রাহকরাও এখন ডিজিটাল পদ্ধতি বিল পরিশোধে আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। আমাদেরকে এই উদ্ভাবন আনার সুযোগ দেওয়ার জন্য ওয়াসা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। গ্রাহকদের আস্থা বজায় রেখে, তাদের অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং সব নিয়ম মেনে যেন সবাই খুব সহজেই দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে এই সেবা গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য যত প্রকার উদ্ভাবন আনা প্রয়োজন সেটা নিশ্চিত করতে আমরা সব সময় কাজ করে যাব।" উলেখ্য, শুধু পানির বিল পরিশোধই নয়, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, ভুমি সেবা, পাসপোর্টসহ বিভিন্ন সরকারি ফি এবং ইন্টারনেট, টিভি ইত্যাদি সহ প্রায় সব ধরনের বিল পরিশোধ করার সবচেয়ে বড় প্যাটফর্ম বিকাশ। প্রতিনিয়ত আরো নতুন প্রতিষ্ঠান যুক্ত হচ্ছে বিলার-এর তালিকায়। গ্রাহক চাইলে বিল প্রদানের পর পরিবেশ-বান্ধব ডিজিটাল রশিদ/রিসিটও ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে পারেন। এছাড়া, বিভিন্ন ইউটিলিটি সেবার পোস্টপেইড গ্রাহকরা বকেয়া বিলের নোটিফিকেশনও পাচ্ছেন 'পে বিল' আইকন থেকেই।

এই রমজানে বিকাশ পেমেন্টে সুপারস্টোরে কেনাকাটায় ডিসকাউন্ট কুপন, অনলাইন গ্রোসারি শপে ক্যাশব্যাক

পবিত্র রমজান মাসে দেশের শীর্ষস্থানীয় সুপারস্টোর থেকে প্রয়োজনীয় কেনাকাটায় বিকাশ পেমেন্ট করে গ্রাহক পেতে পারেন ১৫০ টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট কুপন। পাশাপশি, নির্দিষ্ট অনলাইন গ্রোসারি শপে রোজার দরকারি পণ্য অর্ডার করে বিকাশ পেমেন্ট করলে পেতে পারেন সর্বোচ্চ ১০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক।

নির্দিষ্ট সুপারস্টোরে কেনাকাটায় ন্যূনতম ১,৫০০ টাকা বিকাশ পেমেন্ট করলেই গ্রাহক পাচ্ছেন ৫০ টাকা ডিসকাউন্ট কুপন। একজন গ্রাহক দিনে একবার এবং অফার চলাকালীন ৩ বারে সর্বমোট ১৫০ টাকার ডিসকাউন্ট কুপন পেতে পারেন। ডিসকাউন্ট কুপন পাওয়ার ৪ দিন পর্যন্ত এটি ব্যবহারের মেয়াদ থাকবে এবং পৃথকভাবে প্রতিটি কুপন ব্যবহার করতে নির্দিষ্ট মার্চেন্ট পয়েন্টে বিকাশ পেমেন্টে ন্যূনতম ৫০০ টাকার কেনাকাটা করতে হবে।

যে সুপারস্টোর গুলোয় কেনাকাটায় ডিসকাউন্ট কুপন পাওয়া যাবে আগোরা, আলমাস সুপার শপ, আমানা বিগ বাজার, আপন বাজার, আপন ফ্যামিলি মার্ট, বিগ বাজার, ঢালী সুপার শপ, ইস্টার্ন বাজার, মীনা বাজার, মমতা সুপার শপ, পিক এন্ড পে সুপার মার্কেট, প্রিন্স বাজার, প্রিন্স সুপার শপ, এসটিএল গ্রোসারি মার্ট, ট্রাস্ট ফ্যামিলি নিডস, হোলসেল ক্লাব, কাদের'স, ইউনিমার্ট এবং ডেইলি শপিং। ডিসকাউন্ট কুপন পেতে উলিখিত সুপারস্টোর গুলোয় গ্রাহককে বিকাশ অ্যাপ অথবা *২৪৭# ডায়াল করে বিকাশ পেমেন্ট করতে হবে। এই অফারটি চলবে ঈদের দিন পর্যন্ত। অফার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই ঠিকানায় -- https://www.bkash.com/campaign/superstore24|

পাশাপাশি, নির্দিষ্ট অনলাইন গ্রোসারি শপে প্রয়োজনীয় কেনাকাটায় ন্যূনতম ৩০০ টাকা বিকাশ পেমেন্ট করলেই গ্রাহক পাচ্ছেন ৫% ক্যাশব্যাক, যা অফার চলাকালীন সর্বোচ্চ ১০০ টাকা। যে অনলাইন গ্রোসারি শপগুলোতে ক্যাশব্যাক উপভোগ করা যাবে -- চালডাল.কম, বেঙ্গল মিট, বাজার ৩৬৫, রাজশাহী ভিত্তিক শ্রদ্ধা অনলাইন শপ, এবং ফেইসবুক ভিত্তিক নিওফার্মার্স বাংলাদেশ-এ। এই অনলাইন গ্রোসারি শপগুলোয় বিকাশ অ্যাপ দিয়ে অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের (চেকআউট পেমেন্ট, টোকেনাইজড পেমেন্ট, ডিরেক্ট চার্জ) মাধ্যমে সফলভাবে বিকাশ পেমেন্ট করে গ্রাহক ক্যাশব্যাক পাবেন। তবে চালডাল.কম-এর ক্ষেত্রে শুধু ডিরেক্ট চাজের মাধ্যমে বিকাশ পেমেন্ট করতে হবে। এই অফারটিও চলবে ঈদের দিন পর্যন্ত। অফার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই ঠিকানায় -- https://www.bkash.com/campaign/superstore24-online।

ফুডপ্যান্ডার আয়োজনে রাইডার পার্টনারদের জন্য দিনব্যাপী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

এ বছর আবারো রাইডারদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 'প্যান্ডা রাইডার প্রিমিয়ার লিগ' আয়োজন করেছে ফুডপ্যান্ডা। এবারের আসরে ঢাকার বাইরের ফুডপ্যান্ডা রাইডারদের ০৮টি দল নিয়ে ১০ মার্চ আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে বিজয়ী হয় কুমিল্লা সুপার জায়ান্টস।

ক্রিকবিডি লেকপরি ক্রিকেট অ্যারেনায় দিনব্যাপী 'প্যান্ডা রাইডার প্রিমিয়ার লিগ ২০২৪' শুরু হয়। চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর ও নারায়ণগঞ্জ থেকে যুক্ত হওয়া মোট ৯৬ জন রাইডার ৮টি দলে ভাগ হয়ে নকআউট ও সেমিফাইনাল পর্বের খেলায় অংশ নেন। বিজয়ী দল কুমিল্লা সুপার জায়ান্টস এর হাতে একটি আকর্ষণীয় ট্রফি ও ২৫ হাজার টাকার প্রাইজমানি তুলে দেয়া হয়; পাশাপাশি, রানারআপ দলকেও ১৫ হাজার টাকার পুরস্কার প্রদান করা হয়। জমজমাট এই টুর্নামেন্ট প্রসঙ্গে ফুডপ্যান্ডা বাংলাদেশের হেড অব লজিস্টিকস হায়দার মালিক বলেন, "ফুডপ্যান্ডা'র কার্যক্রমে প্রাণশক্তি হয়ে রয়েছেন আমাদের রাইডাররা। তাদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা আমরা আমাদের দায়িত্ব বলে বিবেচনা করি। তাদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। তাদের শরীর সুস্থ রাখা ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোই এই আয়োজনের লক্ষ্য। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে রাইডাররা দারুণ খেলোয়াড়সুলভ আচরণের পরিচয় দিয়েছেন"।

গতবছর শুধুমাত্র ঢাকা অঞ্চলের রাইডারদের নিয়ে 'প্যান্ডা রাইডার প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩'-এর আয়োজন করেছিল ফুডপ্যান্ডা। চলতি বছরে আরো বড় পরিসরে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করে দেশের শীর্ষ অনলাইন ফুড ও গ্রোসারি ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মটি। সেরা গ্রাহকসেবা নিশ্চিতে রাইডার পার্টনারদের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে ফুডপ্যান্ডা। তাই রাইডারদের কল্যাণের অংশ হিসেবে প্রতিনিয়ত তাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা, বিমা ও অনলাইন শিক্ষার মতো বিভিন্ন সহযোগিতাও নিশ্চিত করছে প্রতিষ্ঠানটি। প্যান্ডা রাইডার প্রিমিয়ার লিগ টুর্নামেন্টের ফুড পার্টনার ছিল লেইজার পালংকি, নিউ পেপার চেইজ ফরুট স্টোর, ভূঁইয়া করপোরেশন ও এসএন টেক্স; এবং বেভারেজ ও স্নযাকস পার্টনার হিসেবে ছিল পুষ্টি, পেপসি, ব্লু ও হানায়। টুর্নামেন্টে জার্সি স্পন্সর করে নিউ সান।

ওয়ালটনের 'ননস্টপ মিলিয়নিয়ার' ক্যাম্পেইনে ফ্রিজ কিনে ১০ লাখ টাকা পেলেন সিলেটের গৃহিণী লাকি বেগম

ঈদ উৎসবকে সামনে রেখে দেশব্যাপী চলমান ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-২০ এ ক্রেতাদের 'ননস্টপ মিলিয়নিয়ার' হওয়ার সুবিধা দিচ্ছে দেশের ইলেকট্রনিক্স জায়ান্ট ওয়ালটন। এর আওতায় দেশের সুপারব্র্যান্ড ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিনে মিলিয়নিয়ার হলেন সিলেটের বালাগঞ্জের গৃহিণী লাকি বেগম। মাত্র ১০ হাজার টাকা জমা দিয়ে কিস্তিতে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের ৩১তম মিলিয়নিয়ার হলেন তিনি। ওয়ালটনের ১০ লাখ টাকায় বদলে গেলো লাকি বেগমের ভাগ্য।

উল্লেখ্য, ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে এর আগেও ওয়ালটন পণ্য কিনে মিলিয়নিয়ার হয়েছিলেন ৩০ জন ক্রেতা। ঈদকে সামনে রেখে ক্রেতাদের জন্য বিশেষ উপহার হিসেবে সিজন-২০ এ 'সেরা পণ্যে সেরা অফার' স্লোগানে আবারো এই সুবিধা দিচ্ছে ওয়ালটন। সিজন-২০ চলাকালীন দেশের যেকোনো ওয়ালটন প্লাজা, পরিবেশক শোরুম ও অনলাইন সেলস প্ল্যাটফর্ম 'ই-প্লাজা' থেকে ফ্রিজ, এসি, টিভি, ওয়াশিং মেশিন এবং ফ্যান কিনে আবারো মিলিয়নিয়ার হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন ক্রেতারা। এছাড়াও রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার। চলতি বছরের ১ মার্চ থেকে পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত 'ননস্টপ মিলিয়নিয়ার' হওয়ার এই সুযোগ পাবেন ক্রেতারা।

রোববার (১০ মার্চ, ২০২৪) সিলেটের ওয়ালটন প্লাজা তাজপুর শাখা কর্তৃক তাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মিলিয়নিয়ার লাকি বেগমের হাতে ১০ লাখ টাকার চেক তুলে দেন জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস এবং চিত্রনায়ক আমিন খান। সে সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটনের চিফ মার্কেটিং অফিসার দিদারুল আলম খান, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মোহাম্মদ শাহজাদা সেলিম, ওয়ালটন প্লাজার চিফ সেলস এক্সিকিউটিভ ওয়াহিদুজ্জামান তানভীর, ওয়ালটন প্লাজা তাজপুর শাখার ব্যবস্থাপক নাজিম উদ্দিন, ওসমানিনগর উপজেলা চেয়ারম্যান মো. শামীম আহমেদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আতাউর রহমান চৌধুরী, তাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মামুনুর রশিদ খলকু ও প্রধান শিক্ষক শিল্পি পাল, কদমতলা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নোমান আহমদ জাহাঙ্গির প্রমুখ।

ক্রেতা লাকি বেগম উছমান পুরের দক্ষিণ রাইগ দাড়া এলাকার বাসিন্দা। স্বামী ও দুই ছেলেসহ ৪ সদস্যের পরিবার তার। অভাবের সংসারে স্বামী খাজা মিয়ার মুদি দোকানই একমাত্র ভরসা। দোকানে ব্যবহারের জন্য চলতি মাসের ২ তারিখে ওয়ালটন প্লাজা তাজপুর শাখা থেকে কিস্তিতে ৩৫ হাজার ৬৬৬ টাকা মূল্যের একটি ফ্রিজ কেনেন লাকি বেগম। ফ্রিজটি কেনার পর তার নাম, মোবাইল নাম্বার এবং ক্রয়কৃত ফ্রিজের মডেল নাম্বার ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করা হয়। কিছুক্ষণ পরেই তার মোবাইলে ওয়ালটনের কাছ থেকে একটি ম্যাসেজ যায়। ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে ১০ লাখ টাকা পেয়েছেন। সেই টাকায় ঋণ শোধ করার পাশাপাশি স্বামীর ব্যবসাকে আরো বড় করবেন তিনি।

পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় লাকি বেগম জানান, গ্রামের অধিকাংশ লোকই ওয়ালটনের ফ্রিজ ব্যবহার করেন। দাম সাধ্যের মধ্যে, দেখতে সুন্দর এবং দীর্ঘ বছর চলে বিধায় ওয়ালটন ফ্রিজই কেনার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

তিনি বলেন, ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ কিনে ১০ লাখ টাকা পাবো তা কল্পনাতেও আসেনি। এ ঘটনায় গ্রামে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই টাকায় আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে। ওয়ালটন প্রমাণ করলো- তারা ক্রেতাদের যা বলে, তা তারা পুরোপুরি মেনে চলে।

চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস বলেন, দেশের টাকা দেশে রাখতে হলে দেশে তৈরি পণ্য কেনার কোনো বিকল্প নেই। দেশে তৈরি পণ্য কিনলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী হবে। ওয়ালটন দেশেই নিজস্ব কারখানায় পণ্য তৈরি করে। সেসব পণ্য শুধু দেশের চাহিদাই মিটাচ্ছে না; ৪০টিরও বেশি দেশে পণ্য রপ্তানি করছে। ওয়ালটন আমাদের গর্বের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ওয়ালটন যে ক্রেতাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রাখে তার প্রমাণ আজকের এই অনুষ্ঠান।

জানা গেছে, প্রতিবছরের মতো এবারের ঈদেও স্থানীয় বাজারে ফ্রিজের প্রায় ৮০ ভাগ চাহিদা এককভাবে নিজেরাই পূরণের টার্গেট নিয়েছে ওয়ালটন। টার্গেট পূরণে ওয়ালটন বাজারে ছেড়েছে তিন শতাধিক মডেল ও ডিজাইনের রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও বেভারেজ কুলার। এসব ফ্রিজের দাম ১৪ হাজার ৯৯০ টাকা থেকে ২ লাখ টাকার মধ্যে। ওয়ালটন ফ্রিজে এআইওটি বেজড স্মার্ট প্রযুক্তি, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার, ন্যানো হেলথ কেয়ার ও অ্যান্টি ফাংগাল ডোর গ্যাসকেট প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি সর্বোচ্চ ৩৬ মাসের সহজ কিস্তি সুবিধা ১ বছরের রিপ্লেসমেন্টসহ কম্প্রেসরে ১২ বছরের গ্যারান্টি, ৫ বছরের ফ্রি বিক্রয়োত্তর সেবা, দেশব্যাপী বিস্তৃত সার্ভিস সেন্টার থেকে দ্রুত বিক্রয়োত্তর সেবা দেয়ায় গ্রাহকপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে ওয়ালটন ফ্রিজ।

সাফ জয়ী অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলকে সংবর্ধনা দিলো ওয়ালটন

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে যৌথভাবে 'সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪' এর শিরোপা জিতে বাংলাদেশ। সাফ জয়ী সেই নারী ফুটবল দলকে আজ মঙ্গলবার (১২ মার্চ, ২০২৪) বিশেষ সংবর্ধনা দিয়েছে ক্রীড়াবান্ধব প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। খেলোয়াড়, কোচ ও কর্মকর্তাসহ মোট ৩৩ সদস্যের দলের প্রত্যেককে একটি করে ওয়ালটনের ৩২ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি উপহার দেওয়া হয়। দুপুরে বাফুফে ভবনে খেলোয়াড়, কোচ ও কর্মকর্তাদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন ওয়ালটনের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এফ.এম. ইকবাল বিন আনোয়ার (ডন), সিনিয়র ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রবিউল ইসলাম মিলটন ও বাফুফের মহিলা উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ। এ সময় বাফুফের অন্যান্য কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

ঈদের আগে ওয়ালটনের প্রতিশ্রুত ৩২ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি উপহার পেয়ে সাফ জয়ী বাংলাদেশ ফুটবল দলের সবাই বেশ খুশি হন। বিশেষ করে কিশোরী ফুটবলাররা। তাদের চোখে-মুখে সেই খুশির ঝিলিক দেখা যায়।

উল্লেখ্য, গেল ৮ ফেব্রুয়ারি ঘরের মাঠে ভারতের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে যৌথ চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচের শুরুতেই (৮ মি.) গোল হজম করে পিছিয়ে পড়েছিল সাইফুল বারী টিটুর শিষ্যরা। এরপর যোগ করা সময়ে (৯০+৩) মোসাম্মত সাগরিকা আক্তারের গোলে সমতা ফেরায় বাংলাদেশ। তাতে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে।

সেখানেও চলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। প্রথম পাঁচ শটে দুই দলই বল জালে জড়ায়। এরপর সাডেন ডেথেও চলে সমানে সমান। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ১১ জন খেলোয়াড়ই গোল করেন। অন্যদিকে ভারতেরও ১১ জন টাইব্রেকার ও সাডেন ডেথে গোল করেন। এরপর টস ভাগ্যে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। পরে সেটা বাতিল করে বাইলজ অনুযায়ী ভারত-বাংলাদেশকে যৌথ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। অবশ্য ফাইনালের আগেই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা ও সেরা খেলোয়াড় সাগরিকার বাবা-মাকে টেলিভিশন উপহার দেয় ওয়ালটন। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে ওয়ালটনের কর্মকর্তাগণ জানতে পারেন- সাগরিকার বাবা চায়ের দোকানদার মোহাম্মদ লিটন আলীর ঘরে মেয়ের খেলা দেখার মতো টেলিভিশন নেই। প্রতিবেশীর কাছ থেকে টেলিভিশন ধার করে এনে দেখেন মেয়ের খেলা। যে ম্যাচে সাগরিকা জোড়া গোল করে গর্বিত করেন তার বাবা-মাকে। এরপর সাগরিকার বাবা-মাকে ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল থেকে মিরপুরের মাজার রোডস্থ ওয়ালটন কমপ্লেক্সে এনে টেলিভিশন তুলে দেয় ওয়ালটন।

প্রোটনের একমাত্র অনুমোদিত পরিবেশক হিসেবে দেশের বাজারে প্রোটন এক্স৯০ নিয়ে এল র্যানকন

রাজধানীর র্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের বাজারে প্রোটন এক্স৯০ মডেলের গাড়ি উন্মোচন করেছে বাংলাদেশে প্রোটনের একমাত্র অনুমোদিত পরিবেশক র্যানকন। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার মাননীয় হাই কমিশনার হাজনাহ মোহাম্মদ হাশিম; প্রোটনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. লি চুনরং; এবং র্যানকন হোল্ডিংস লিমিটেড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রোমো রউফ চৌধুরী। মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গতিশীল করা এবং দেশটির স্থানীয় অটোমোটিভ শিল্পের ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালের ০৭ মে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রোটন। ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি ডিআর-বি-হাইকম এবং ঝেইজ্যাং গিলি হোল্ডিং গ্রুপের সাথে অংশীদারিত্ব স্বাক্ষরের মাধ্যমে একটি বৈশ্বিক অটোমোটিভ ব্র্যান্ড হওয়ার পরিকল্পনায় নিজেদের পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করে। উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, সেরা নিভ্রযোগ্যতা এবং বিশ্বমানের নিশ্চয়তা দানের মূলনীতি অবলম্বনকারী প্রোটন বর্তমানে নিজেদের ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতি "ইন্সপায়ারিং কানেকশন্স" অনুসরণে নির্মিত দূর্দান্ত সব গাড়ি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রাহকসন্তুষ্টি নিশ্চিত করে যাচ্ছে। প্রোটন এক্স৯০ গাড়িটি বাজারে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একমাত্র পরিবেশক ও নির্মাণকারী র্যানকন কারস লিমিটেডের সাথে প্রোটন হোল্ডিংসের এক অনন্য যাত্রা আরম্ভ হল। এ প্রসঙ্গে ড. লি চুনরং বলেন, "আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, প্রোটনে আমাদের সাফল্যের অগ্রযাত্রায় র্যানকন হোল্ডিংস এক সেরা অংশীদার। তারা ইতিমধ্যে একটি বিক্রয় ও বিক্রয়োত্তর সেবা নেটওয়ার্ক স্থাপন করছে, এবং বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে প্রোটনের গাড়ি অ্যাসেম্বল করার জন্য তারা ভবিষ্যতে একটি ম্যানুফেকচারিং লাইনেও বিনিয়োগ করবে। এই অংশীদারিত্বের প্রতিটি দিক সমর্থনের পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে

আমরা আরো সমৃদ্ধ সেবা নিয়ে আসব, এবং এর মাধ্যমে আমরা দেশের অটোমোটিভ বাজারে একটি শীর্ষ ব্র্যান্ড হওয়ার প্রত্যাশা রাখি"। প্রোটন এক্স৯০ গাড়িটিতে রয়েছে ১.৫ লিটার টার্বোচার্জড ইঞ্জিন সহ দূর্দান্ত ৪৮ভি মাইল্ড হাইব্রিড সিস্টেম। ভলভো'র সাথে একযোগে নির্মিত এই মডেলটি আরো বেশি তেল সাশ্রয় করতে সক্ষম, আর গাড়ির পারফর্মেন্সও ব্যবহারকারীরা নিঃসন্দেহে উপভোগ করবেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে নিজেদের শোরুমে এক্স৯০'র দু'টি ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে এসেছে র্যানকন, যথাক্রমে ৬-সিটের ফ্ল্যাগশিপ ভ্যারিয়েন্ট, যেটির মূল্য ৪৯.৯০ লাখ টাকা; এবং ৭-সিটের প্রিমিয়াম ভ্যারিয়েন্ট, যেটির মূল্য ৪৫.৯০ লাখ টাকা। গাড়িটি কিনলে ৫ বছর অথবা ১৫০,০০০ কিমি (যেটি আগে হয়) পর্যন্ত র্যানকনের ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য থাকবে, সেই সাথে ৬টি ফ্রি আফটার সেলস সার্ভিসও দিবে র্যানকন। এছাড়াও, গাড়ির সেরা যত্নের জন্য র্যানকনের অথরাইজড সার্ভিস সেন্টার থেকে যেকোনো সেবা ও মূল স্পেয়ার পার্টস সংগ্রহ করা যাবে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এই সার্ভিস সেন্টারগুলো কাজ করবে। অনুষ্ঠানে র্যানকন হোল্ডিংস লিমিটেডের গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর রোমো রউফ চৌধুরী বলেন, "বাংলাদেশে এক চোখ ধাঁধানো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গঠনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে র্যানকন। জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রগ্রতিশীল নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা এবং অটোমোবাইল ম্যানুফেকচারিং পলিসি'র সাথে তার পরিকল্পনা-র একাত্মতার ফলাফল হিসেবে আশা করছি ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে প্রোটন গাড়ি নির্মাণকার্য আরম্ভ করতে পারব। এর ফলে দামও উলেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনার চেষ্টা করব"।

বাজারে আসছে ফিলিপস এর নতুন ইভনিয়া ৩০০০ সিরিজ গেমিং মনিটর

ফিলিপস মনিটর বাংলাদেশের অফিশিয়াল ডিসট্রিবিউটর গোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড সম্প্রতি বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে এসেছে ফিলিপস ইভনিয়া ৩০০০ সিরিজ গেমিং মনিটর। এই মনিটরটি ২৫৬০*১৪৪০ পিক্সেলর কোয়াড এইচডি রেজোলিউশন সহ একটি ক্রিস্টাল-ক্লিয়ার ডিসপে নিয়ে গঠিত। এর বজ-দ্রুত ১৬৫ ঐ রিফ্রেশ রেট ফিলিপস ইভনিয়া ৩০০০ মনিটরে গেমিংয়রে জন্য উপযুক্ত অতি-মসৃণ এবং উজ্জ্বল ছবি সরবরাহ করে। এই মনিটরের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল এর এএমডি ফ্রিসিঙ্ক প্রিমিয়াম প্রযুক্তি, যা আপনাকে নিশ্চিত করে টিয়ার-ফ্রি, স্টুটার-ফ্রি এবং ফ্লুইড গেমিং এক্সপেরিএন্স। পারফরম্যান্সের পাশাপাশি, ফিলিপস ইভনিয়া মনিটর্রে লো ব্লু মোড এবং ফ্লিকার-মুক্ত প্রযুক্তি দীর্ঘ গেমিং সেশনের সময় চোখকে রাখে সম্পূর্ণ চাপমুক্ত। এর পাতলা কাঠামোগত ডিজাইন এবং মনিটরের ঠঅ ডিসপে প্রযুক্তি ব্যাবহারকারিকে প্রদান করে সুপার-হাই স্ট্যাটিক কনট্রাস্ট রেশিও এবং প্রশস্ততর ভিউ এঙ্গেল। এছাড়াও মনিটরটি তে রয়েছে ১ এমএস (এম আর পি টি) ফিচার, যা আপনাকে দিবে স্মুথ গেম-পে ও শার্প ইমেজ অউটপুট। মনিটরটির সংযোগ পোর্টের সামনে রয়েছে এইচডিএমআই এবং ডিসপে পোর্ট ১.৪ ইনপুট, সেইসাথে অতিরিক্ত সুবিধার জন্য দেওয়া হয়েছে বিল্ড ইন স্টেরিও স্পিকারস। এছাড়াও এর সহজে-ব্যবহারযোগ্য মেনু টগল কী দিয়ে আপনি দ্রুত অ্যাক্সেস করতে পারেন মনিটর সেটিংস এবং অন-স্ক্রীন মেনু।

গেম খেলা, সিনেমা দেখা বা ফটো দেখা যেটাই এই মনিটরে ব্যাবহৃত স্মার্ট ইমেজ এইচডিআর প্রযুক্তির সাহায্যে অপ্টিমাইজ করে এইচডিআর গেম, মুভি, ফটো বা ডিসপে মোডগুলির সাথে আপনার দেখার অভিজ্ঞতাকে প্রয়োজনমত কাস্টমাইজ করতে পারবেন।

২৭ ইঞ্চি ডিসপে এর এই মনিটরটির সাথে পাওয়া যাবে ২ বছরের ব্রান্ড ওয়ারেন্টি।

ই এন সি ফিচার সম্পন্ন বাজেট ফ্রেন্ডলি গেমিং হেডফোন নিয়ে এল র্যপো।

গেমারদের জন্য ই,এন,সি ফিচারের একটি নতুন গেমিং হেডফোন নিয়ে এসেছে র্যাপু বাংলাদেশের একমাত্র পরিবেশক গোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। নতুন এ মডেলটির নাম ভি প্রো ভি এইচ ৩৫০এস যেটা হলো একটি গেমিং ক্যাটাগরির হেডফোন। VPRO VH350S গেমিং হেডফোনটিতে রয়েছে ভার্চুয়াল ৭.১ চ্যানেল যেটা হেডফোনে থাকা দুটি স্পিকার কে ব্যবহার করে চারপাশের শব্দকে অনুকরণ করে, তারপর বিভিন্ন দিক থেকে আসা শব্দের একটি বিভ্রম তৈরি করে ৭.১ স্পিকার সেটআপের সাউন্ড আউটপুট প্রদান করে। হেডফোন টিতে আরো রয়েছে ৩৬০ ডিগ্রী সমন্বয়রে ই এন সি অমনি ডাইরেকশনাল নয়েজ ক্যান্সিলেন্সান ফিচার যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়জে বাতিল করার সময় সব দিক থেকে শব্দ তুলতে পারে। মাইক্রোফোনের এই ফিচার গুলো মূলত একজন গেমারের ইন গেম সাউন্ডের নির্ভুলতা এবং গেম খেলার সময় তার টিমমেটদের সাথে স্পষ্ট যোগাযোগ এবং সমন্বয় নিশ্চিত করে। নতুন এ হেডফোনটি বাজারে থাকা অন্যান্য হেডফোনের তুলনায় ওজনে হালকা। এছাড়াও এর ইয়ার প্যাডস গুলো খুবই পাতলা। যে কারণে গেমারদের জন্য এটির ব্যবহার খুবই আরামদায়ক । ভি প্রো ভি এইচ ৩৫০এস ওয়্যারড এই গেমিং হেডফটিতে রয়েছে ৪০ মিলিমিটারের সাউন্ড ড্রাইভার, যেটা উ"চ-মানের অডিও রেজোলিউশন সরবরাহ করে গেমিং অভিজ্ঞতাকে করে বাস্তবসম্মত এবং আকর্ষণীয়। এছাড়াও হেডফোন্ টির সাথে রয়েছে আরজিবি লাইটিং যেটা গেমারসদের দিবে একটি আকর্ষণীয় আউটলুক এবং তাদের কম্পিউটার সেটাপের পারিপার্শ্বিক শোভা বর্ধনের সুবিধা। হেডফোনের ভলিউম বাড়ানো-কমানোর রোলার টি পেয়ে যাবেন ডান পাশের ইয়ারকাপের উপর দিকে । হলুদ এবং কালো লুকের এই হেডফোনটি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র ৩,১০০ টাকায়। মাত্র ৩৫৮ গ্রাম ওজনের এই হেডফোন টির সাথে পাওয়া যাবে ১ বছরের ব্রান্ড ওয়ারেন্টি।

ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের ফাঁদে যেভাবে হচ্ছে সাইবার অপরাধ : সফোস

ব্যবসায়কি মডেল আকারে ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি করছে সাইবার অপরাধীরা

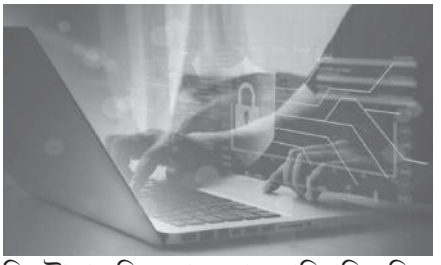

ক্রিপ্টোকারেন্সি স্ক্যাম বা জালিয়াতি নিয়ে সম্প্রতি এক অনুসন্ধান করেছে সাইবার সিকিউরিটি প্রতিষ্ঠান সফোস। এতে দেখা যায় কীভাবে ডার্ক ওয়েবে বিশেষ কিছু কিটস বা টুলস বিক্রি করে সাইবার অপরাধীরা পিগ বুচারিং স্ক্যাম ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি চালাচ্ছে। এতে আরও দেখা যায়, এই সাইবার অপরাধগুলো ব্যবসায়কি মডেলের আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশ্বজুড়ে।

সফোসের "ক্রিপ্টোকারেন্সি স্ক্যামস মেটাস্ট্যাসাইজ ইনটু নিউ ফর্মস" শীর্ষক প্রতিবেদনে পিগ বুচারিং (যা শা ঝু প্যান নামেও পরিচিত) স্ক্যাম বা অপরাধের নতুন পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত উঠে আসে। মূলত চীনের একটি অপরাধ চক্র ডার্ক ওয়েবে আসা এই নতুন কিটগুলো তৈরি করেছে। 'ডিইএফআই সেভিংস' নামে বিশেষ একটি পিগ বুচারিং স্ক্যাম সংঘটিত করার জন্য নতুন এই কিটগুলো কিছু টেকনিকাল কম্পোনেন্ট সরবরাহ করে।

এই 'ডিইএফআই সেভিংস' স্ক্যামে তৈরি করা হয় বিনিয়োগের সুযোগের ফাঁদ। যাদের ক্রিপ্টো সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তারাই বেশি এই জালিয়াতির শিকার হয়।

বিনিয়োগ থেকে ভালো পরিমাণের সুদ পাওয়ার আশায় ক্রিপ্টো ওয়ালেটকে একটি "ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট"এর সাথে সংযুক্ত করে বিনিয়োকারীরা। কিন্তু বাস্তবে তাদের ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলো একটি জাল ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং পুলের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। আর তখনই প্রতারকরা সেই ক্রিপ্টো ওয়ালেটের অর্থ হাতিয়ে নেয়। বিগত দুই বছর ধরে পিগ বুচারিং স্ক্যামিংয়ের উপর সফোস এক্স-অপস অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। এর সম্প্রতি এক বিশেষণে দেখা যায়, ক্রিপ্টো জালিয়াতিরা তাদের পূর্বের প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে চুরি করার জন্য তাদের কৌশল ব্যবহারের হারও কমে গিয়েছে। অন্যদিকে, স্ক্যামাররা এখন বৈধ, আর পরিচিত ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাপিকেশনগুলোর মাধ্যমে ভুয়া ক্রিপ্টো ট্রেডিং করতে পারছে। এমনকি, স্ক্যামাররা ওয়ালেট নেটওয়ার্কটি বা চুরি করা অর্থ লুকিয়ে রাখতে এখন সক্ষম। সব মিলিয়ে এই সাইবার অপরাধগুলো ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে উঠছে।

পিগ বুচারিং স্ক্যাম বা প্রতারণায় যেভাবে সতর্ক থাকবেন পিগ বুচারিং স্ক্যাম থেকে রক্ষা পেতে সফোসের কিছু পরামর্শ:

- ফেসবুক বা অন্য কোন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে অপরিচিতদের কাছ থেকে পাওয়া কোন মেসেজ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, বিশেষ করে যদি তারা দ্রুত হোয়াটসঅ্যাপের মতো আপনার ব্যক্তিগত অ্যাপগুলোতে যুক্ত হতে চায়।
- এছাড়া, কোনো ডেটিং অ্যাপে নতুন কোনো ম্যাচ বা পরিচয়ের ক্ষেত্রেও সাবধান থাকুন। বিশেষ করে যদি কোনো অপরিচিত ব্যক্তি ক্রিপ্টোতে বিনিয়োগ করা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করে তাহলে আরও সতর্ক থাকুন।
- 'দ্রুত ধনী হওয়া' এর মতো স্কিম বা অল্প সময়ের মধ্যে বড় রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয় এমন ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ সম্পর্কে সবসময় সাবধান থাকুন।
- রোম্যান্স-স্ক্যাম এবং বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্ট-স্ক্যাম এর কৌশলগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকুন।
- যদি মনে হয় যে আপনি পিগ বুচারিং স্ক্যামের শিকার হয়েছেন, তাহলে সাথে সাথেই ক্রিপ্টো ওয়ালেটে থাকা অর্থ উত্তোলন করে ফেলুন এবং আইনের সাহায্য নিন।

কাজের স্বীকৃতি পেলেন স্মার্ট কর্মকর্তাগন

প্রাতিষ্ঠানিক কাজে বিশেষ অবদান রাখা কর্মীদের সম্মানিত করলো দেশের অন্যতম বৃহৎ তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড। সম্প্রতি রাজধানীর জহির স্মার্ট টাওয়ারে অনুষ্ঠিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মার্টের কর্পোরেট টিমের কর্মকর্তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এসএম মহিবুল হাসান, ডিরেক্টর-সফটওয়্যার অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ সল্যুশন আবু মোস্তফা চৌধুরী সুজন, ডিরেক্টর-ডিস্ট্রিবিউশন বিজনেস জাফর আহমেদ এবং ডিরেক্টর-চ্যানেল সেলস মুজাহিদ আল বেরুনী সুজনসহ প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, স্মার্ট টেকনোলজিস সবসময়ই একটি কর্মীবান্ধব প্রতিষ্ঠান। কর্মীদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার মানসিকতাকে আমরা সবসময়ই উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছি। এরই ধারাবাহিকতায়, গত এক বছরে আমরা দেশের শীর্ষ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ আইটি প্রজেক্টে সফলভাবে আমাদের সল্যুশন প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছি। নানা রকমের প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আমরা যেভাবে সফল হয়েছি, তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত পারফর্মেন্স এবং দলগত পারফর্মেন্সের উপর ভিত্তি করে কর্পোরেট, সল্যুশন, টেন্ডার এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ওয়ালটন ল্যাপটপের পৃষ্ঠপোষকতায় বুয়েটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাব উদ্বোধন ও ইলেকট্রিক বাইক উপহার

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাব উদ্বোধন করলো মাল্টিন্যাশনাল বাংলাদেশি ব্র্যান্ড ওয়ালটন। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানটিকে গবেষণার জন্য ওয়ালটনের তৈরি তাকিওন ১.০০ মডেলের ইলেকট্রিক বাইক উপহার প্রদান করা হয়। গবেষণা ও উদ্ভাবনে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয়ে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া কোলাবরেশনের অংশ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাব। ল্যাবটির পৃষ্ঠপোষকতা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছে ওয়ালটন গ্রুপের অন্যতম অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

গত রোববার (২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪) বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবের উদ্বোধন করেন বুয়েটের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সত্য প্রসাদ মজুমদার এবং ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম। এ সময় অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজের অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এএমডি) লিয়াকত আলী, ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি'র এএমডি মেজর জেনারেল (অব.) ইবনে ফজল শায়েখুজ্জামান, বুয়েটের রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (রাইজ)-এর পরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান তালুকদার, ফ্যাকাল্টি অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের ডিন প্রফেসর ড. আবু রায়হান মো. আলী, ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের ডিন প্রফেসর ড. জীবন পোদ্দার, ফ্যাকাল্টি অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন প্রফেসর ড. মো. এহসান, ফ্যাকাল্টি অব ইইই'র ডিন প্রফেসর ড. মো. শফিকুল ইসলাম, ফ্যাকাল্টি অব আর্কিটেকচার এন্ড প্লানিংয়ের ডিন প্রফেসর ড. ইশরাত ইসলাম এবং ফ্যাকাল্টি অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন প্রফেসর ড. মো. শফিউল বারি, ওয়ালটন কম্পিউটারের চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) মো. তৌহিদুর রহমান রাদ এবং ওয়ালটন ডিজিটেকের ডেপুটি হেড অব মার্কেটিং তানজিমুল হক তন্ময় প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ওয়ালটন ডিজি-টেকের বিভিন্ন প্রোডাক্ট লাইন নিয়ে বিস্তারিত প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন সিবিও মো. তৌহিদুর রহমান রাদ। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সত্য প্রসাদ মজুমদার বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা উদ্ভাবনী মেধায় সমৃদ্ধ। কিন্তু গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় তারা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এখন ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া কোলাবরেশনের মাধ্যমে তারা ওয়ালটনে গবেষণা ও উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করতে পারছেন। সেজন্য ওয়ালটনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সবার অবদানে দেশীয় শিল্প খাত সমৃদ্ধ হবে। বাংলাদেশের পণ্য বিশ্বজয় করবে। ওয়ালটন বাংলাদেশের টেক জায়ান্ট। ওয়ালটন এখন অনেক বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বুয়েট সবসময়ই ওয়ালটনের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। আমাদের প্রকৌশলীরা ওয়ালটনের মতো দেশীয় প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পেরে গর্ববোধ করছে। এই রিসার্চ ল্যাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওয়ালটন এবং বুয়েটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। স্থানীয় শিল্প খাতের উন্নয়নে বুয়েট সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। আমরা দেশীয় পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে সরকারকে সবময় পরামর্শ দিয়ে আসছি। দেশীয় শিল্পকে নীতিগত সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের আরও আন্তরিক হতে হবে। ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম বলেন, আমাদের প্রকৌশলীরা মেধাবী। তাদের মেধা কাজে লাগাতে হবে। আমাদের যে সামর্থ্য আছে, সেটার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের শিল্প খাত অনেক এগিয়ে যাবে। দেশ এগিয়ে যাবে। আমরা সমৃদ্ধশালী হবো। দেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা ও উদ্ভাবনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাদের কাজের স্বীকৃতি ও ব্র্যান্ডিং হচ্ছে না। বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনারিজের সমন্বয় ঘটছে ওয়ালটনে। ফলে মেধাবীরা ওয়ালটনে সুযোগ পাবেন প্রযুক্তি নিয়ে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য ওয়ালটনকে অন্যতম সেরা গ্লোবাল ব্র্যান্ডে পরিণত করার মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করা। দেশের মেধাবী প্রকৌশলীরা যখন দেশেই গবেষণা ও উদ্ভাবনের পর্যাপ্ত সুযোগ পাবেন, তখন সেই লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে। সেজন্য ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া কোলাবরেশনের মাধ্যমে এই ল্যাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইনোভেশন ও প্রযুক্তিগত শিল্পের উন্নয়নে ওয়ালটন এবং বুয়েট এক সঙ্গে কাজ করছে। বুয়েটের সঙ্গে আমাদের এই সুগভীর সম্পর্ক চলমান থাকবে। আমাদের প্রত্যাশা, এই রিসার্চ ল্যাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বনামধন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এবং ওয়ালটন উভয় পক্ষই উপকৃত হবেন।

রিসার্চ ল্যাব উদ্বোধনের পাশাপাশি বুয়েটকে নিজস্ব কারখানায় তৈরি পরিবেশবান্ধব ই-বাইক- 'তাকিওন ১.০০' উপহার দিয়েছে ওয়ালটন। বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলরের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-বাইকের চাবি হস্তান্তর করেন ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম।

জানা গেছে, গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে নতুন মডেলের এই ইলেকট্রিক বাইক বাজারে ছাড়ে ওয়ালটন। পরিবেশবান্ধব এই ই-বাইক সাশ্রয়ী মূল্যে বাজারে আসে ৩টি ভার্সনে। মাত্র ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা চার্জে এই বাইকে ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ পাড়ি দেয়া যায়। প্রতি কিলোমিটারে সর্বোচ্চ খরচ পড়ছে মাত্র ১৫ পয়সা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ওয়ালটন। ওয়ালটন কারখানায় বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা ও উদ্ভাবন (রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম গতিশীল করছে শিল্প খাত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগ। এরই প্রেক্ষিতে সম্প্রতি প্রযুক্তিপণ্যের গবেষণা ও উদ্ভাবনে পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময়ের উদ্দেশ্যে বুয়েটসহ দেশের শীর্ষ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ওয়ালটন। এসব চুক্তি ও রিসার্চ

ল্যাব চালুর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ওয়ালটন কারখানায় গবেষণা ও কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। যার মধ্যে রয়েছে গ্রাজুয়েট ও আন্ডারগ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের থিসিস, কারখানায় ইন্টার্নশিপ ও ট্রেইনিং, পরামর্শক দলের কারখানা পরিদর্শন, কর্মী উন্নয়ন ইত্যাদি। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনে এগিয়ে চলছে দেশ।

চুক্তির অংশ হিসেবেই বুয়েটে গড়ে তোলা হয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাব। সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, এই রিসার্চ ল্যাব চালু হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা এবং প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদন খাত আরও সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি 'ব্রেইন ড্রেইন' এর মতো অভিশাপের মাধ্যমে দেশের মেধা পাচার বন্ধ হবে। দেশের শিল্পোন্নয়নে দেশের মেধা কাজে লাগবে। আগামী দিনে দেশকে নেতৃত্ব দিতে তরুণ প্রজন্ম তৈরি হবে।

"বৈশ্বিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসতে হবে" - মোনাশ কলেজ অস্ট্রেলিয়ার সিইও

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারণে একাগ্রে কাজ করে যাচ্ছে ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশ (ইউসিবি)। এর ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি "মোনাশ প্রগ্রেশন ডে" শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানটি। দেশের বাইরে সফলভাবে পড়াশোনা এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে সফল ক্যারিয়ার গড়ার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পেতে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন অসংখ্য ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ এবং গণমাধ্যম কর্মী।

আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল "স্টাডি অ্যাট ইউসিবি টু বিগিন ইওর ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার" প্রসঙ্গে একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্যানেল আলোচনা। জো মিথেন, সিইও, মোনাশ কলেজ অস্ট্রেলিয়া; প্রফেসর হিউ গিল, প্রেসিডেন্ট ও প্রভোস্ট, ইউসিবি; এবং প্রফেসর মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, ডিন অব একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স, ইউসিবি-সহ এই প্যানেল আলোচনায় যুক্ত হন ইউসিবি'র প্রাক্তন শিক্ষার্থী ফাইয়াজ মাকসুদুল হক, রাফিয়াদ রুহি জুয়েল, আফ্রিদা নুসাইবা মাসির, এবং মালিহা নাশিতা রহমান, যাদের সকলে এখন মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে পড়াশোনা করছেন।

প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে ইউসিবি'র মোনাশ পাথওয়ে প্রোগ্রাম তাদের আন্তর্জাতিক উচ্চ শিক্ষার যাত্রা আরো সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে এবং এর মাধ্যমে কীভাবে তারা তাদের পছন্দসই বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের জন্য সরাসরি প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষ থেকে পড়াশোনা আরম্ভ করতে সক্ষম হন।

প্রফেসর হিউ গিল, প্রেসিডেন্ট ও প্রভোস্ট, ইউসিবি, বলেন, "বিভিন্ন প্যাথওয়ের আওতায় বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদেরকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করে তোলা জরুরী, কারণ এর মাধ্যমে তারা ভবিষ্যত বিশ্ববাজারের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রান্সফারেবল স্কিলসগুলো রপ্ত করে নেয়ার সময়-সুযোগ পাবে। দেশে আন্তর্জাতিক বা জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুসরণকারী স্কুল সমূহের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয়-সাশ্রয়ী পাথওয়ে নিয়ে এসেছে ইউসিবি, এবং এর বিভিন্ন কার্যক্রম মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের নিশ্চয়তাও প্রদান করছে। আমাদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অনুষদ সদস্যবৃন্দের দক্ষতা এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষায়িত শিক্ষার সুব্যবস্থা দেশের ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে যাওয়ার আগে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্তুত করে তোলে। এগুলোই দেশে ইউসিবি-মোনাশ কার্যক্রমের অনন্য বৈশিষ্ট্য"।

"২০২৪ সালের কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪২তম অবস্থান অর্জন করেছে মোনাশ ইউনিভার্সিটি", বলেন মোনাশ কলেজের সিইও জো মিথেন। "বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীরা এমন মর্যাদাপূর্ণ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তুমুল প্রতিযোগিতা করে, আর আমি বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদেরও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে উৎসাহিত করব। ইউসিবি'র মাধ্যমে সফলভাবে মোনাশ পাথওয়ে প্রোগ্রাম সম্পন্ন করলে মোনাশ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব। আশা করছি আরও বেশি বাংলাদেশী শিক্ষার্থী ইউসিবি পাথওয়ে প্রোগ্রাম সম্পর্কে অবগত হবেন, এবং দেশে বসেই আন্তর্জাতিক পরিসরে তাদের একাডেমিক এবং ক্যারিয়ার সম্ভাবনাগুলো আরো উজ্জ্বল করে তুলতে পারবেন"।

মোনাশ প্রগ্রেশন ডে'তে আগত শিক্ষার্থীরা একটি উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন, যেখানে বর্তমানে মোনাশ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা কীভাবে ইউসিবি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা তাদের ভর্তিপ্রস্তুতিতে সহায়তা করেছে - তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। প্যানেল আলোচনা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা বিভিন্ন ব্যক্তিগত পরামর্শ এবং একাডেমিক কাউন্সেলিংয়ের জন্য মোনাশ কলেজের সিইও এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তারা বিভিন্নরকম বৃত্তি, দেশে-বিদেশে ভবিষ্যত ক্যারিয়ার ইত্যাদি প্রসঙ্গেও আলোচনা করেন। অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে অনুষ্ঠানে গত বছরে ইউসিবি'র মোনাশ ইউনিভার্সিটি পাথওয়ে প্রোগ্রামে সেরা ফলাফল অর্জনকারীদের হাতে "হাই এচিভারস অ্যাওয়ার্ড" তুলে দেয়া হয়। এছাড়াও আয়োজনে, ইউসিবির অধীনে মোনাশ কলেজ প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত সম্মিলিত পর্যায়ে সেরা ফলাফলকারী শিক্ষার্থীদের হাতে "হাই এচিভারস অ্যাওয়ার্ড" তুলে দেয়া হয়।

প্রথমবারের মতো নিজেদের মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চঅটঈখ "প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট লিগ"

পূর্বাচল ৩০০ফিট শেখ হাসিনা সরণী প্রাইমএশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের মাঠে শুরু হয়েছে প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট লিগ চঅটঈখ ২০২৪ । বুধবার সকাল ৯টায় এবারের আসরটি উদ্বোদন করেন প্রাইমএশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব রায়হান আজাদ টিটো । আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিগ্রেঃ জেনারেল সাইদুর রহমান খান(অবঃ),ফাইন্যান্স ডিরেক্টর শিপার আহমেদ। স্পোর্টস ক্লাব কনভেনার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ক্লাব প্রেসিডেন্ট সাদ ইবনে জয়নাল সহ অংশগ্রহণকারী সকল দলের খেলোয়াড় ও সমর্থক। লিগ টি আয়োজন করেছে প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস ক্লাব। টাইলটেল স্পন্সর হিসেবে রয়েছে প্রাইম ইন্সুইরেন্স কোম্পানী, পাওয়ার্ড বাই কিউবিট মিনি কম্পিউটার ,গিফট স্পন্সর হলিডে ডাইরি ও সুকুন পাবলিকেশন। এবারের লিগে ১২ ডিপার্টমেন্ট থেকে ১২টি দল আংশগ্রহন করছে। মেয়েদের ২টি দল সহ ৪টি স্পেশাল দলও খেলছে এই লিগে। নিজেরদের মাঠে খেলতে পেরে অনেক উচ্ছাসিত সব ছাত্র ছাত্রীরা। লিগ টি চলবে ৬ মার্চ থেকে ১০মার্চ পর্যন্ত। ১০তারিখ ফাইনালের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের PAUCL

সোশ্যাল মিডিয়ার দায়ত্বিশীল ব্যবহার সম্পর্কে তরুণদের সচেতন করছে জাগো ফাউন্ডেশন ও টিকটক

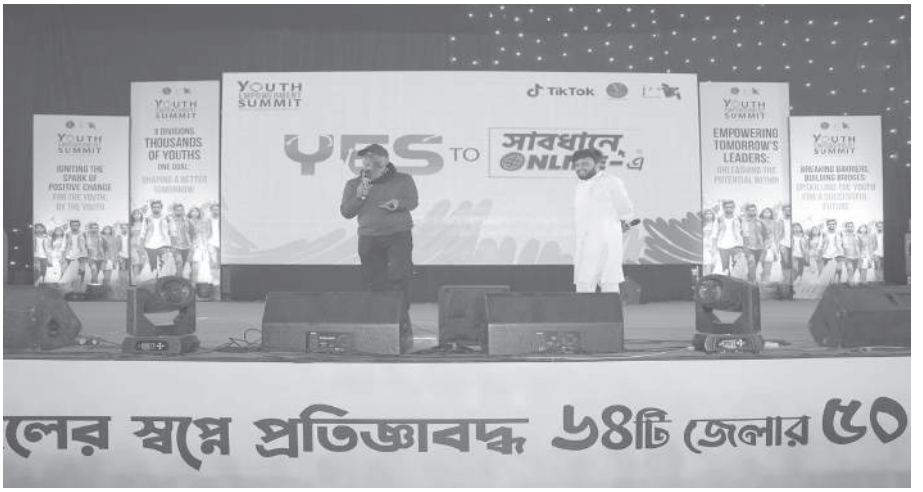

গোবাল প্যাটফর্ম টিকটক, সম্প্রতি জাগো ফাউন্ডেশনের সাথে তাদের যৌথ উদ্যোগ, 'সাবধানে অনলাইন-এ' এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের ঘোষণা করে। বগুড়ার পলী উন্নয়ন একাডেমিতে অনুষ্ঠিত 'ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট সামিট (ইয়েস) ২০২৪' শীর্ষক সামিটে এই ঘোষণাটি দেয়া হয়। অনলাইন নিরাপত্তা এবং দায়ত্বিশীলভাবে সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশের তরুণদের শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগটি শুরু হয়।

এবারের ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট সামিটের মুল আকর্ষণগুলির একটি ছিল টিকটক এবং জাগো ফাউন্ডেশন দ্বারা যৌথভাবে সাজানো "ইয়েস টু সাবধানে অনলাইনে" নামে ট্রেনিং সেশন। "নিরাপদ ইন্টারনেট দিবসকে" সামনে রেখে আয়োজিত এই সেশনের লক্ষ্য ছিল অংশগ্রহনমুলক কার্যক্রম এবং আলোচনার মাধ্যমে ইন্টারনেট নিরাপত্তা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার দায়ত্বিশীল ব্যবহার সম্পর্কে যুবকদের শিক্ষিত করে তোলা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত জাগো ফাউন্ডেশনের সেচ্ছাসেবক যুব সংগঠন "ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ"-এর ৫০০ জন যুব নেতা এই সেশনে অংশগ্রহন করে। একজন বিশেষজ্ঞের প্রশিক্ষকের নেতৃত্বে সেশনটি নিরাপদ ইন্টারনেট অনুশীলন এবং টিকটকের সেইফটি টুলগুলির ব্যবহার সহ ডিজিটাল সুরক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি বর্ণনা করা হয়। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকের সাথে মঞ্চে একজন জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার যোগদান করেছিলেন। সেশনটির মাধ্যমে এই দুইজন বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের অনলাইনের নিরাপদ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন। এছাড়াও, সামিটে অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি ভিডিও কন্টেন্ট তৈরির প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়ছিল। সেরা ৩ জন কন্টেন্ট নির্মাতাকে অধিবেশন চলাকালীন বিজয়ী ঘোষণা এবং পুরস্কৃত করা হয়ছে। গত দুই বছর ধরে, টিকটক এবং জাগো ফাউন্ডেশন যৌথভাবে "সাবধানে অনলাইনে" নামক একটি প্রচারাভিযান পরিচালিত করে আসছে, যার লক্ষ্য বাংলাদেশের যুবকদের অনলাইন নিরাপত্তা সম্পর্কে শিক্ষিত করা। যুবকদের মধ্যে বর্তমানে ক্রমবর্ধমান বিকশিত ডিজিটাল জগত ও এর প্রতিবন্ধকতা এবং হুমকিগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে, এই সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার জন্য, দায়ত্বিশীল অনলাইন আচরণ ও অনুশীলন সম্পর্কে অপরিহার্য সচেতনতা গড়ে তোলাই এই ক্যাম্পেইনের মুল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া প্যাটফর্মের উপর যুব সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান নিভরতা মধ্যে কন্টেন্ট তৈরির ইতিবাচক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য যুবকদের শিক্ষিত করে তোলাও এর উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে ক্যাম্পেইনটি ইতিমধ্যে দেশের প্রায় ৩৪টি জেলায় অফলাইন কার্যক্রম চালিয়েছে এবং সেই সাথে অনলাইনে প্রচুর পরিমানে কার্যক্রম চালিয়েছে।

টিকটক এবং জাগো ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা "ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট সামিট (ইয়েস) ২০২৪"-এর এই বিশেষ সেশন "ইয়েস টু সাবধানে অনলাইন"-এর মঞ্চের মাধ্যমে তাদের অংশীদারিত্বের সম্প্রসারণ ঘোষণা করেন। এই ক্যাম্পেইন থেকে তাদের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য এবং ইন্টারনেট নিরাপত্তা এবং দায়ত্বিশীল সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের প্রচারের জন্য তারা যেই উদ্যোগগুলি আগামীতে নিতে যাচ্ছেন তা প্রকাশ করেন।

অ্যাসাসিনস ক্রিড: অরিজিনস

ওপেন ওয়ার্ল্ড গেমপ্রেমীদের পছন্দের তালিকায় অ্যাসাসিনস ক্রিড সিরিজ সবসময়ই উপরে থাকে। এ বছর মুক্তি পেয়েছে অ্যাসাসিনস ক্রিড অরিজিনস। গেমটির পটভূমি ইজিপ্টকে কেন্দ্র করে। সিরিজের অন্য গেমগুলোর ইংল্যান্ডের যুদ্ধ,স্প্যানিশ যুদ্ধ কিংবা লন্ডনের ভিক্টোরিয়ান যুগের পটভূমির মতো অরিজিনসের মিশরীয় পটভূমিও অনেক জনপ্রিয় হয়েছে। ক্লিওপেট্রা, সিজারের মতো অনেক বাস্তব চরিত্রের দেখাও মিলবে গেমে।

অ্যাসাসিনস ক্রিড অরিজিনসে যেমন পুরনো অনেক এলিমেন্ট আছে, তেমনি সযোজন করা হয়েছে নতুন নতুন সব ফিচারও। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে কমব্যাটে। আগের গেমগুলোর মতো অরিজিনসে প্রি রেন্ডারড অ্যাটাক-কাউন্টার অ্যাটাক সংবলিত গেমপ্লে নেই । তার বদলে অনেকটা রোল প্লেয়িং গেমের মতো করে গড়ে তোলা হয়েছে অরিজিনসকে। গেমার অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে সরাসরি আঘাত করতে পারবেন। সেই আঘাতে শত্রু মারাও যেতে পারে অথবা শুধু আহত হয়ে পড়ে থাকতে পারে। আবার গেমারের টার্গেট মিসও হতে পারে। তলোয়ার, হিডেন ব্লেড কিংবা তীর ধনুকের পাশাপাশি অরিজিনসে রয়েছে অস্ত্রের বিশাল সম্ভার। শত্রুর আক্রমণ ঠেকানোর জন্য গেমারকে শিল্ড ব্যবহার করতে হবে। অরিজিনসে আক্রমণের ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ডিফেন্সের দিকেও মনোযোগ রাখতে হবে। গেমার এক্সপেরিয়েন্স পয়েন্ট অর্জন করতে পারবেন এবং তা দিয়ে নতুন নতুন স্কিল আনলক করতে পারবেন। লং রেঞ্জ কমব্যাট,অর্থাৎ তীর ধনুকের পারদর্শিতা বাড়ানোর জন্য হান্টার ট্রি-তে পয়েন্ট খরচ করতে হবে। আর সামনাসামনি শত্রুকে মোকাবিলার পারদর্শিতা বাড়ানোর জন্য ওয়ারিয়র ট্রি-তে পয়েন্ট খরচ করতে হবে। এই সংযোজনটি গেমকে করে তুলেছে আরো আকর্ষণীয়। সিরিজের 'আইকনিক' হিডেন ব্লেড অরিজিনসেও আছে, তবে একে আরো বাস্তবসম্মত করে তোলা হয়েছে। হিডেন ব্লেড ব্যবহার করে গেমার নিজের চেয়ে বেশি লেভেলের শত্রুকে মারতে পারবেন না। তবে সেই তুলনায় লং রেঞ্জ কমব্যাট অনেক উন্নত করা হয়েছে। গেমটি সুবিস্তৃত, এর গোটা ম্যাপটা আনলক করতেই অনেক সময় লেগে যাবে। পাজল সলভও নতুন রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আকর্ষণীয় মেইন মিশনের পাশাপাশি রয়েছে অসংখ্য সাইড মিশন।

কমব্যাট সিস্টেম বাদে গেমপ্লেতে আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। তবে বিখ্যাত ঈগল ভিশন গেমটি থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। ঈগল ভিশনের পরিবর্তে গেমার 'সেনু' নামের পোষা পাখিকে ব্যবহার করে কোনো জায়গা স্কাউট করতে পারবেন। আবার আপগ্রেড দিলে এই পোষা ঈগল শত্রুকে আঘাত করতেও সক্ষম হবে। বিস্তৃত ওপেন ওয়ার্ল্ডের বিচিত্র সব প্রাণীকে গেমার পোষ মানাতে পারবেন এবং কাজে লাগাতে পারবেন। এক্ষেত্রে ফারক্রাই প্রাইমালের সাথে অরিজিনসের কিছুটা মিল আছে। এছাড়াও নৌপথের

পরবর্তী অংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়

লড়াই আর পানির নিচের এক্সপ্লোরেশন আবার সিরিজে ফেরত এসেছে।

গেমটি খেলতে যা যা প্রয়োজন:

অপারেটিং সিস্টেম: উইন্ডোজ ৭ সার্ভিস প্যাক ১,৮.১,১০ (৬৪ বিট)

প্রসেসর: ইন্টেল কোর আই-৫ ২৪০০ ২.৫ গিগাহার্টজ, এএমডি এফএক্স ৬৩৫০ ৩.৯ গিগাহার্টজ

গ্রাফিক্স কার্ড: এনভিডিয়া জিফোর্স জিটিএক্স ৬৬০ অথবা এএমডি আর৯ ২৬০ (কমপক্ষে ২০৪৮ মেগাবাইট ভার্চুয়্যাল র‍্যাম এবং ৫.০ শ্যাডার মডেল)

র‍্যাম: ৬ গিগাবাইট

হার্ডডিস্ক: কমপক্ষে ৪৫ গিগাবাইট খালি জায়গা

'টম্ব এক্সপ্লোরেশন' এবার নতুন রূপে ফিরেছে। গেমার ইজিপ্টের অনেক বিখ্যাত জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারবেন এবং এক্সপ্লোর করতে পারবেন। এমনকি বিখ্যাত গিজার স্ফিংসেও গেমার চড়তে পারবেন। এর পাশাপাশি 'এরিনা' বেজড কমব্যাটও আছে গেমটিতে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন 'এরিনা'য় গেমারকে শত্রুর সাথে লড়াই করতে হবে। প্রত্যেকটি এরিনায় বস ফাইট রয়েছে। এরিনা মোড খেলে গেমার নতুন নতুন অস্ত্র আর ইকুইপমেন্ট আনলক করতে পারবেন। সিরিজের পুরনো ধারার কিছু বাদ দিয়ে, আবার কোনোগুলোকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ফলে যারা অ্যাসাসিনস ক্রিড সিরিজের ভক্ত, তারা নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ পাবেন। গেমের আরেকটি নতুন মোড হলো 'ট্রায়ালস অব গডস।' এখানে বিখ্যাত প্রাচীন দেবতাদের বিরুদ্ধে গেমারকে লড়াই করতে হবে। আনুবিসের মতো দেবতার সাথে লড়াই করতে হলে শুধু ভালো অস্ত্র কিংবা তীর ধনুক হলেই চলবে না, ভালো ট্যাকটিকসও আয়ত্ত করতে হবে। নির্মাতাদের মতে গেমারকে অন্তত লেভেল ৪০-এ পৌঁছাতে হবে দেবতাদের সাথে লড়াই করার জন্য। অনেক সমালোচক অরিজিনসকে অ্যাসাসিনস ক্রিড সিরিজের মাইফলক বলে উল্লেখ করেছেন। গেমপ্লের পাশাপাশি এর গ্রাফিক্সও চোখ ধাঁধানো। এর কাহিনীও প্রশংসা কুড়িয়েছে, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করার জন্য। তাই গেমাররা এখনই বসে পড়তে পারেন অ্যাসাসিনস ক্রিড অরিজিনস নিয়ে, উপভোগ করতে পারেন হারিয়ে যাওয়া মিশরীয় সভ্যতার স্বাদ।

শাহেদ উন নবী